Contents

সপ্তম বর্ষ

সপ্তম সংখ্যা

তর্জুমানুল-হাদীছ

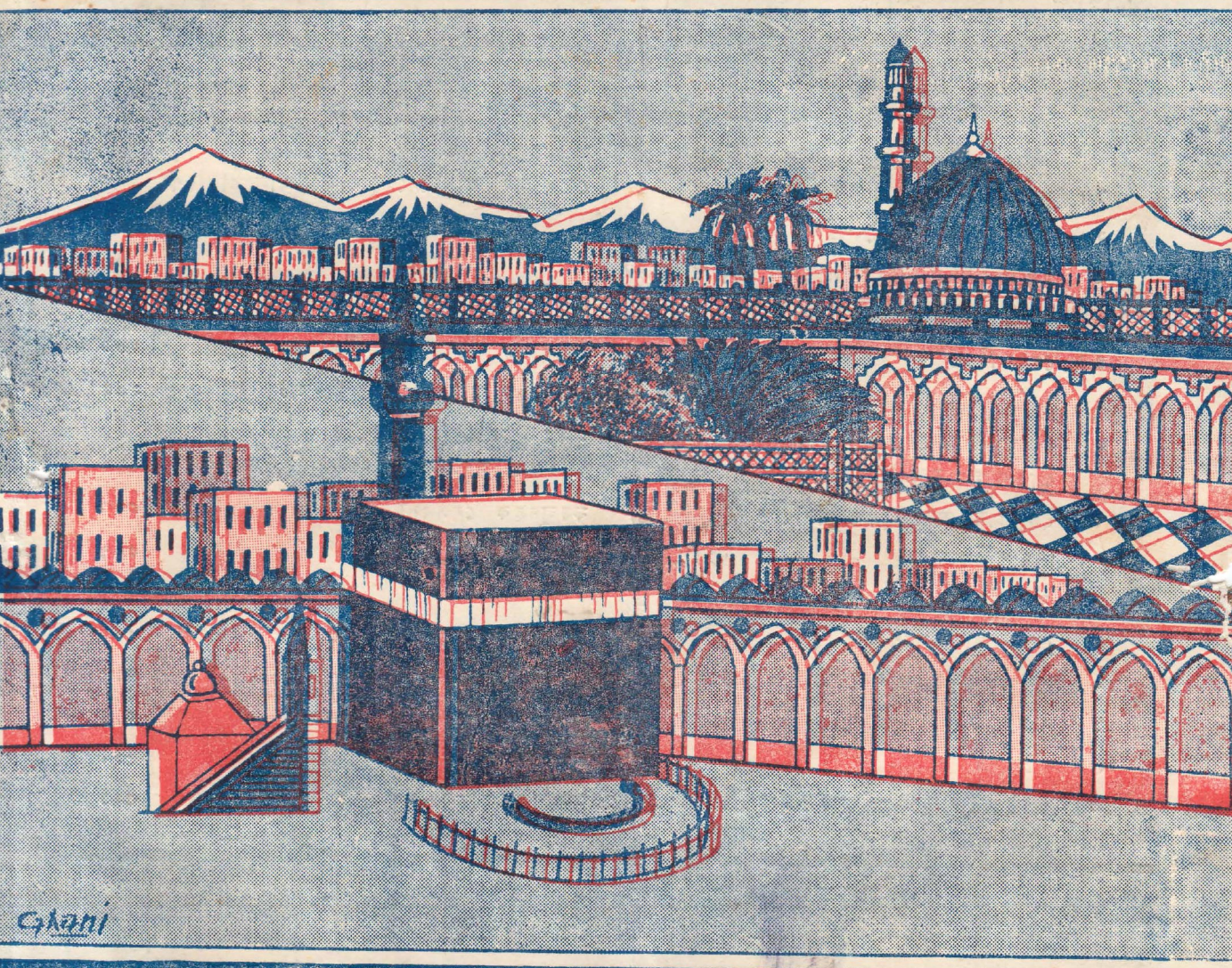

সম্পাদক

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী

এই সংখ্যার মূল্য ।৷০

বার্ষিক মূল্য সডাক ৬৷৷০

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

৭ম বর্ষ—৭ম সংখ্যা

আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৪ বাং —— জুলাই ১৯৫৭ ইং

বিষয় সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ছুরত-আলফাতিহার তফ্‌ছীর	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল্ কাফী আল্‌কোরায়শী	২৭৩
২।	হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য	... ...	২৮১
৩।	ইমাম হুসইন বিনে আলী বিনে আবু তালিব ও সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবুছুফ্‌য়ান	শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে-তায়মিয়া (রহঃ)	২৮৫
৪।	স্পেন বিজয় (নাটক)	মোহাম্মদ আছাদুয্‌যামান বি, এস, সি,	২৮৯
৫।	নারী স্বাধীনতা (প্রবন্ধ)	ডক্টর এম, আবদুলকাদের ডি-লিট	২৯৫
৬।	ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী (ইতিহাস) প্রতিপক্ষের যবানী	মূল : স্যর উইলিয়ম হাণ্টার অনুবাদ : মওলানা আহমদ আলী, মেছাবোণা	২৯৯
৭।	ইছ্‌লামের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি (রাজনীতি)	ফয্‌লুলহক সেলবর্সী	৩০৩
৮।	বিশ্ব পরিক্রমা ,,	,, ,,	৩০৭
৯।	আদর্শের সংগ্রাম না দলের ? একটি জীবন মরণ সমস্যা !	মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আলকোরায়শী	৩০৯
১০।	পূর্বপাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ (প্রচার সংবাদ)		৩১২
১১।	সাময়িকী	সম্পাদক	৩১৪
১২।	কষ্টিপাথর	নক্কাদ	৩২০
১৩।	জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের প্রাপ্তি স্বীকার	মুনতাছির আহমদ রহমানী	৩২১

আল্-হাদীছ প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিশিং হাউস,

ইংরাজী, বাঙলা, আরাবী ও উর্দ্দু

সবরকম ছাপার কাজ সুন্দর ও সুলভে সম্পন্ন করিতে সক্ষম।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

৮৬নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, পোঃ রমনা, ঢাকা।

TO LET

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তর্জুমানুল-হাদীছ

(মাসিক)

কোরআন ও ছুন্নাহর সনাতন ও শাশ্বত মতবাদ, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের বাহক ও অকুণ্ঠ প্রচারক

আহ্‌লেহাদীছ আন্দোলনের মুখপত্র।

সপ্তম বর্ষ	জুলাই, ১৯৫৭ খৃস্টাব্দ ; মুহর্‌রম ১৩৭৭ হিঃ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩৬৪ বংগাব্দ	৭ম সংখ্যা

প্রকাশ মহল ঃ—৮৬ নং কাযী আলাউদ্দীন রোড, রমনা, ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ছুরত-আল্-ফাতিহার তফ্‌ছীর

فصل الخطاب فى تفسير ام الكتاب

(পূর্বানুবৃত্তি)

৪৬

সাবধানতার সহিত লক্ষ্য করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, নবীগণ কর্তৃক প্রচারিত উল্লিখিত পঞ্চবিধ শিক্ষার বুনিয়াদ মূলতঃ একটি মাত্র মতবাদের উপর স্থাপিত। ইহাই সমুদয় সত্যধর্মের 'জীবনস্থান'। ইছলামের পরিভাষায় ইহা তওহীদ নামে সুপরিচিত। ইহা শ্রীমৎ শংকরাচার্যের 'অদ্বৈতবাদ' বা বৈষ্ণব সাধক রামানুজের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ' বা দার্শনিক নিম্বর্কাচার্যের 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ' নয়। খৃস্টানদের 'ঈশ্বর-পুত্র' ও 'ত্রিত্ববাদে'র মতবাদের সহিত ইছলামী তওহীদের সমন্বয় সাধনের উপায় নাই। সকল ধর্মাবলম্বীকে যে 'তওহীদের' দিকে আহ্বান জানাইবার জন্য নবীগণের সমাপক রছূলুল্লাহ (দঃ) আদিষ্ট হইয়াছিলেন, কোরআনের অমৃত ছন্দে তাহা নিম্নোক্ত ভাষায় চির-স্মরণীয় রহিয়াছে :—আপনি বলুন, হে ঐশীবাণীতে আস্থাশীল সমাজসমূহ, আইস, আমরা এরূপ একটি কথায় মিলিত হই, যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্ববাদী-সম্মত ঃ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত আমরা কাহারও

قل يا اهل الكتاب، تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، ولانشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله !

www.ahlehadeethbd.org

Contents

দাসত্ব করিব না এবং তাঁহার সহিত আমরা কাহাকেও ভাগিদার মানিব না এবং আমাদের কোন একজন অপর জনকে আল্লাহর পরিবর্তে 'রব্ব' ধরিবনা—আলেইমরান, ৬৪ আয়ত।

উপরিউক্ত উদাত্ত আহ্বান দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, একমাত্র 'তওহীদ' ব্যতীত অন্য কোন দার্শনিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানবত্বের গৌরবের প্রতিষ্ঠা সাধন এবং সমুদয় ভেদবুদ্ধির অবসান ঘটাইয়া মানুষের বিভিন্ন দলীয় গোষ্ঠে সাম্য ও সামঞ্জস্য স্থাপন ও তাহাদের একাত্মভূতি-সাধনের অন্য কোন উপায় নাই।

নাস্তিক্যবাদীরা মনে করেন, আল্লাহর ধারণা স্বার্থপর মানুষের কল্পনা-রাজ্যের সৃষ্টি, অর্থাৎ কিনা মানুষই আল্লাহকে সৃষ্টি করিয়াছে, আল্লাহ মানুষের সৃষ্টিকর্তা নন। সুতরাং তাঁহাদের মতে মানুষের বৈষম্য ও বিভেদ আর কলহ-বিদ্বেষ বিদূরিত করার উপায় মানবমন হইতে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের ধারণাকে চির নির্বাসিত করা। মানুষ স্বয়ং আল্লাহকে সৃষ্টি করিয়াছে এ-দাবীর পশ্চাতে অজ্ঞতার হঠকারিতা ব্যতীত প্রমাণের কোন মূল্যই নাই, পক্ষান্তরে মানব সভ্যতার আদিম যুগের ইতিহাস এই সনাতন সাক্ষ্যই বহন করিয়া আনিয়াছে যে, সৃষ্টির সকল যুগে ও সভ্যতার সমুদয় স্তরে একটি উন্নত ও শ্রেষ্ঠতর প্রভুত্বের স্বতঃস্ফূর্ত বিশ্বাস মানব মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাসের এমন কোন অধ্যায় নাই, যেস্থলে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নাই। মানুষ এই মতবাদ কোন্ যুগে সৃষ্টি করিল নাস্তিক্যবাদীরা তাহা নির্ধারিত করিতে সমর্থ নহেন। কতিপয় সন্দেহ-বিদগ্ধ প্রাণের অজ্ঞতাসূচক নিষ্ফল আক্রোশ মানবমনের সৃষ্টিগত স্বভাবসিদ্ধ অনুভূতিকে উপহাস করিতে পারে, কিন্তু এই অজ্ঞতাকে বৈজ্ঞানিকতা বলিয়া অভিহিত করিতে পারেনা।

সৃষ্টিকর্তার ধারণা স্বভাবসিদ্ধ ও সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক হইলেও তাঁহার একত্ব ও স্বামীত্বের (উলুহীয়ত ও রবুবীয়ত) সঠিক ধ্যানধারণা পরাবিদ্যা ও দার্শনিকতার সাহায্যে অর্জিত হওয়া সম্ভবপর নয় বলিয়া ঈশ্বরবাদ বহুঈশ্বরবাদ, ত্রিত্ববাদ, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি নানা মতবাদে বিভক্ত হইয়া জনগণের মানসরাজ্যে ও কর্ম্মলোকে বহু অলীক স্বামীত্ব ও প্রভুত্বের সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়াছে, ইহারই ফলে মানুষের আত্মা কলুষিত, তাহার গৌরবান্বিত মস্তক তাহারই মত একজন মানব বা মানবেতর বস্তুর সম্মুখে ভূলুণ্ঠিত ও মানুষের অন্তরঙ্গতা ও সৌভ্রাত্র বিদ্বেষ ও জিঘাংসাবৃত্তির বাষ্পে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ছুরত আলেইমরানে বর্ণিত আয়তে যুগপৎভাবে সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও তদীয় একত্ব ও অদ্বিয়তার সংগে সংগে তাঁহার অবিমিশ্র সার্বভৌম প্রভুত্ব ও স্বামীত্বকে স্বতঃসিদ্ধ সত্য রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, কারণ ইহা সমুদয় ঐশীধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই মূলনীতি হইতে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে পদস্খলিত হওয়ার দরুণেই মানুষ রকমারী প্রভু ও নিয়ামকের দাসত্ব নিগড়ে শৃংখলিত হইয়াছে এবং সত্যধর্ম্মের বিকল্প অসত্য রূপ মানুষকে সাম্য, সৌহার্দ ও সৌভ্রাত্রের পরিবর্তে কলহ, বিদ্বেষ ও শ্রেণী-সংগ্রামের পথে ঠেলিয়া দিয়াছে। অতএব মানবসমাজের দৈহিক, মানসিক, বস্তুতান্ত্রিক ও আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও সামাজিক ভেদবুদ্ধি ও বৈষম্যকে বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে নিরীশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ (যাহা বহুঈশ্বরবাদের নামান্তর), বহুঈশ্বরবাদ (যাহা নিরীশ্বরবাদেই সমাপ্তি প্রাপ্ত হয়) এবং দ্বৈত, ত্রিত্ব ও অবতারবাদ প্রভৃতি দার্শনিক ও কাল্পনিক মতবাদ পরিহার পূর্বক সমুদয় ঐশীগ্রন্থের মূলমন্ত্র এবং নিখিল ধরণীর নবীগণ কর্তৃক সমস্বরে উচ্চারিত মূলনীতি "এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বপতি আল্লাহর স্বীকৃতি, শুধু তাঁহারই অনুগত্য ও দাসত্বের প্রতিশ্রুতি এবং অন্য কোন মানব বা মানবেতরের প্রভুত্বের দৃঢ় অস্বীকৃতি"র মূলে মানবসমাজকে সম্মিলিত হইতে হইবে।

ধর্মের উল্লিখিত শাশ্বত ও চিরন্তন আদর্শকে সদাজাগ্রত ও অবিস্মরণীয় করিয়া রাখার জন্যই যুগে যুগে বিভিন্ন কণ্ঠে ও বিচিত্র ভাষে নবীগণ কর্তৃক এই একই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে। ইহারই অনুরণন নবীগণের সমাপ্তকারী, ধর্মজগতের সংগম তীর্থের মহাপুরোহিত মোহাম্মদ মুছ্তফার (দঃ) যুগান্তকারী ঘোষণায় ধ্বনিত

www.ahlehadeethbd.org

হইয়াছে :—

নবীগণ একই পিতার ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় পরস্পরের ভ্রাতা, তাঁহাদের জননী ভিন্ন ভিন্ন এবং তাঁহাদের ধর্ম এক ও অভিন্ন। †

الانبياء اخوة من علات وامهاتهم شتى و دينهم واحد -

সমুদয় নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ফরজ,

যেহেতু দুনিয়ার সৃষ্টিযুগ হইতে সমুদয় নবী ও রছূল ধর্মের একই মৌলিক আদর্শ প্রচার করিয়াছেন, তাই তাঁহাদের সকলকেই সত্যবাদী স্বীকার—করা প্রত্যেক মুছলিমের জন্য অবশ্যকর্তব্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এবিষয়ে কোরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ এইযে, হে মুছলিমসমাজ, তোমরা বল, আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি আর আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহার উপরেও আর হযরত ইবরাহীম, ইছ্‌মাঈল, ইছহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে আমরা তাহার উপরেও ঈমান আনিয়াছি এবং হযরত মূছা ও ঈছাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে এবং ভূবনে আল্লাহর যাবতীয় সংবাদ-বাহককে তাঁহাদের প্রভুর নিকট হইতে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের সত্যতা স্বীকার করিয়া লইতেছি। আমরা মুছলিম সমাজ, সত্যবাণীর ধারক ও বাহক হওয়া সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করিনা এবং আমরা আল্লাহর জন্যই মুছলিম হইয়াছি—আলবাকারা, ১৩৬ আয়ত। ছূরত-আন্‌নিছায় কথিত হইয়াছে, হে মুছলিম সমাজ, তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রছূলের (দঃ) প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং যে গ্রন্থ আল্লাহ তদীয় রছূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহার উপর ঈমান আন এবং পূর্বে যে গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার উপরেও। যেব্যক্তি আল্লাহকে, তদীয় ফেরেশ্‌তাগণকে, তদীয় গ্রন্থসমূহকে তদীয় সংবাদবাহী (রছুল) গণকে এবং চরম দিবসকে অস্বীকার করিয়াছে সে ঈমান হইতে বহুদূরে গোমরাহীতে নিপতিত হইয়াছে, ১৩৬ আয়ত।

قولوا آمنا بالله وما انزل الينا، وما انزل الى ابراهيم واسمعيل و اسحق و يعقوب والاسباط، وما اوتى موسى و عيسى وما اوتى النبيون من ربهم، لانفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون -

يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الكتاب الذى نزل على رسوله، و الكتاب الذى انزل من قبل، و من يكفر بالله وملائكته و كتبه و رسله واليوم الاخر، فقد ضل ضلالا بعيدا -

যেরূপ উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্যন্ত পৃথিবীর সকল প্রান্তের সকল জাতির সমুদয় নবীর প্রতি আস্থাশীল হইবার এবং তাঁহাদের নবুওতের ব্রতে কোনরূপ সন্দেহ বা তারতম্য না করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ আন্‌নিছার আয়তে কোন নবীকে অস্বীকার করার কার্য 'কুফ্‌র' বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অবশ্য কোররান ও বিশুদ্ধ ছুন্নাহতে যদি উক্ত নবীর নবুওত সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন প্রমাণ মওজুদ থাকে, তবেই! শুধু শুধু মৌখিক দাবীর সাহায্যে কোন ব্যক্তির নবুওত প্রমাণিত হয়না এবং তাহা মানিয়া লওয়াও আবশ্যক নয়, আর মিথ্যা নবুওতকে মান্য করাও কুফরের পর্যায়ভুক্ত।

নবীগণকে অমান্য করার তাৎপর্য,

নবীগণের অস্বীকৃতি ও অমান্য—সোজা কথায় তাঁহাদের প্রতি 'কুফর' কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। ছূরত-আন্‌নিছার ১৫০, ১৫১ ও ১৫২ আয়তত্রয়ে ইহার বিশেষ বিশ্লেষণ রহিয়াছে। আল্লাহ বলেন, বস্তুতঃ যে সকল ব্যক্তি আল্লাহ ও তদীয় রছূলদিগকে অস্বীকার করে আর যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছূলগণের প্রতি ঈমান স্থাপন ব্যাপারে পার্থক্য করিতে চায় এবং যাহারা বলে আমরা কতক নবীকে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে বিশ্বাস করিনা এবং যাহারা ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তী পথ ধরিয়া চলিতে চায়, ইহারা সকলেই নিশ্চিত

ان الذين يكفرون بالله و رسله و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، اولائك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله

† মুছ্‌লিম, ছহীহ, ফযায়েল (২) ২৬৫ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

কাফের! আর 'কাফের'দের জন্য আমরা অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি! আর যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুলগণের প্রতি আস্থাশীল হইয়াছে অথচ তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ তারতম্য করেনা, আল্লাহ তাহাদিগকে অনতিবিলম্বে তাহাদের পারিতোষিক প্রদান করিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াময়।

ولم يفرقوا بين احد منهم، اولائك سوف يؤتيهم اجورهم و كان الله غفورا رحيما -

বর্ণিত আয়তে নবীগণের চারি প্রকার অস্বীকারকারীর কথা বলা হইয়াছে।

প্রথম, নাস্তিক্যবাদীর দল যাহারা সৃষ্টির বহির্ভূত কোন ইচ্ছাময় ও শক্তিমান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করেনা, তাহারা মনে করে পৃথিবী এবং উহার অধিবাসীদের সৃষ্টির পিছনে কোন উদ্দেশ্য নাই। অকারণে শুধু নৈসর্গিক নিয়মে মানুষের ধরাপৃষ্ঠে উদ্ভব ঘটিয়াছে। পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায় সমস্তই প্রাসঙ্গিক, মানুষের আবিষ্কার! জগতের স্রষ্টা বলিয়া কেহই নাই, মানুষ নিজেরাই একজন বিশ্বপতি ও স্রষ্টার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছে, যাহা অলীক ও অবাস্তব! এই অবস্থায় জীবজগতের অধ্যাত্মিক ও দৈহিক প্রতিপালন ও পরিপুষ্টির অধিকারও স্রষ্টার পক্ষে যে তাহারা স্বীকার করিতে পারেনা তাহা সহজেই বুঝিতে পারাযায়। কোরআনী দৃষ্টিভংগী অনুসারে মানব সমাজের দৈহিক ও রূহানী হিদায়তের জন্যই সৃষ্টিকর্তা নবুওত ও রিছালতের নিয়ম দুনিয়ায় প্রবর্তন করিয়াছেন। নাস্তিকরা যখন স্রষ্টার অস্তিত্বই মানিতে রাযী নয়, তখন নবী ও রছুলগণের আগমন এবং ঐশী জীবন-ব্যবস্থাকেই বা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবে কেন? এই নাস্তিক্যবাদীরা প্রথম শ্রেণীর নিশ্চিত কাফের! অস্বীকৃতি ও হঠকারিতা ব্যতীত ইহাদের দাবীর পিছনে কোন যুক্তিসংগত প্রমাণই নাই।

সৃষ্টিকর্তার বিদ্যমানতা ও তাঁহার পরম ইচ্ছাময় ও মহাশক্তিসম্পন্ন হওয়া সম্পর্কে কোরআনে যেসকল প্রমাণের অবতারণা করা হইয়াছে, আমরা তফছীরের বিভিন্ন স্থানে সেগুলির উল্লেখ করিয়াছি। এস্থলের বক্তব্য যে, সৃষ্টির সাহায্যে স্রষ্টার বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করা কোরআনী প্রমাণপ্রয়োগের অন্যতম বলিষ্ঠ রীতি। কোরআনের ঘোষণা যে, তোমাদের সকলের উপাস্য একই উপাস্য! সেই কৃপানিধান দয়াময় ব্যতীত আর কোনই উপাস্যই নাই। বস্তুতঃ আকাশ সমূহের ও ধরিত্রীর সৃষ্টিতে এবং দিবসযামিনীর বিভিন্নতার এবং সমুদ্র বক্ষে জাহাজ সমূহের চলাচলে, যাহা মানুষকে লাভবান করিয়া তোলে এবং যে বৃষ্টিধারা আল্লাহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ করেন, যদ্দারা তিনি পৃথিবীকে মৃত্যুদশা প্রাপ্ত হইবার পর পুনর্জীবিত করিয়া থাকেন এবং উহার পৃষ্ঠে বিচরণকারী সকল প্রকার জীবকে সম্প্রসারিত করেন এবং বায়ুর সঞ্চালন কার্যে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত স্থির মেঘমালায় বুদ্ধিমান জাতির জন্য সৃষ্টিকর্তার বহু নিদর্শন রহিয়াছে—আলবাকারা, ১৬৪ আয়ত।

والهكم اله واحد، لا اله الا هو الرحمن الرحيم - ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل و النهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس، وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة و تصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون!

এই আয়তে সৃষ্টজগতের কতকগুলি বিষয় উল্লেখ করিয়া স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। ইহাকে ন্যায়শাস্ত্রে অবরোহ প্রণালীর (*Deductive method*) প্রমাণ বলা হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর প্রমাণ পদ্ধতির আশ্রয় লইয়া জ্ঞান ও কর্মজগতের অধিকাংশ ব্যাপার সম্পন্ন করা হয়, নাস্তিক্যবাদীদের দার্শনিকতাও এরূপ ধরণের প্রমাণে পরিপূর্ণ, কিন্তু সৃষ্টি ও স্রষ্টার বেলায় তাঁহাদের বৈজ্ঞানিকতার ভরাডুবি ঘটিয়াছে।

দ্বিতীয়, যাঁহারা একজন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব মানিয়া লইতে অবশ্যই রাযী আছেন, কিন্তু তাঁহাদের স্রষ্টা ইচ্ছাময় (*Wilful*) ও সর্বশক্তিমান (*Omnipotent*) নন, তিনি নির্গুণ, তাঁহার কোন সংজ্ঞা নাই, তাঁহার সৃষ্টি উদ্দেশ্যহীন ও নিরর্থক। হিদায়ত ও গোমরাহী সম্বন্ধে তিনি উদাসীন, তিনি নির্বাক, তাঁহার আবার

www.ahlehadeethbd.org

বাণী কি? তিনি নবী পাঠাইবেন কেন? বিপুলা ধরণীর সর্বত্রই তিনি বিরাজিত এবং সৃষ্টির প্রত্যেক রূপে তিনি রূপায়িত হইয়া রহিয়াছেন। ফল কথা, ইহারা স্রষ্টার অস্তিত্ব যেভাবেই হউক মান্য করিয়া থাকেন, কিন্তু নবী ও রছুলগণের আবির্ভাব ও ঐশী গ্রন্থের অবতরণকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। "যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুলগণের মধ্যে ঈমাণ স্থাপন ব্যাপারে পার্থক্য করিতে চায়"—কোরআনের এই উক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কে আল্লামা জমখ্‌শরী তাঁহার 'কাশ্‌শাফে' লিখিয়াছেন—অর্থাৎ যাহারা আল্লাহকে মানিয়া লইয়াছে কিন্তু রছুলগণকে অস্বীকার করিয়াছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই অবিশ্বাসীরাও নিশ্চিত কাফের! ব্রহ্মবাদী, তারকা-পূজক ও আর্যসমাজীদিগকে এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। রছুলগণের প্রেরণকে অস্বীকার করা বৃষ্টির অবতরণ ও বায়ুর সঞ্চালনকে অস্বীকার করারই নামান্তর। জগতের স্থিতি ও বিদ্যমানতার জন্য হাওয়া ও পানীর ন্যায় হিদায়তের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। ঊর্ধ ও নিম্ন-জগতের সৃষ্টির কি কোন উদ্দেশ্য নাই? এসবই কি অর্থহীন খেলাধুলা আর মায়ামরীচিকা? যাহাদের এরূপ ধারণা, তাহাদের কাফের ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? কোরআনের দৃপ্ত ঘোষণা এই যে, আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী বস্তুসমূহ নিরর্থক সৃষ্টি করিনাই, যাহারা অবিশ্বাসী, এধারণা তাহাদেরই!—ছওয়াদ, ২৭ আয়ত।

يريدون ان يفرقوا بين الله و رسله —

وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا !

তৃতীয় প্রকার অস্বীকৃতি,

উল্লিখিত আয়তে রছুলগণের অস্বীকারকারী আর একটি দলের কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী নয় এবং নবী ও রছুলগণের আবির্ভাব ও ঐশীবাণীর অবতরণ সম্বন্ধেও ইহাদের মধ্যে দ্বিমত নাই কিন্তু ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া ইহারা কতিপয় নবীর সত্যতাকে অস্বীকার করিয়াছে। পরবর্তী ইহুদী ও খৃস্টানদের দশা এইরূপ। কোরআনে ইহাদের উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে: তাহারা বলিয়া থাকে, আমরা কতক নবীকে মানিয়া লইয়াছি আর কতককে অস্বীকার করিতেছি। ইহুদীরা হযরত ঈছাকে জারজ সন্তানরূপে আখ্যাত করিয়াছে. তাঁহার নবুওতকে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে অভিশপ্ত দলের পর্যায়ভুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। হযরত আশ্‌ইয়া নবী, ইয়াহুয়া নবী ও যাকারিয়া নবী প্রভৃতির নবুওতকে ইহুদীরা শুধু অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হয়নাই, তাঁহাদিগকে হত্যাও করিয়াছে, হযরত ঈছার হত্যা ব্যাপারে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আরব উপদ্বীপ হইতে পৃথিবীর সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ মুছ্‌তফা (দঃ) উত্থিত হইবেন, ইহুদীদের এ বিষয়ে এত দৃঢ়প্রত্যয় ছিল যে, এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে দেশত্যাগী হইয়া তাহারা মদীনার উপকণ্ঠে সমবেত হইয়াছিল। 'বনী-কুরায়যা' ও 'বনী-নযীর' এই বাস্তুত্যাগীগণেরই অন্যতম। অথচ যখন সত্যসত্যই রছুলুল্লাহ (দঃ) 'ইছরাঈল গোত্রের' পরিবর্তে 'ইছমাঈল বংশে' আবির্ভূত হইলেন এবং ইহুদীদের অস্বীকৃত নবীগণের সত্যতা ও গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন করিলেন, তখন ইহুদীরা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ পরশ্রীকাতরতা ও বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্তী হইয়া রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতকে অস্বীকার করিয়া বসিল। শুধু অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত হইলনা. তাঁহার বিপক্ষ দলে যোগদান করিল, তাহাদের জাতীয় হীনমন্যতা ও জিঘাংসা বৃত্তির অনুসরণ করিয়া রছুলুল্লাহ (দঃ)কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রেও লিপ্ত হইল।

পরবর্তী খৃস্টানদের অবস্থাও ইহুদীগণ অপেক্ষা একটুকুও উন্নত নয়। কতক নবীকে মান্য আর কতককে অস্বীকার করার আচরণে তাহারাও ইহুদীদের জুড়িদার। ইহারাও রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতকে অস্বীকার করিয়াছে, তাঁহার সম্বন্ধে ইতরোচিত হীন ও জঘন্য কটুক্তি করিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে কাল্পনিক অভিযোগ খাড়া করিয়া উহা ফেনাইয়া ফেনাইয়া তাঁহার চরিত্র মহিমাকে কলংকিত করার জন্য আজপর্যন্ত

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কতইনা সাধ্য সাধনা করিয়া আসিতেছে! কিন্তু কেন? রছুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে খৃস্টান চার্চের কৈফিরত কি? সত্যই কি তাহারা রছুলুল্লাহ (দঃ)কে নবী বলিয়া চিনিতে পারেনাই? হযরত ঈছার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিদায় ভাষণের পর খৃস্টান চার্চের হঠকারিতার কি কোন সংগত কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে? খৃষ্টানদের রছুলুল্লাহ (দঃ) কে অমান্য করার এবং তাঁহার বিরুদ্ধে হৃদয়বিদারক অপপ্রচারণা চালাইয়া যাওয়ার একমাত্র কারণ ইহাই নয় কি যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) ঈছা নবীর বিরুদ্ধে ইহুদীদের পরিকল্পিত জারজত্বের অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছিলেন, তাঁহার নবুওতকে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, মা মেরীর ব্যভিচারকে অস্বীকার করিয়া তাঁহাকে 'ছিদ্দীকা'—সত্যবাদিনীরূপে সুপ্রতিষ্ঠ করিয়াছিলেন? পতিতপাবন মোহাম্মাদ (দঃ) ব্যতীত যীশুখৃষ্টের উদ্ধার সাধন কল্পে উদারতার জয়ঢাক যাহারা পিটিয়া থাকে তাহাদের একজনও কি সেদিন আগাইয়া আসিয়াছিল? আসল কথা, ধর্ম, নবুওত ও সত্যপরায়ণতাকে যাহারা সর্বদা গোত্র ও জাতীয়তার সংকীর্ণ তুলাদণ্ড লইয়া বর্জন ও গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত, বিশ্বমানবতার ধ্বনি তাহাদের যতই চড়া হউক না কেন, পৃথিবীর সত্যবাদী ও সত্যাশ্রয়ীদিগকে অকপটচিত্তে তাহারা আপন বলিয়া বরণ করিয়া লইবে কেমন করিয়া? তাহাদের ঝুলিতে সত্যের যে কণাটুকু দৈবাৎ পতিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অপরের গৃহেও যে সত্যের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত থাকিতে পারে, ইহা তাহাদের ধারণার অতীত! সত্যতার ভাণকারী এই শ্রেণীর সত্যদ্রোহীদিগকেও কোরআনে 'কাফের'—অবিশ্বাসীদেরই পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

নবী বিশেষের অস্বীকৃতিকে 'কুফরে'র পর্যায়ভুক্ত করার বিশেষ কারণ এইযে, আল্লাহর সংবাদবাহক রূপে পৃথিবীর সমুদয় নবী অভিন্ন। আল্লাহর সাথে এক নবীর যে সম্পর্ক, অপরাপর নবীগণের সম্পর্কও তদ্রূপ এক পিতার বিভিন্ন পুত্রের মধ্যে অবস্থা ও মর্যাদাগত বৈষম্য পরিদৃষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু পুত্রত্বের যে সম্পর্ক, তাহার মধ্যে তারতম্য কল্পিত হইতে পারেনা। এক নবীর অস্বীকৃতি প্রকৃতপ্রস্তাবে সমুদয় নবীর অস্বীকৃতিরই নামান্তর বলিয়া ছুরত আল্‌বাকারার ১৩৬-আয়তে এবং ছুরত আলে-ইমরানের ৮৪ আয়তে—لانفرق بين احد منهم "আমরা মুছলিম সমাজ নবীগণের একজনের মধ্যেও তারতম্য করিনা," বাক্যের সংগে সংগে উক্ত হইয়াছে: ونحن له مسلمون অর্থাৎ "আমরা আল্লাহর জন্যই আত্মসমর্পণকারী—মুছলিম হইয়াছি"। যাহারা আল্লাহর জন্য উৎসৃষ্টপ্রাণ, আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষগণের মধ্যে তারতম্য করার তাহাদের অধিকার কোথায়? যাহারা আল্লাহর অনুগত হইয়াছে, আল্লাহর সংবাদবাহী প্রত্যেক নবীকেই অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। পক্ষান্তরে ধর্মকে যাহারা সামাজিক ও গোত্রিয় স্বার্থপরতার বাহন রূপে ব্যবহার করিতে চায়, যাহাদের মানসলোক সৃষ্টিকর্তার একত্বের সংগে সংগে মানবত্বের একত্ব সম্বন্ধেও সন্দেহ বিমুক্ত নয়, তাহাদের পক্ষে সমুদয় নবী ও রছুলকে কোনরূপ তারতম্য না করিয়া তুল্যভাবে বরণ করিয়া লওয়া সম্ভবপর হয়না।

চতুর্থ প্রকার অস্বীকৃতি.

এরূপ একটি দলেরও অভাব নাই, যাহাদের মনোভাব নবী ও রছুলগণ সম্পর্কে স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মাঝামাঝি খাতে প্রবাহিত হইয়া থাকে। কোরআনে ইহাদের সম্বন্ধে কথিত يريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا ! হইয়াছে, ইহারা স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির মধ্যবর্তী পথ ধরিয়া চলিতে চায়। কোরআনে এই চতুর্থ শ্রেণীর অস্বীকারকারীদিগকেও 'নিশ্চিত কাফের' বলা হইয়াছে। এই দলটী বহুরূপী, আমরা নিম্নে ইহাদের আংশিক পরিচয় প্রদান করিতে সচেষ্ট হইব:

ইয়াকুবী ও নেস্‌তুরী খৃষ্টানরা রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতকে অস্বীকার করেনাই, কিন্তু তাহারা তাঁহার নবুওতকে আরবের নিরক্ষরদের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করিত। ফলকথা, রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের বিশ্বজনীন রূপ, যাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত রহিয়াছে, ইহারা তাহা মানিতে রাযী হয়না অথচ তাঁহাকে একদম অমান্য করিতেও ইহারা প্রস্তুত নয়।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ ওরিয়াণ্টালিস্ট বিদ্বান এবং তাহাদের শিষ্য শাগের্দের দল রছুলুল্লাহর (দঃ) চরিত্রমহিমা এবং সংস্কার প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন এমনকি তাঁহার নবুওত কেও প্রকারান্তরে স্বীকৃতি দিয়া থাকেন, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বরণ করিয়া লইতে এবং তাঁহার প্রচারিত মতবাদকে জীবনদিশারী রূপে গ্রহণ করিতে ইহারা কিছুতেই প্রস্তুত নহেন। রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রকাশ্য প্রশংসার ভিতর দিয়া 'পাশ্চাত্য ইছলামে'র এমন এক অপূর্ব জগাখিচুড়ি তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে—বিরামহীন ভাবে পরিবেশন করিয়া চলিয়াছেন, যাহার বিষময় প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই মুছলিম জগতে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

নবী বা রছুলগণের চরিত্র-মাহাত্ম, বীরত্ব ও প্রখর কূটবুদ্ধির স্তুতি ও প্রশংসার নাম তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন নয়। মানুষের চরমমোক্ষ, আধ্যাত্মিক মুক্তি ও রূহানী নজাতের পথ নির্দেশিত করাই নবীগণের আবির্ভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য, যে সকল সমাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যবিধ সংস্কার তাঁহাদের সাহায্যে দুনিয়ায় সাধিত হইয়া থাকে, সে-গুলি সমস্তই গৌণ ও ঔপলক্ষিক! যিনি নবী নন, এমন কি যাঁহাকে মুছলিমের সাধারণ পংক্তিতেও স্থানদান করা সম্ভবপর নয়, এরূপ ব্যক্তির কূটনৈতিক জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও সাংগঠনিক প্রতিভার শতমুখে প্রশংসা করা যাইতে পারে। বানার্ডশ, ওয়েলস, গিব প্রমুখ বিদ্বানগণের মুখে রছুলুল্লাহ (দঃ) সম্পর্কে এরূপ ধরণের প্রশংসা শ্রাবণ করিয়া 'নাদান মুছলমান' আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা একথা ভুলিয়া যান যে, 'নবুওতে মোহাম্মদী'র প্রতি আস্থা ও অনাস্থা ব্যাপারে এই সকল বিদ্বান আর বিদ্বেষপরায়ণ ইহুদীর মধ্যে কোনই তফাৎ নাই।

রছুলুল্লাহর (দঃ) প্রতি ঈমান স্থাপন সম্বন্ধে কোরআনে উক্ত হইয়াছে, যেসকল ব্যক্তি রছুলুল্লাহর প্রতি ঈমান আনিয়াছে, فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه، واتبعوا النور الذى انزل معه، اولائك هم المفلحون - তাঁহার সম্মান ও সম্বর্ধনায় অগ্রসর হইয়াছে, তাঁহার সাহায্যকল্পে আগাইয়া আসিয়াছে এবং যে জ্যোতি তাঁহার সহিত অবতীর্ণ করা হইয়াছে, যাহারা তাহার অনুগমন করিয়াছে, বস্তুতঃ তাহারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল—আল্‌আ'রাফ, ১৫৭ আয়ত।

উল্লিখিত আয়তে মুক্তি ও নজাতের প্রতিশ্রুতি চারিটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে:

(ক) রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের দাবীকে সত্য বলিয়া মান্য করিয়া লওয়া।

(খ) রছুলুল্লাহর (দঃ) 'আদব' ও সম্বর্ধনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা এবং তাঁহাকে শক্তিমান করিয়া তোলার জন্য সর্বতোভাবে সচেষ্ট হওয়া।

(গ) রছুলুল্লাহ (দঃ) যে উদ্দেশ্য লইয়া আর্বিভূত হইয়াছিলেন, সেই উদ্দেশ্যকে সফল ও সার্থক করিয়া তোলার জন্য স্বীয় ধণপ্রাণ, বিদ্যাবুদ্ধি ও সমুদয় শক্তি নিয়োজিত করা।

(ঘ) পাক-কোরআনকে জীবনদিশারী রূপে—গ্রহণ করা।

সুতরাং মুক্তি ও নজাতের পক্ষে রছুলুল্লাহর (দঃ) উচ্ছসিত প্রশংসা যথেষ্ট নয়। তাঁহাকে রছুল রূপে স্বীকার না করা পর্যন্ত কোন আর্য, অনার্য, বৈদিক ও গ্রন্থধারী, মহাত্মা, মহাপণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গুরুদেব ও মহাকবি মুক্তির অধিকারী হইবেননা। অধ্যাত্ম মুক্তির পক্ষে ঈমানের সংগে সংগে রছুলুল্লাহর (দঃ) অনুগত্য ও অনুসরণও একান্তভাবে অপরিহার্য ও অবশ্যকর্তব্য।

রছুলুল্লাহকে (দঃ) কর্মজীবনের আদর্শ রূপে বরণ না করিয়া এবং তাঁহার আনুগত্য ও অনুসরণের অপরিহার্যতা স্বীকার না করিয়া মুক্তি ও নজাতের দাবী গাল ভরা প্রগলভতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ছুরত আলহুজুরাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত হইয়াছে—দেখুন হে রছুল, এই বেদুইনরা বলিতেছে, আমরা ঈমান আনিয়াছি, আপনি— قالت الاعراب آمنا' قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا' ولما يدخل الايمان فى قلوبكم، و ان تطيعوا الله و رسوله لايلتكم من اعمالكم شيئا، ان الله

www.ahlehadeethbd.org

Contents

উহাদের বলুন, তোমরা ঈমান স্থাপন কর নাই, তোমরা শুধু আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়াছ! ঈমান এখনও তোমাদের হৃদয় কন্দরে অনুপ্রবিষ্ট হয় নাই! অবশ্য যদি তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রছুলের আদেশ অনুসরণ করিয়া চল, তাহাহইলে তোমাদের কোন কর্মফলকেই আল্লাহ হ্রাস করিবেননা, নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়। বস্তুতঃ শুধু তাহারাই বিশ্বাসী সমাজের অন্তর্ভুক্ত, যাহারা আল্লাহ ও তদীয় রছুলের প্রতি ঈমান স্থাপন করিয়াছে এবং অতঃপর এই বিশ্বাস সম্পর্কে আর কোন দিন তাহারা সন্দেহ-বিদগ্ধ হয়নাই এবং যাহারা তাহাদের ধনপ্রাণ লইয়া আল্লাহর পথে সংগ্রামশীল হইয়াছে, তাহারাই যথার্থ সত্যবাদী —১৪ ও ১৫ আয়ত।

قل لم تؤمنوا و لكن قولوا اسلمنا و لما يدخل الايمان فى قلوبكم و ان تطيعوا الله و رسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم ـ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله، اولائك هم الصادقون !

ফল কথা, সকল নবী ও রছুলকে যেরূপ মোটের উপর মান্য করা ওয়াজিব, তদ্রূপ রছুলুল্লাহ (দঃ) কে বিশেষ ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার অনুরাগ ও শ্রদ্ধালোকে হৃদয়কে প্রদীপ্ত করিয়া তাঁহার আনুগত্যে ব্রতী হওয়াও প্রত্যেক মানুষের জন্য ফরয। "নজাত ও মুক্তির জন্য শুধু 'খোদা পরস্তী' যথেষ্ট, রছুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতে আস্থা এবং তাঁহার আনুগত্য ও অনুসরণ প্রয়োজনীয় নয়'—একথা প্রকৃত প্রস্তাবে 'খোদা—পরস্তী'র পরিবর্তে 'খুদ পছন্দী' ও 'খুদ-পরস্তী'রই নামান্তর, ইছলামের সহিত এ-কথার দূরবর্তী সম্পর্কও নাই!

একটি বিভ্রান্তির অপনোদন,

কোরআনের একাধিক স্থলে নবীগণের মধ্যে তারতম্য (تفريق بين الرسل) করার নিষিদ্ধতা দর্শন করিয়া এক শ্রেণীর লোক নবীগণের মর্যাদার (ফযীলত) বিভিন্নতাকেও অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। তাহারা মনে করে, কোন কোন নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার গুরুত্ব মানিয়া লইলে নবীগণের মধ্যে তারতম্য করা হয়। অথচ যে তারতম্য কোরআনে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য নবুওতের সত্যতার তারতম্য মাত্র। ইহুদীরা খৃষ্টানরা যেরূপ যদৃচ্ছভাবে কোন কোন নবীর সত্যতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে আবার কোন কোন নবীকে অমান্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছে, নবীগণ সম্বন্ধে এরূপ তারতম্য কোরআনে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কোন কোন নবীর ফযীলত বা শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস উল্লিখিত তারতম্যের অন্তরভুক্ত নয়। স্বয়ং কোরআনেই রছুলগণের পারস্পরিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকৃত হইয়াছে। ছুরত-অল্বাকারার তৃতীয় অধ্যায়ে আল্লাহ সুস্পষ্টভাবে আদেশ করিয়াছেন, যেসকল রছুলের কথা, ইতিপূর্বে আলোচিত হইল, তন্মধ্যে আমরা কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি। তাহাদের কাহারও সংগে আল্লাহ বাক্যালাপ করিয়াছেন, কাহারও মর্যাদাকে সমুন্নত করিয়াছেন এবং আমরা মেরীর পুত্র ঈছাকে সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রদান করিয়াছি—২৫৩ আয়ত।

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله و رفع بعضهم درجات و آتينا عيسى ابن مريم البينت !

উল্লিখিত আয়তে হযরত মুছা ও হযরত ঈছার আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। মুছা সরাসরিভাবে আল্লাহর সহিত বাক্যালাপের অধিকারী হইয়াছিলেন আর ঈছা নবী কর্তৃক অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রত্যেকের শ্রেষ্ঠত্বের এক একটি কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু আর একজন রছুল সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে, و رفع بعضهم درجات ـ এবং কাহারও আসনকে আল্লাহ সমুন্নত করিয়াছেন। এস্থলে আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলা হয়নাই, সকল দিক দিয়াই উক্ত রছুলের আসন সমুন্নত করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ছুরত বনীইছরাঈলে বলা হইয়াছে, এবং নিশ্চয় আমরা কতক নবীকে কতক নবীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানকরিয়াছি—৫৫ আয়ত। সুতরাং সন্দেহাতীত ভাবে কতক নবী ও রছুলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব নবীগণের মধ্যে তারতম্য করার নিষিদ্ধতার পরিপন্থী নয়। কারণ প্রথমতঃ কোরআনে পরস্পর বিরোধী কোন নির্দেশের অস্তিত্বই নাই। এ সম্পর্কে কোরআনের ঘোষণা সুস্পষ্ট, তাহার দাবী, কেন লোকেরা অভিনিবেশ সহকারে কোরআন বুঝিতে উদ্যত হয়না? যদি ইহা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারও বিরচিত গ্রন্থ হইত, তাহাহইলে তাহারা উহাকে বৈষম্যবহুল দেখিতে পাইত,—আন্‌নিছা, ৮২ আয়ত। (ক্রমশঃ)

افلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ـ

www.ahlehadeethbd.org

হাদীছ ও ফিক্‌হের বৈপরীত্য

তুলনামূলক তদন্ত

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৩)

লক্ষ্ণৌ নিবাসী আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ আবদুল-হাই তাঁর 'তালীকাতে-সিনিইয়া' পুস্তকে ইমাম আবুজা'ফর তাহাবী (২৩৯—৩২১) সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাবী মৌলিক ও ব্যবহারিক বহু সিদ্ধান্তে আপন মযহবের ইমাম আবু হানীফার বিরোধ করিয়াছেন। যাহারা তাহাবীর 'শরহে মআনিল-আছার' প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবে, সে দেখিতে পাইবে, ইমাম আবুহানীফা যেসকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, শুধু প্রমাণের বলিষ্ঠতার জন্য তাহাবী বহু বিষয়ে সেগুলির খেলাফ সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছেন।

قد خالف صاحب المذهب فى كثير من الاصول والفروع، و من طالع شرح معانى الآثار و غيره يجده يختار خلاف ما اختاره صاحب المذهب كثيرا، اذا كان ما يدل عليه قويا -

আল্লামা লক্ষ্ণৌভী যাহা লিখিয়াছেন, ইমাম তাহাবীর নিজস্ব উক্তি হইতে আমি তার একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিব: তাহাবী বলেন, একদল বিদ্বান ঘোড়ার যাকাৎ ওয়াজিব বলিয়াছেন, পুং অশ্ব হউক অথবা স্ত্রী, যদি অশ্বের মালিক উহার সাহায্যে ঘোড়ার বংশ লাভ করিতে চায়। ইমাম আবু-হানীফা ও যুফর এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু কাযী আবু-ইউছুফ ও মোহাম্মদ বিনুল হাছান তাঁহাদের প্রতিবাদে বলেন, এরূপ ঘোড়ার যকাৎ নাই। অতঃপর তাহাবী—ঘোড়ার যকাতের—

ذهب قوم الى وجوب الصدقة فى الخيل، اذا كانت ذكورا و اناثا وكان صاحبها يلتمس نسلها، وممن ذهب الى هذا القول ابوحنيفة و زفر و خالفهم فى ذلك آخرون : منهم ابو يوسف ومحمد بن الحسن فقالوا : لاصدقة فى الخيل السائمة البتة - ثم ساق ادلة المانعين وقال : فثبت بذلك ان لازكوة فى الخيل كما لازكوة فى الحمير و البغال - و هذا قول ابى يوسف و محمد و هو احب القولين الينا، وقد روى ذلك عن سعيد بن المسيب -

বিরোধী দলের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, অতএব সাব্যস্ত হইল যে, গাধা ও খচ্চরের যেরূপ যকাত নাই, ঘোড়ারও যকাত নাই। ইহাই আবুইউছুফ ও মোহাম্মদ বিনুল হাছানের অভিমত, এই উক্তি আমার কাছে অধিকতর শ্রেয়। ছনদ বিনুল মুছাইয়েবের প্রমুখাৎ ইহাই বর্ণিত আছে।§

ফলকথা, ফিকহ গ্রন্থের শত শত মছআলার ইমামেআ'যমের পরিবর্তে কাযী আবুইউছুফের—ফত্ওয়া গৃহীত হইয়াছে এবং বহু মছ্আলায় ইমাম মোহাম্মদের সিদ্ধান্তকেই অগ্রগণ্য করা হইয়াছে। আল্লামা শামী তাঁর গ্রন্থে লিখিয়াছেন, 'আরহাম' সম্পর্কিত মছআলা সমূহে ইমাম মোহাম্মদের উক্তি অনুসারে ফত্ওয়া দেওয়া হইবে আর কাযা অর্থাৎ বিচার সম্পর্কিত ব্যাপার সমূহে কাযী আবু ইউছুফের সিদ্ধান্ত অনুসরণীয় হইবে।‡ আল্লামা ইবনে-নুজায়ম লিখিয়াছেন, মছজিদের আসবাব পত্র সম্পর্কে ইমাম মোহাম্মদের আর মছজিদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কাযী আবু ইউছুফের ফতওয়া গ্রহণীয় হইবে।†

এ অবস্থা প্রাথমিক যুগের, কিন্তু পরবর্তী কালের মতবিরোধ লক্ষ্য করিলে ফিক্‌হ গ্রন্থগুলকে বৈষম্য ও বৈপরীত্যের বিরাট স্তূপ বলিয়াই অনুমিত হইবে। এরূপ মছ্আলা একান্তই বিরল, যাহাতে পরবর্তী বিদ্বানগণ দ্বিমত হননাই! উপপাদনের উপর—প্রতিপাদন ও এক কল্পনার ভিত্তিতে আর এক অনুমান স্থাপনার এরূপ সীমাহীন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে

§ শরহে মআনিল আছার, যকাত, ৩১০ ও ৩১২ পৃঃ।
‡ রদ্দুল মুহ্তার (১) ৫০ পৃঃ।
† বহ্রুর রায়েক, (১) ২৭২ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

الحقيقة - ولايحصل معنى قولهم على تخريج الكرخى كذا و على تخريج الطحاوى كذا - ولايميز بين قولهم قال ابوحنيفة كذا و بين قولهم جواب المسئلة على مذهب ابى حنيفة اوعلى اصل ابى حنيفة كذا - ولايصغى الى ما قاله المحققون من الحنفيين كابن الهمام و ابن النجيم فى المسئلة العشر فى العشر و مثله مسئلة اشتراط البعد من الماء ميلا فى التيمم وامثالهما ان ذلك من تخريجات الاصحاب و ليس مذهبا فى الحقيقة وبعضهم يزعم ان بناء المذهب على هذه المحاورات الجدلية المذكورة فى مبسوط السرخسى و الهداية والتبيين ونحو ذلك - ولا يعلم ان اول من اظهر ذلك فيهم المعتزلة وليس عليه بناء مذهبهم - ثم استطاب ذلك المتاخرون توسعا و تشحيذا لاذهان الطالبين اولغير ذلك - و منها انى وجدت بعضهم يزعم ان بناء الخلاف بين ابى حنيفة والشافعى على هذه الاصول المذكورة فى كتاب البزدوى و نحوه - وانما الحق ان اكثرها اصول مخرجة على قولهم و عندى ان المسئلة القائلة

পুস্তকে যত কথা লিখিত রহিয়াছে, সমস্তই — ইমাম আবুহানীফার ও তদীয় প্রধান দুই ছাত্রের উক্তি। তাহারা ইমামের নিজস্ব উক্তি এবং তদীয় উক্তি— হইতে প্রতিপাদিত— সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য করেনা। তাহারা ফকীহ গণের এ-কথার তাৎপর্যও উপলব্ধি করেনা যে, কথার প্রতিপাদন সূত্রে মছ্আলা এইরূপ আর তাহাবীর প্রতিপাদন সূত্রে এইরূপ! তাহারা ফকীহগণের— একথার পার্থক্যও— হৃদয়ংগম করিতে সমর্থ হয়না যে, ইমাম আবুহানীফা ইহা স্বয়ং বলিয়াছেন আর ইহা আবুহানীফার মযহব অথবা সূত্র অনুসারে প্রতিপাদিত মছ্আলা। ইবনুল হুমাম ও ইবনে-নুজায়ম প্রভৃতি 'মুহাক্কিক্' বিদ্বানগণ 'দহ্-দর-দহ্" মছ্আলা † ও তায়াম্মুমের জন্য পানীর এক মাইল দূরত্বের শর্তের মছ্আলা — প্রভৃতি সম্বন্ধে যাহা

† পানীর পবিত্রতার জন্য কতিপয় বিদ্বান হাওযের ১০ হাত দীর্ঘ ও ১০ হাত প্রস্থ হওয়ার শর্ত করিয়াছেন। এই মছ্আলাটি 'দহ্-দরদহ' নামে প্রসিদ্ধ।

যে, ইমামের আসল সিদ্ধান্তের সন্ধানলাভ— করাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ফিক্হগ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের উল্লিখিত অভিযোগ বিশ্বস্ত বিদ্বানগণ স্বীকার করিয়াছেন। আল্লামা শা'রানী (৮৯৮-৯৭৩) বলেন, আমরা যাহা উল্লেখ করিলাম, এরূপ ভ্রান্তিতে অনেকেই নিপতিত হইয়া থাকে, ইহারা ইমামের ছাত্রবৃন্দের— প্রমুখাৎ কোন মছ্আলা শ্রবণ করা মাত্র উহাকে স্বয়ং ইমামের সিদ্ধান্ত বলিয়া ধারণা করিয়া বসে অথচ ইহা অত্যন্ত ষবরদস্তির কথা! বস্তুতঃ ইমাম স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন এবং আমরণ যাহা প্রত্যাহার করেননাই তাহাই হইল ইমামের আসল মযহব, তাঁহার ছাত্রমণ্ডলী ইমামের উক্তির যে অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহা ইমামের মযহব নয়। শিষ্যমণ্ডলী যাহা বুঝিয়াছেন, ইমামের কাছে তাহা উপস্থাপিত করিলে তিনি কখনই তাহাতে সম্মতি দিতেননা। অতএব যে ব্যক্তি ইমামের উক্তির তদীয় ছাত্রমণ্ডলী কর্তৃক ব্যাখ্যা কে ইমামেরই উক্তি বলিয়া গণ্য করে, যে মযহবের প্রকৃত তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। * হুজ্জাতুল ইছ্লাম শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছের (১১১৪—১১৭৬) নিম্নলিখিত উক্তি বিদ্বানগণের বিশেষভাবে অনুধাবন যোগ্য। তিনি বলেন, আমি এরূপ ধরণের লোকদের দর্শন করিয়াছি যাহারা মনে করে, ফিক্হ শাস্ত্রের বড় বড় টিকা গ্রন্থে আর বৃহদায়তন ফতাওয়ার—

انى وجدت بعضهم يزعم ان جميع ما يوجد فى هذه الشروح الطويلة وكتب الفتاوى الضخيمة، هو قول ابى حنيفة و صاحبيه، ولا يفرق بين القول المخرج و بين ماهو قول فى

* মীযানুল কুবরা (১) ৭০ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

بان الخاص مبين ولا يلحقه البيان، و ان الزيادة نسخ و ان العام قطعى كالخاص و ان لا ترجيح بكثرة الرواة و انه لايجب العمل بحديث غير الفقيه اذا انسد باب الراى و ان لاعبرة بمفهوم الشرط والوصف اصلا و ان موجب الامر هو الوجوب البتة و امثال ذلك اصول مخرجة على كلام الائمة وانها لا تصح بها رواية عن ابى حنيفة و صاحبيه، وانه ليست المحافظة عليها، والتكلف فى جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين فى استنباطاتهم، كما يفعله البزدوى و غيره احق من المحافظة على خلافها -

বলিয়াছেন, এই শ্রেণীর তথাকথিত বিদ্বানগণ সেসব কথার দিকে দৃকপাতও করেনা। প্রকৃতপ্রস্তাবে উল্লিখিত মছআলাগুলি হানাফী মযহবের বিদ্বানগণের পরিকল্পিত, এগুলি — আসল হানাফী মযহব নয়। কেহ কেহ ধারণা করে যে, ছরখ্‌ছীর 'মবছূত' আর 'হিদায়া' ও 'তবয়ীন' প্রভৃতি ফিকহ গ্রন্থে যেসকল বিতর্কের অবতারণা— করা হইয়াছে, ঐগুলিই হানাফী মযহবের— মৌলিক ভিত্তি, অথচ তাহারা ইহা অবগত নয় যে, প্রথম প্রথম মু'তাজেলী বিদ্বানরাই— এইসকল বিতর্কের সূচনা করিয়াছিলেন তখন এগুলি মযহবের ভিত্তিরূপে গণ্য হইতনা। উত্তর কালে বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জিত ও তীক্ষ্ণতর করার উদ্দেশ্যে অথবা অন্যবিধ কারণে উল্লিখিত বিতর্কগুলি পরবর্তী বিদ্বানগণের নিকট সমাদৃত হইয়া উঠে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মছআলাসমূহের অন্যতম এই যে, কতক বিদ্বানের অভিমত অনুসারে বযদভী তাঁহার গ্রন্থে যে সকল সূত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন, সেইগুলিই হইতেছে ইমাম অবুহানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর মধ্যে বিরোধিতার কারণ। কিন্তু সত্যকথা এই যে, এইসকল সূত্র ইমামগণের স্থিরীকৃত নয়, তাঁহাদের উক্তি হইতে— কথিত সূত্রগুলি আবিষ্কার করা হইয়াছে মাত্র। 'খাছ' ব্যাখ্যা নিরপেক্ষ হইয়া থাকে, উহা স্বয়ং আত্মপ্রকাশক, কোরআনে কথিত আদেশের অতিরিক্ত নির্দেশ উহার নছখের কারণ, নির্দিষ্ট আদেশ ব্যাপক আদেশের মতই অকাট্য হইয়া থাকে, রেওয়ায়তকারীগণের সংখ্যার প্রাচুর্য কোন হাদীছকে অগ্রগণ্য করার কারণ হইতে পারেনা, যে রেওয়ায়তকারী ফকীহ নন, তাঁর বর্ণিত হাদীছ অনুসরণ করা ওয়াজিব নয়, যদি উক্ত হাদীছের সাহায্যে 'রায়ে'র দ্বার অবরুদ্ধ হয়, শর্ত ও প্রকরণের (ওয়াছ্‌ফ) তাৎপর্য লক্ষণীয় বিষয় নয় আর 'আম্‌রের' (আদেশ) সাহায্যে 'ওজুব' প্রতিপন্ন হয় প্রভৃতি সূত্রগুলি ইমামগণের উক্তি হইতে পরবর্তী বিদ্বানগণ আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। এগুলিকে ইমামে-আযম এবং তদীয় শিষ্যদ্বয়ের নামে রেওয়ায়ত করা এবং ওগুলির সংরক্ষণ কল্পে সচেষ্ট হওয়া বৈধ হইতে পারেনা। পূর্ববর্তীগণের প্রতিপাদিত মছআলা সমূহের বিরুদ্ধে যেসকল প্রশ্ন উত্থিত হয়, সেগুলির জওয়াবে বযদভী প্রভৃতির ন্যায় বাড়াবাড়ি করা সংগত নয়, বরং সেগুলির বিরোধ কল্পে সচেষ্ট হওয়াই অধিকতর সংগত। †

আল্লামা শায়খ মোহাম্মদ হায়াত সিন্ধী (মৃত-১১৬৩ হিঃ) শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর সমসাময়িক প্রথিতযশা বিদ্বান ছিলেন। তিনি 'ঈকাফ' নামক একখানি মূল্যবান পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার পাণ্ডুলিপি আমার পাঠাগারে মওজুদ আছে। আলোচ্য বিষয়ে তিনিও অপরাপর বিশ্বস্ত হানাফী বিদ্বানের মতই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, যে কেহ ইমামের উক্তি হইতে মছ্‌আলা প্রতিপাদন করিয়াছে, তাহাকে ইমামের 'মযহব' বলিয়া গণ্যকরা যাইতে পারেনা। এই সকল প্রতিপাদিত সিদ্ধান্ত কখনও ইমামের মযহবের অনুকূল আর কখনও প্রতিকূল হইয়া থাকে। প্রত্যেক ইমাম স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত যাহা

و مذهب كل امام ما قاله ولم يرجع عنه، ولا يمكن عن مجتهد قولان متبائنان من غير رجوع عن احدهما، اللهم الا ان يكون متردد! فى ذلك - ويحتمل ان يقول المجتهد قولا، ثم يرجع الى غيره ثم يرجع عن الاخر الى الاول و لم ار لهذا مثالا فى اقوال المجتهدين - ولم يكن لاحد من تلامذة الامام

† হুজ্জ জাতুল্লাহেল বালেগা, ১৬৬ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কারণ এইযে, তাঁহাদের একজন ইমামের প্রকৃত মযহবের খবর রাখিতেন, কিন্তু অপর জনের তাহা অজ্ঞাত ছিল। আর একটি কারণ, কোন ছাত্র হয়তো ইমাম যে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়াছেন, তাহা অবগত ছিলেন কিন্তু প্রত্যাহারের পর ইমাম যে নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সংবাদ তিনি রাখিতেননা,তিনি ইমামের প্রত্যাহৃত উক্তি অনুসারেই ফতওয়া দিয়া থাকেন। আরও একটি কারণ যে, কেহ কোন মছআলা সম্বন্ধে ইমামের আসল উক্তি (নছ) হয়তো অবগত ছিলেননা, তিনি ইমামের অন্য মছআলার উপর অনুমান (কিয়াছ) করিয়া সেই মছআলার জওয়াব দিয়াছেন, ইমামের অপর ছাত্রও ঐ ভাবে কিয়াছের আশ্রয় লইয়া উক্ত প্রশ্নের সমাধান করিতে চাহিয়াছেন, ফলে উভয় ছাত্রের সিদ্ধান্তে বিরোধ পরিদৃষ্ট হইয়াছে। কখন এক ছাত্রের জওয়াব সঠিক হয় কখনও অপর ছাত্রের জওয়াব। ইমামের উক্তির তাৎপর্য, ব্যাখ্যা ও প্রামাণিকতা লইয়াও ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে, এই শ্রেণীর বিরোধ দৃষ্টান্তবহুল। অতএব ইমামগণের উক্তি হইতে যে সকল মছআলা আবিষ্কৃত বা প্রতিপাদিত ও পরিকল্পিত হইয়াছে, সেগুলিকে ইমামের নিশ্চিত উক্তি বা মযহব রূপে অবধারিত করা কোনক্রমেই সংগত নয়। বরং ইহা সম্পূর্ণ সম্ভবপর যে,ফিক্‌হগ্রন্থের উল্লিখিত প্রতিপাদিত মছআলাসমূহ ইমামগণের সম্মুখে উপস্থিত করিলে সেগুলির কতক অংশ তাঁহারা গ্রহণ করিতেন আর কতকাংশ তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিতেন। অনুরূপ ভাবে মুজতাহিদগণ রছূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি ও আচরণ হইতে যে সকল সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেগুলিকে স্বয়ং রছূলুল্লাহর (দঃ) উক্তি ও আচরণরূপে অভিহিত করা বৈধ হইবেনা,যদিও সেগুলির কতকাংশের রছূলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ বা শরীআত হওয়া বিচিত্র নয়। * (ক্রমশঃ)

و اصحابه ان يعرف جميع مذهبه، وهذا ظاهر ! وغالب اختلاف اصحاب ارباب المذاهب سببه ان بعضهم يعرف من المذهب ما لايعرف غيره، ومنهم من يعرف القول المرجوع عنه ولايعرف المرجوع اليه، ويفتى بالاول و منهم من لايعرف عن الامام نصا فيقيس عن مسائل الامام ويخالفه غيره فى ذلك القياس، فتارة يصيب هذا و تارة هذا ! وكثيرا مايختلفون فى فهم معانى قول الامام و دلالتها، وهذا باب واسع جدا - وليس كل ما يشنبط رجل من اقوال الامام يكون مذهبه' بل تارة يوافق مذهبه وتارة يخالفه، ولاينبغى ان تنسب الاقوال المستنبطة من اقوال الائمة الائمة بانها اقوالهم اومذاهبهم قطعا، لانه يحتمل انها لو عرضت عليهم قبلوا اشياء منها وردوا اشياء آخر، وهذا كما لاينسب مايستنبط المجتهدون من اقوال النبى صلى الله عليه وسلم اليه على انها اقواله ويحتمل كونها شريعة -

তিনি প্রত্যাহার করেননাই শুধু তাহাকেই ইমামের মযহব বলা যাইতে পারে। একটি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করিয়া কোন মুজতাহিদের পক্ষে পরস্পর বিভিন্ন দুই প্রকার উক্তি করা সম্ভবপর নয়, অবশ্য যদি কোন একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হইতে না পারেন, তবেই দুই প্রকার অভিমত তাঁহার পক্ষে প্রকাশ করা সম্ভবপর। আর ইহাও সম্ভবপর যে, মুজতাহিদ প্রথমতঃ একটি উক্তি করিয়াছিলেন, পরে উহা প্রত্যাহার করিয়া আর এক প্রকার উক্তি করিলেন কিন্তু পুনশ্চ উহা প্রত্যাহার করিয়া তাঁহার সাবেক অভিমত ঠিক রাখিলেন। অবশ্য মুজতাহিগণের উক্তিতে এরূপ ঘটনার দৃষ্টান্ত আমার নযরে পতিত হয়নাই। ইমামের কোন ছাত্রের পক্ষে ইমামের মযহবের প্রত্যেকটি কথা অবগত হওয়া যে সম্ভাব্য নয়, তাহা সর্ববাদীসম্মত! মযহবের প্রবর্তকগণের ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে মতবিরোধের প্রধান অন্যতম

* M.S ঈকাফ, ৯ ও ১০ পৃঃ

—০(ঃঃ)০—

www.ahlehadeethbd.org

ইমাম হুসাইন বিনে আলী বিনে আবুতালিব (রাযিঃ) ও সম্রাট ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া বিনে আবুছুফ্‌য়ান

* শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তয়মিয়া

মুস্‌লিম বিদ্বানগণের একজনও আমীর মুওয়াবিয়ার (জন্ম হিঃপূর্ব ২০—মৃত ৬০ হিঃ) পুত্র ইয়াযীদ (২৫—৬৪ হিঃ)কে হযরত আবুবকর ছিদ্দীক, উমর ফারুক, উসমান গণী ও আলী মুর্তযার ন্যায় আদর্শ খলীফা বলে স্বীকার করেননি। সুননের গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহর (দঃ) মহাপ্রয়াণের পর মাত্র ত্রিশ বৎসর কাল খিলাফত নবুওতের আদর্শ অনুসারে চলতে থাকবে, তারপর খিলাফত রাজতন্ত্রে পরিণত হবে। উল্লিখিত হাদীস সূত্রে আহ্‌লেসুন্নত বিদ্বানগণ ইয়াযীদ আর তার মত উমাইয়া ও আব্বাসীয়া বংশের অপরাপর খলীফাদের রাজা, বাদশাহ ও নিছক শাসনকর্তা বলেই মনে করে থাকেন, আর এই অর্থেই উমাইয়া ও আব্বাসীয়া বংশের রাজাদের তাঁরা খলীফা বলেন। নবুওতের আদর্শ মুতাবিক যে খিলাফত, তাঁরা উল্লিখিত শাসনকর্তাদের রাজত্বকে সেরূপ খিলাফত বলে মুহূর্তের তরেও স্বীকার করেননা। আহ্‌লেসুন্নত বিদ্বানগণের এই ধারণা যে সঠিক ও প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইয়াযীদ বিনে মুআবিয়া আপন যুগে সত্যই একজন সম্রাট, শাসনদণ্ডের ধারক ও স্বাধীন ও শক্তিমান শাসনকর্তা ছিল, স্বীয় পিতার পরলোকগমনের পর সে সিংহাসনে উপবেশন করে। সিরিয়া, ইরাক, ইরাণ ও খুরাসান প্রভৃতি ইস্‌লামী রাজ্যগুলোয় তারই আদেশ বলবৎ থাকে। পক্ষান্তরে হযরত ইমাম হুসাইন মুসলিম রাজ্যসমূহের একটি জায়গাতেও তাঁর শাসনকর্তৃত্ব স্থাপন করার আগেই ৬১ হিজরীর আশুরার দিনে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন।

আবদুল্লাহ বিনুয্‌যুবায়র বিনুল আওয়াম,

একথা অনস্বীকার্য যে, রসুলুল্লাহর (দঃ) ফুফোত ভাই যুবায়রের পুত্র আবদুল্লাহ (১—৭৩ হিঃ) ইয়াযীদের সাথে বিরোধ করেছিলেন আর মক্কা ও মদীনার অধিবাসীরা তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু এ ঐতিহাসিক সত্যও উড়িয়ে দেওয়া চলবেনা যে, তিনি ইয়াযীদের জীবদ্দশা পর্যন্ত খিলাফতের দাবীদার হননি, তাঁর দাবী ইয়াযীদের পরলোক প্রাপ্তির পর শুরু হয়েছিল আর একথাও ঐতিহাসিক সত্য যে, বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রথম প্রথম ইয়াযীদের হাতে তার জীবদ্দশায় আনুগত্যের শপথ (বয়আত) করতে সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু ইয়াযীদ শর্ত করেছিল যে, ইবনুয্‌যুবায়রকে বন্দী অবস্থায় তার দরবারে উপস্থিত হ'তে হবে। ইবনুয্‌যুবায়র এ শর্ত মেনে নিতে রাযী না হওয়ায় শপথ গ্রহণের ব্যাপার স্থগিত থাকে আর উভয়পক্ষে লড়াই শুরু হ'য়ে যায়।

সুতরাং ইয়াযীদ যদিও সমস্ত ইস্‌লাম জগতের একমাত্র অধিপতি হতে পারেনি আর আবদুল্লাহ বিনুয্‌যুবায়রের অধীন অঞ্চলগুলো যদিও বরাবর ইয়াযীদের বিরোধিতাই করেছিল, কিন্তু তথাপি ইয়াযীদের শাসনকর্তৃত্ব ও বাদশাহীতে সন্দেহ করার কারণ নেই। কারণ আবুবকর, উমর, উস্‌মান (রাযিঃ) আর তাঁদের পর মুআবিয়া বিনে আবিসুফয়ান ও আবদুল মালিক বিনে মারওয়ান (২০-৮৬) ও তদীয় বংশধরব্যতীত উমাইয়া বা আব্বাসীয় বংশের কোন খলীফাই সমগ্র ইস্‌লাম জগতের একচ্ছত্র অধিনায়ক হতে পারেননি। এমন কি হয্‌রত আলী মুর্তযার (রাযিঃ) কাছেও সমস্ত ইস্‌লামী দুনিয়া আত্মসমর্পণ করেনাই।

খলিফা শব্দের তাৎপর্য,

উমাইয়া ও আব্বাসিয়া বংশের উল্লিখিত রাজা বাদশাহদের কোন ব্যক্তিকে আহ্‌লেসুন্নত বিদ্বানদের

* শায়খুল ইস্‌লামের বিশ্ববিশ্রুত 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ' গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৩৯ পৃষ্ঠা হতে ২৫৬ পৃষ্ঠার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

'খলীফা'রূপে আখ্যাত করার তাৎপর্য শুধু এইটুকু যে, তিনি স্বীয় যুগে স্বাধীন ও শক্তিশালী নরপতি ছিলেন, তরবারির অধিকারী ছিলেন, রাজস্ব ও যকাত আদায় করে হকদারদের মধ্যে বিতরণ করতেন, রাজকর্মচারীদের নিযুক্ত ও পদচ্যুত করতে পারতেন, নিজের আদেশ বলবৎ করার মত ক্ষমতা তাঁর ছিল, তিনি শরীআতের দণ্ডবিধি প্রয়োগ আর ইছলামের শত্রুদলের সংগে জিহাদ পরিচালনা করতেন। ইয়াযীদকে যাঁরা ইমাম ও খলীফা বলে অভিহিত করে থাকেন, তাঁদের উদ্দেশ্য উক্ত তাৎপর্যের একটি বর্ণও অধিক নয়। ইয়াযীদ যে বাস্তবিকই এরূপ একজন নরপতি ছিল, সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইয়াযীদকে স্বাধীন নরপতি রূপে অস্বীকার করা আবুবকর, উমর ও উসমানকে মুছলিম রাজ্যের স্বাধীন অধিনায়ক অস্বীকার করা অথবা রোমক সম্রাট কয়সর আর পারস্য সম্রাট কিসরার রাজত্ব অস্বীকার করার মতই।

আর ইয়াযীদ, আবদুল মালিক আর মনসুর আব্বাসী প্রভৃতি খলীফারা সাধু ছিলেন না অসাধু? সে সম্পর্কে আহ্‌লেসুন্নত বিদ্বানগণের অভিমত সর্বজনবিদিত। তাঁরা উল্লিখিত শাসনকর্তাদের নির্দোষ বা অভ্রান্ত মনে করেননা, তাঁদের সমুদয়, কার্যকলাপ সংগত ও ন্যায়ানুমোদিত বলেও স্বীকার করেননা, সকল বিষয়ে তাঁদের আনুগত্যকেও তাঁরা অবশ্যকর্তব্য বলেননা। আহ্‌লেসুন্নতরা একবিশ্বাস অবশ্যই পোষণ করে থাকেন যে, ইস্‌লামের ইবাদত ও বিধিনিষেধ প্রতিপালন করার জন্য শাসনকর্তাদের প্রয়োজন—রয়েছে। আমরা তাঁদের পশ্চাতেই জুমা ও ঈদের নমায কায়েম করি। তাঁদের পতাকামূলে দাঁড়িয়েই ইসলামের শত্রুদলের সংগে জিহাদ করে থাকি। ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধকল্পে তাঁদের সাহায্য নিয়ে থাকি। জাতির আদৌ কোন শাসনকর্তা না থাকলে উল্লিখিত কাজগুলো বানচাল হওয়ার আশংকাই অধিক হবে এমন কি কতক বিষয়ের অস্তিত্বই—থাকবেনা।

সাধু শাসনকর্তা

আহ্‌লেসুন্নতগণের পরিগৃহীত উল্লিখিত নীতির দোষ ধরা যেতে পারেনা, কারণ সৎকাজ সমাধা করার ব্যাপারে সাধুসজ্জনদের সাথে অসাধুরাও যদি সহযোগ করে তাতে সাধুদের সৎকার্যের ক্ষতি সাধিত হয়না। একথাও সত্য যে, ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্তার নিয়োগ সম্ভাবিত হলে অনাচারী ও বিদআতী ব্যক্তিকে শাসনকর্তারূপে নির্বাচন করা বৈধ নয়, আহ্‌লেসুন্নতগণও এনিয়ম স্বীকার করে থাকেন, কিন্তু শাসনকর্তৃত্বের উভয় দাবীদারই যদি অনাচারী ও বিদ্‌আতী হয়, তাহ'লে শরীআতের নির্দেশ ও দণ্ডবিধি আর ইবাদতের প্রতিষ্ঠাকল্পে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন দাবীদারকেই নির্বাচন করা কর্তব্য হবে। একটি তৃতীয় পন্থাও রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন অতিসাধু ব্যক্তি পাওয়া যাচ্ছে কিন্তু সেনাপতিত্ব করার যোগ্যতা তাঁর নেই, পক্ষান্তরে একজন সুযোগ্য সেনাধ্যক্ষও সেস্থানে মওজুদ আছেন, কিন্তু তিনি দুশ্চরিত্র, এরূপ ক্ষেত্রে উক্ত দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করার ভার অর্পন করতে হবে। তার উত্তম কার্যের সহায়তা ও অনুসরণ করা হবে আর তার দুষ্টামি ও অনাচারের সবসময়েই প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে হবে। ফলকথা, জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও স্বার্থ সব সময় সকল ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য হওয়া আবশ্যক, কোন কাজে ভাল মন্দ উভয় দিক দেখতে পেলে বিবেচনা করতে হবে উভয় দিকের মধ্যে কার পাল্লা ভারী? মংগলের পরিমাণ অধিকতর হলে তাই হবে গ্রহণীয় আর অমংগলের পাল্লা ভারী পরিলক্ষিত হলে, তা বর্জন করাই আবশ্যক হবে। রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আল্লাহ কল্যাণ ও মংগলের সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা আর ক্ষতি ও অমংগলের নিরসন কল্পেই উত্থিত করেছেন।

সাধু সজ্জনগণের পরিগৃহীত নীতি,

ইরাকবাসীদিগকে ইমাম হাসান বস্‌রী হজ্জাজ বিনে ইউছুফ ছকফীর (৪৫—৯৫ হিঃ) বিরুদ্ধে উত্থান করতে বাধা দিতেন, তিনি বলতেন, দেখ, হজ্জাজ আল্লাহর শাস্তি বিশেষ, তোমরা আল্লাহর শাস্তির বাহুবলে প্রতিরোধ ক'রোনা, আল্লাহর কাছেই উহা বিদূ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রিত করার জন্য প্রর্থনা আর কান্নাকাটি কর। আল্লাহ কোরআনে বলেছেন, و لقد اخذناهم بالعذاب، আমরা শাস্তি সহ- فما استكانوا لربهم وما কারে ওদের ধৃত করে- يتضرعون - ছিলাম, কিন্তু তবুও তারা তাদের প্রভুর কাছে প্রণত হলনা আর কান্নাকাটি ও করলোনা—আলমুমেনুন, ৭৬ আয়ত। তল্লক বিনে হাবীব বলতেন, 'তক্ওয়া'র ঢাল দিয়ে ফিৎনার اتقوا الفتنة بالتقوى ! প্রতিরোধ কর লোকেরা فقيل له : اجعل لنا التقوى، জিজ্ঞাসা করলে, 'তক্- فقال : ان تعمل بطاعة الله ওয়া'র তাৎপর্য কি? على نور من الله ترجو তিনি বল্লেন, আল্লাহর رحمة الله و ان تترك প্রদত্ত জ্ঞান নিয়ে তাঁরই معصية الله على نور من করুণার আশাধারী হয়ে الله تخاف عذاب الله ! তাঁর আদেশের অনুগামী হ'য়ে চল আর আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞানের বর্তিকা নিয়ে তাঁর দণ্ডের ভয় হৃদয়ে পোষণ করে পাপাচরণ পরিহার কর। * এই ভাবে মুছলিম সমাজের শ্রেষ্ঠ সুধীগণ মুস্লিম শাসনকর্তাদের সংগে বিদ্রোহ ও লড়াই করতে সর্বদা নিষেধ করতেন, আবদুল্লাহ বিনে উমর, সঈদ বিনুল মুসাইয়েব ও ইমাম হুসায়নের পুত্র যয়েনুল আবেদীন প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সাহাবা ও তাবেয়ীগণ হার্রার যুদ্ধে ইয়াযীদের বিরুদ্ধে উত্থান করতে লোকদের নিষেধ করেছিলেন। হাসান বস্রী ও মুজাহিদ প্রভৃতি তাবেয়ী বিদ্বানগণ ইবনুল আশআসের (—মৃত ৮৫ হিঃ) হাঙ্গামায় (দয়রুল জমাজমের যুদ্ধ) জনসাধারণকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধা দিয়েছিলেন। বিদ্রোহ ও হাঙ্গামায় নির্লিপ্ত থাকাই আহ্লে-সুন্নত বিদ্বানগণের সমবেত সিদ্ধান্ত, কারণ রসুলুল্লাহর (দঃ) প্রমাণিত হাদীছে এইরূপ নির্দেশই রয়েছে। তাঁরা তাঁদের আকীদা সম্পর্কিত পুস্তকগুলিতেও এই অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। শাসকদের অত্যাচারে ধৈর্যাবলম্বন করা আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়াই হচ্ছে আহ্লেসুন্নত বিদ্বানগণের রীতি। অবশ্য এও অনস্বীকার্য যে বহু ধর্মপরায়ণ ও বিদ্বান ব্যক্তি এরূপ হাঙ্গামায় যোগদান ও সংগ্রাম করেছেন।

ইমাম হুসায়ন ইরাকের অধিবাসীদের বহু অনুরোধলিপি প্রাপ্ত হ'য়ে যখন ইরাক যাত্রা করতে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন উমর, আবদুল্লাহ বিনে আব্বাস, আবুবকর বিনে আবদুর রহমান বিনুল হারিস বিনে হিশাম প্রভৃতি মান্যগণ্য বিদ্বানগণ ইমাম সাহেবকে বহির্গত না হওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করেছিলেন, তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি নিশ্চয় নিহত হবেন, এমন কি কোন কোন ব্যক্তি ইমামকে এই বলে বিদায় দিয়েছিলেন, "হে শহীদ, আমরা আপনাকে আল্লাহর استودعك الله من قتيل ! হস্তে সমর্পণ করছি"। কেহ কেহ একথাও বলেছিলেন, "বেআদবী না হ'লে আমরা আপনাকে আটক করতাম আর বাধা দিতাম"। যাঁরা ইমামকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ইরাকের যাত্রী হ'তে নিষেধ করেছিলেন, হযরত ইমাম এবং জাতির মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য! কিন্তু ইমাম হুসাইন তাঁদের অনুরোধ ও কাকুতি মিনতি গ্রাহ্য করেননি। মানুষের অভিমত কখনও সঠিক হয়েথাকে আবার কখনও কখনও বেঠিক ও হ'য়ে পড়ে। পরবর্তী ঘটনার সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেবকে যাঁরা মদীনা ত্যাগ করতে নিষেধ দিয়েছিলেন, তাঁদের অভিমতই সঠিক ছিল। হযরত ইমাম হুসায়নের উত্থানে দ্বীনী বা দুনিয়াবী কোন স্বার্থই উদ্ধার হ'লনা বরং এই সুযোগে অত্যাচারী যালিমরা রছুলুল্লাহর (দঃ) পৌত্রের উপর কাবু পেয়ে গেল আর তারা ওঁকে মযলুম ও শহীদ নিহত করলো। ইমাম হুসায়নের উত্থান ও শাহাদতের দরুণ যেসব গোলযোগ ও অশান্তির উদ্ভব ঘটেছিল, তিনি আপন নগরীতে বসে থাকলে তার কিছুই ঘটতে পারতোনা। তিনি যে মংগলের প্রতিষ্ঠা আর অমংগলকে বিদূরিত করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, তাঁর সে ইচ্ছা ফলবতী হওয়া দূরে থাক, তাঁর উত্থান ও শাহাদতের সংগে অমংগলই বেড়ে গেল, অমংগলই প্রতিষ্ঠালাভ করলো আর এক বিরাট অকল্যাণের দুয়ার স্থায়ীভাবে খুলে গেল। হযরত উসমান, (রাঃ) নিহত হওয়ায় যেরূপ ফিৎনা ও ফাসাদ বিস্তার লাভ করেছিল, ইমাম হুসায়ন (রাযিঃ) নিহত হওয়ার দরুণেও সেইরূপ ফিত্নার বন্যায় ইস্লামজগত প্লাবিত হ'ল।

রসুলুল্লাহর (দঃ) আদেশের সফলতা,

এতে করে প্রমাণিত হ'ল যে, শাসনকর্তাদের যুলমে সবর করা ও তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত না হওয়া সম্পর্কে রসুলুল্লাহর (দঃ) নির্দেশ জাতির ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পক্ষে অধিকতর মংগলজনক। যাঁরা ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে রসুলুল্লাহর (দঃ) উপরিউক্ত আদেশের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের আচরণে লাভের পরিবর্তে জাতিকে

* তল্লকের এই উক্তি ইমাম আহ্মদ ও ইব্নে আবিদ্দুনিয়া উধৃত করেছেন।

www.ahlehadeethbd.org

ক্ষতিগ্রস্তই হতে হয়েছে বেশী।† আর এই জন্যই রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হাসানের প্রশংসা করে বলেছিলেন, আমার এই পুত্র জনগণের অধিনায়ক। একে দিয়ে আল্লাহ্ মুসলিম-সমাজের দুই বিরাট বাহিনীর মধ্যে সন্ধি স্থাপন করবেন। যারা দাঙ্গা হাঙ্গামায় উত্থান করেছেন অথবা শাসনকর্তাদের সাথে বিদ্রোহে লিপ্ত হয়েছেন বা তাঁদের আনুগত্য অস্বীকার করেছেন বা মুসলিম সংহতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, তাঁদের কারুরই (রসুলুল্লাহঃ) প্রশংসা করেননি। রসুলুল্লাহর (দঃ) এই হাদীসের সাহায্যে প্রমাণিত হয় যে, দুইটি বিবাদমান দলে সন্ধি করে দেওয়াই আল্লাহ্ ও তদীয় রসুলের (দঃ) কাছে অধিকতর প্রিয়। আমীর মুআবীয়ার পক্ষে খিলাফতের দাবী প্রত্যাহার করে ইমাম হাসান মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধ করেছিলেন, ইমাম সাহেবের ফযীলত ও গৌরবের পক্ষে এই ব্যাপারটি যথেষ্ট। গৃহযুদ্ধ ওয়াজিব বা মুস্তহব হলে রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা ত্যাগ করার কিছুতেই প্রশংসা করতেন না।

ان ابنی هذا سید، وسیصلح الله به بین فئتین عظیمتین من المسلمین !

মদীনায় হররার দিবসে বা মক্কায় ইবনুযযুবায়রের অবরোধ কালে অথবা ইবনুল আশ্‌আস ও ইবনুল মুহাল্লবের দাঙ্গা হাঙ্গামায় যা ঘটেছিল, সে সমস্তের প্রশংসা দূরে থাক জমল ও সিফ্‌ফীনের লড়াইরও রসুলুল্লাহ (দঃ) কোন প্রশংসা করেননি কিন্তু নহরওয়ানের যুদ্ধে খারেজীদের সাথে হযরত আলীর লড়াইয়ের প্রশংসা রসুলুল্লাহর (দঃ) বাচনিক পৌনঃপুনিকভাবে উল্লিখিত রয়েছে। জমল ও সিফ্‌ফীনে যোগদানকারী বহু নিষ্ঠাবান বিদ্বান এর জন্য অনুতাপ করেছিলেন ও যুদ্ধ পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন।

রসুলুল্লাহর (দঃ) নবুওতের জ্বলন্ত প্রমাণ,

রসুলুল্লাহ (দঃ) ইমাম হাসানের যে কার্যের প্রশংসা করেছিলেন, ত্রিশ বৎসরের অধিক কাল পর তার যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়েছিল। রসুলুল্লাহর (দঃ) পরলোকগমনের সময় ইমাম হাসান মাত্র ৯ বৎসর বয়স্ক বালক ছিলেন। হযরত আলী ৪০ হিজরীর রামাযানে শহীদ হন আর ৪১ হিজরীতে আমীর মুআবীয়ার সাথে ইমাম হাসানের সন্ধি স্থাপিত হয়।

(ক্রমশঃ)

† শায়খুলইস্‌লামের অভিমতের সহিত তাঁর একান্ত ভক্ত এইদীন অনুবাদক একমত হ'তে পারেনি। শাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে উত্থান করা যেরূপ অনেক হাদীছে নিষিদ্ধ রয়েছে, কোরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছে সেইরূপ ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ কল্পে অগ্রসর হতেও বারম্বার আদেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্থান করাকে সুরত-আলইমরানে মুসলিম সমাজের জাতীয় বৈশিষ্ট বলে উল্লিখিত হয়েছে। ইমাম মুসলিম তাঁর গ্রন্থে ইব্‌নে মস্‌উদের বাচনিক রছুলুল্লাহর (দঃ) আদেশ বর্ণনা করেছেন,

ما من نبی بعثه الله فی امة قبلی الا کان له من امته حواریون و اصحاب، یاخذون بسنته و یقتدون بامره، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون - فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل -

আমার উম্মতের পূর্ববর্তীগণের যুগহ'তে যে কোন নবীকে আল্লাহ উত্থিত করেছেন, তাঁর উম্মতে সাহায্যকারী ও সহচরের দলও উত্থিত করেছেন। তাঁরা তাঁর আদর্শের অনুসারী ছিলেন আরতাঁর নির্দেশ মত জনগণকে পরিচালিত করতেন। অতঃপর এমনতর লোক তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হ'ল, যারা যা করেনা তাই বলে বেড়ায় আর যার আদেশ নেই তাই ক'রে থাকে। যারা তরবারির সাহায্যে তাদের সংঙ্গে সংগ্রাম করবে, তারা মুমিন আর যারা মুখ দিয়ে তাদের আচরণের প্রতিবাদ করবে তারাও মুমিন আর যারা অন্ততঃ মনে প্রাণে তাদের আচরণে অসন্তুষ্ট থাকবে, তারাও মুমিন। কিন্তু এর পর ঈমান সরিষার দানার পরিমাণও থাকবেনা। † সুননের গ্রন্থকারগণ আবুবকর সিদ্দীকের বাচনিক রেওয়ায়ত করেছেন যে, রছুলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন, যালিমের যুলুমের প্রতিরোধ কল্পে যখন মানুষেরা তার উভয় হাত চেপে ধরবেনা, তখন আল্লাহ্ তাদের সকলকেই ব্যাপক শাস্তি প্রদান করবেন। ‡ ফলকথা "আমর বিল মারূফ ওয়ান্নহী আনিল মুনকর" ইস্‌লামের অপরিহার্য আদেশসমূহের অন্যতম। দুষ্ট ও অনাচারী শাসনকর্তাগণ যতক্ষণ পর্যন্ত ইস্‌লামের মূলনীতিসমূহের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখবে অথবা তাদের বিরুদ্ধে উত্থান করায় জাতির বৃহত্তর ক্ষতির আশংকা পরিদৃষ্ট হবে শুধু ততক্ষন পর্যন্তই দুষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে উত্থান করা হাদীসে নিষিদ্ধ হয়েছে। ইয়াযীদ ও তার পরবর্তী সম্রাটদের শাসন যে ইস্‌লামী গণতন্ত্র-বিরোধী কিস্‌রা ও কয়সরদের প্রবর্তিত রাজতন্ত্র মাত্র, সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই আর এর যে মারাত্মক কুফল হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে জগত ভুগে আসছে, স্বয়ং শায়খুল ইস্‌লাম ইবনে তয়মিয়ার উন্নত জীবনই তার অন্যতম প্রমাণ! ইমাম হুসায়েন এরই প্রতীকার মানসে উত্থান করেছিলেন, তখনও ইয়াযীদের খিলাফত ও বয়আত বলবৎ হয়নাই। ইরাকের শিয়ারা যে হযরত ইমামের সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এরূপ 'ইল্‌মেগায়েব' ইমামের ছিলনা আর প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার পর ইমাম হুসায়ন ইয়াযীদের কাছে যেতেও সম্মতি দিয়েছিলেন কিন্তু অত্যাচারী ফাসেকদের ঘৃণ্য দলপতি হযরত ইমামকে তাদের হাতেই দীক্ষিত করার স্পর্ধা জানিয়েছিল। ইমাম যালেমদের স্পর্দ্ধার জওয়াবে শাহাদত বরণ করে মৃত্যুঞ্জয়ী ও অমর হয়েছেন—আলায়হিস্ সালাম ওয়া রহমতুল্লাহ!

ان الناس اذا راوا الظالم فلم یاخذوا علی یدیه، اوشک ان یعمهم الله بعذاب -

† আততাজ (৫) ২৩৫ পৃঃ।
‡ আততাজ (৫) ২৩৭ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

স্পেন বিজয়

নাটক

মোহাম্মদ আছাদুয্‌যমান বি, এস-সি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রডা—হ্যাঁ মৃত্যুদণ্ড! আমারই সম্মুখে আমারই অনুগৃহীত সভাসদকে অপমান করতে সাহস পাও। তোমার এ উদ্ধত স্পর্দ্ধার উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড।

১ম কৃষক—মহারাজ! আমি আপনার পদতলে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, এবারকার মত ওকে মাফ করুন। ওর স্ত্রীর অপহরণে ও পাগল হয়ে গেছে তার উপর সভাসদ মহাশয়ের ব্যবহারেও মেযাজ ঠিক রাখতে পারেনি, তাই এমন গর্হিত কার্য করেছে। হুজুর ওকে মাফ করুন—আমরা গরীব প্রজাকুল মহারাজের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করব।

রডা—ধনুক থেকে বান ছাড়লে তা ফিরান সম্ভব হতে পারে—কিন্তু স্পেন-রাজের আদেশ একবার ঘোষণা করা হলে তা পরিবর্ত্তন করা যায়না (২য় কৃষককে) তোমার পরকালের কথা চিন্তা করে ঈশ্বরের নাম স্মরণ কর।

২য় কৃষক—আমার পরকালের জন্য আপনার চিন্তা করতে হবে না মহারাজ—আপনি আপনার নিজের ভবিষ্যত চিন্তা করুন। রাজা প্রজার ধন মান রক্ষাকারী, কিন্তু আপনি নিজে ও আপনার কর্ম্মচারির সাহায্যে রাজ্য মধ্যে একটা বিভীষিকার ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন। আজ স্পেনরাজ্যে প্রত্যেক কুটিরে কুটিরে মর্ম্মভেদী হাহাকার ধ্বনি উঠছে। মনে রাখবেন, রাজা গরীব প্রজাকুলের আকুল আর্ত্তনাদে আপনার পাষাণ হিয়া দ্রবীভূত না হতে পারে, কিন্তু বিধাতার আশীষ ধারা এ পৃথিবীতে নেমে আসবে। যেদিন কোটি কোটি আর্ত্তের ফরিয়াদে আপনার সিংহাসনের ভিত্তিমূল থর থর করে কেঁপে উঠবে। সে দিনের জন্য প্রস্তুত হউন রাজা।

রডা—প্রহরী, এই উদ্ধত কৃষককে এখান থেকে নিয়ে যাও। আগামীকল্য প্রকাশ্য ময়দানে একে শূল-দণ্ড দেবে, আর ঘোষণা করে দেবে রাজার সম্মুখে স্পর্দ্ধিত আচরণের জন্য শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

২য় কৃষক—আমার শাস্তির জন্য আমি ভীত নই। নিজের স্ত্রীর ইজ্জত রক্ষা করবার সামর্থ যার নেই, মৃত্যুই তার কাম্য। কিন্তু এখনও সাবধান করে দিচ্ছি রাজা! যদি রক্ষা পেতে চান তবে দূর করে দিন আপনার ঐ হীন চাটুকারদের আর বিধাতার নামে সুবিচার ও ন্যায় পরায়নতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করুন।

(প্রহরী টানিতে টানিতে ২য় কৃষককে লইয়া গেল)

রডা—যাও মূর্খ তোমার কাছে রাজনীতি শিখতে হবেনা। (১ম কৃষককে) তোমাকে আমি ক্ষমা করলুম। ভবিষ্যতে আমার বা আমার কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধাচরণ করবেনা ত যাও।

মোসাহেবদ্বয়—জয় মহারাজের জয়।

(২য় কৃষকের প্রস্থান)

২য় মোঃ—মহারাজের ন্যায় বিচারের গুণে আমাদের মত রাজভক্ত নিরীহ প্রজারা মহারাজের রাজ্যে ধন প্রাণ নিয়ে নিরাপদে বাস করছে।

রডা—আশ্চর্য্য তোমার কাপুরুষতা জন। একটা গোমূর্খ পল্লীবাসী নিরস্ত্র কৃষক তোমাকে অপমান করল আর তুমি অস্ত্র-সস্ত্রে সুসজ্জিত হয়েও তার কোন প্রতিরোধ নাকরে ভয়ে আমার পিছনে লুকুলে।

২য় মোঃ—আপনার সম্মুখে রূঢ় আচণ করা বেয়াদবী হয়—নতুবা তরবারীর একটা আঘাতে তখনই তাকে সাবাড় করে দিতে পারতুম। (শূন্যে তরবারী আস্ফালন) আর হুজুর যদি আদেশ করেন ত এখনই তাকে খতম করে আসি—হাত পা তার এখন বেশ শক্ত করেই বাঁধা আছে। কাজেই কোন অসুবিধা হবেনা, ঠিক ঘাড়েই আঘাত করতে পারব।

রডা—না তার দরকার নেই বীর পুরুষ। আমি তাকে প্রকাশ্য স্থানে শাস্তি দিয়ে লোকশিক্ষার একটি উদাহরণ দিব।

১ম মোঃ—নানা বাজে কাজে আজকের আমোদ-টাই মাটি হয়ে গেল! হুজুর যদি আদেশ করেন ত সুন্দরীদের রূপসুধা পান করিগে। (মদ্য প্রদান)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

রডা—মনটা আজ বড়ই খারাপ, আজ কিন্তু সবচেয়ে সেরা সুন্দরী নর্তকী চাই।

২য় মোঃ—দেখবেন মহারাজ, এই খাকসার বান্দারা কত কর্মদক্ষ।

[৫ম দৃশ্য]

স্থান—বটগাছতল—কাল—অপরাহ্ন

টম, জলি, ও জেকসন

টম—কি করলে ভাই জলি, তোমার ছেলের বিয়ে দিলে না?

জলি—কেমন করে দেই ভাই—

টম,—কেন শুনেছিলুম বিয়ে নাকি ঠিক হয়েছিল।

জলি—পাকা কথা হয়েছিল এবং বিয়ের তারিখও ঠিক হয়েছিল। মানুষের শত্রুর ত আর অভাব নেই। কে যেন সেই কথা থানায় গিয়ে বলেছে।

জেক—আহা! এমন সর্বনাশটা কে করলে?

জলি—কি আর করি, থানা থেকে লোক এসে বল্‌ল তোমার ছেলের নাকি বিয়ে দিচ্ছ? আমি যিশুর নামে শপথ করে বল্‌লুম কক্ষণও না। তারা ছেলেকে ডেকে নিয়ে তার নাম ধাম বয়স—সব লিখে আর আমাকে বলে গেল ভবিষ্যতে বিয়ে দিতে গেলে যেন ট্যাক্সটা আগে পরিশোধ করি, নইলে আমাকে রাজার আইন অমান্য করার জন্য মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হবে। ট্যাক্স আর জুটবেনা—আমার ছেলের বিয়েও আর হবে না।

জেক—রাজার ছেলের বিয়েতে ট্যাক্স দাও—নিজের ছেলের বিয়েতে ট্যাক্স দাও—বলি, এমন সোনার রাজত্বে আমরা—এই গরীব বেচারারা বসবাস করি কেমনে? চল দেশ ছেড়ে চলে যাই।

টম—কথাটা মন্দ বলনি হে। কিন্তু বলি যাবে কোথায়? ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই এই একই অবস্থা। না হয় ভূমধ্য সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকায় যেতুম; কিন্তু সেখানেও ইয়া মর্দ মর্দ আরবীরা তরবারি খাড়া করেই রয়েছে, গেলেই ঘ্যাচাং করে একেবারে পরকালের পথ সহজ করে দেবে।

জেক—তবু আস্তে আস্তে মরার চেয়ে একেবারে মরা ভাল। চল আমরা সেখানে যেয়ে টুপী পরে দাড়ী রেখে মুসলমান হইগে—অন্ততঃ জানটা নিরাপদে থাকবে। শুনেছি যারা নাকি মুসলমান হয় তাদের ওরা খুব ভালবাসে, কোন কষ্ট দেয়না—ওদের সমান সুযোগ সুবিধা দেয়।

টম—কি বল্‌লে জেকসন? নিজের বাপ দাদার ধর্ম তুচ্ছ প্রাণটার জন্য এমন ভাবে পরিত্যাগ করব? মহান যিশুর নাম করেও কি তুমি একথা বল্‌তে পার? আমাদের ত্রানকর্ত্তা পালনকর্ত্তা যিশু যিনি স্বয়ং ভগবানের পুত্র এবং যিনি আমাদিগকে নরকের ভীষণ শাস্তি হতে রক্ষা করবেন—তাঁর সেই মহান ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ইহলোকের সুখের আশায় অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে চাও? ধিক তোমাকে!

জেক—আরে রেখে দাও তোমার বাজে যুক্তি, বলি ধর্ম তোমার কোথায় আছে? রাজ প্রাসাদে? যেখানে মদ ও ব্যভিচার বিরামহীন গতিতে চল্‌ছে—গির্জায়? যেখানে টাকা দিয়ে পরকালের মুক্তি-পত্র পাওয়া যাচ্ছে—রাজকর্মচারীর মধ্যে? যেখানে ঘুষ প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে? বলি যদি ধর্মই থাকবে তবে এত অত্যাচার অবিচার কেন হবে?

জলি—আরে রেখে দাও তোমাদের মজলিসি তর্ক। বলি নতুন খবর শুনেছ?

জেক—কি?

টম—একেবারে টাটকা নির্ভেজাল ত?

জলি—টাটকা ত টাটকা, শুনলে দাঁত কপাটি লেগে যাবে, চক্ষে সর্ষে ফুল দেখবে।

টম—বলবার আগেই যে রকম ভয় দেখাচ্ছ? তাতে আগে হতেই হুশিয়ার হতে হয়। (কাপড় চোপড় ঠিক করিয়া লইল।)

জলি—মুসার নাম শুনেছ? আফ্রিকা বিজয়ী বীর মুসা?

টম—তা আর শুনিনি। সেই গোঁয়ার গোবিন্দ মুসলমানটাই ত উত্তর আফ্রিকা একদম দখল করে ফেল্‌লে।

জেক—মুসা এবার আমাদের দেশের উপর দৃষ্টি

www.ahlehadeethbd.org

দিয়েছে নাকি? সে কি আমাদের দেশ আক্রমণ করতে চায়?

জলি—ঠিক অনুমান করেছ জেকসন। কিন্তু সে নিজে আসছেনা। তারিক নামক একজন তরুণ সেনাপতির অধীনে হাজার দশেক সৈন্য পাঠাচ্ছে!

টম—তাই নাকি? এত বড় সাংঘাতিক কথা শুনালে। আমাদের এই দেশটাও তাহলে সেই অসভ্য বর্বরদের হাত থেকে নিস্তার পাবেনা! হা ঈশ্বর শেষে কি তোমার মনে এই ছিল? (মাথায় হাত ঠেকাইল)।

জলি—মুসলমান সেনাদের সঙ্গে আসছে কাউন্ট জুলিয়ান তার মেয়ের উপর রডারিকের পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে।

টম—কাউন্ট জুলিয়ান! হায় রডারিক শেষে তুমি নিজের দোষে এতবড় একজন মহৎপ্রাণকে দেশের সর্বনাশের পথে এগিয়ে দিলে।

জেক—তুমি এত সংবাদ সংগ্রহ করলে কমন করে?

জলি—আমার ছেলে আইজাক বিয়ে ভেঙ্গে যাওয়াতে বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যায়। এই দিন কয়েক হয় আবার ফিরে এসেছিল। সে বলেছে যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখে রাজা যে নূতন সৈন্য সংগ্রহ করেছে সে সেই সেনাদলে যোগ দিয়েছে।

টম—আমাদের রাজাও তাহলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, এ একটা আশার কথা বটে। রাজা রডারিক যতই অত্যাচারী হউন না কেন, তিনি একজন নির্ভিক যোদ্ধা। বর্ব্বর অসভ্য মুসলমানরা এবার বুঝবে যে স্পেন আক্রমণ করা একটা ছেলেখেলা নয়।

জলি—কিন্তু আমার মনে হয় আমাদের রাজার পরাজয় ঘটবে।

টম—এমন সুশিক্ষিত ও বিরাট সেনাদল থাকতে।

জলি—আমর তাইত মনে হয়।

জেক—কেমন করে বুঝলে?

জলি—আইজাক বলেছে যে রাজার সৈন্যরা রাজার প্রতি অনুরক্ত নয়—ব্যবহারে তারা অনেকে রাজার উপর বিরক্ত। আর তাছাড়া মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ শুনে অনেকেরই ভয় হয়েছে—তারা শুনেছে যে আজ পর্যন্ত মুসলমানরা কোন খানে পরাজিত হয়নি।

টম—রাজা রডারিকের সৈন্য মুসলমান সৈন্যের দশগুণ হবে। এত অল্প সংখ্যক সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে?

জলি—রডারিকের সৈন্যদের মধ্যে এই গুজব রটে-গেছে যে একজন মুসলমান সৈন্য বিপক্ষের অন্ততঃ দশটা সৈন্য না মেরে নিহত হয় না! এই গুজবে সমস্ত সৈন্যদলের মুখ কাল হয়ে গেছে। অনেকে নাকি নানা ছুতায় সৈন্যদল থেকে সরে পড়ছে।

টম—সর্ব্বনাশ! এমন হলে ত পরাজয় নিশ্চয়ই হবে। তবে আমাদের কি উপায় হবে? শেষকালে কি জাতি ধর্ম সব অসভ্যদের হাতে নষ্ট হয়ে যাবে? হায় হায়!

জেক—এত ভয়ের কি আছে? অনেক দিন খৃষ্টান রাজার প্রজা হয়ে থাকলুম—আবার না হয় কিছুদিন মুসলমান রাজার প্রজা হয়ে থাকব।

জলি—তাই ত, আমরা হলুম নিরীহ মানুষ। যে রাজা হবে তাঁকেই সেলাম ঠুঁকে তাঁর অনুগত প্রজা হব—এতে খৃষ্টান মুসলমান কি যায় আসে? আমরা চাই একটু সুখে শান্তিতে বসবাস করতে।

জেক—আমার কি মনে হয় জলি? এমন নিষ্ঠুর অত্যাচারীর পরাজয় ঘটলে আমাদের লাভই হবে। মুসলমানরা অত্যাচারী হলেও এমন নিষ্ঠুর ও পিশাচ হবেনা।

টম—আমাদের রাজা অত্যাচারী হউন—তবুও তিনি আমাদের স্বজাতি—আমরা একই ধর্মের লোক, মুসলমানেরা রাজা হলে আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সব রসাতলে যাবে। হায় হায় তখন কি উপায় হবে?

জেক—এখন আর কান্নাকাটি করে কি হবে টম? যখনকার উপায় তখনই হবে। অনেকদিন হয় রাজ্যটা ঢিমে তেতালায় চলেছে—এখন নতুন নতুন যুদ্ধের খবরে বাজারটা সরগরম থাকবে। এটা মন্দ কি? তবে কিনা একটু সাবধানে থাকতে হবে।

জলি—চল তবে উঠি, কি জানি কোথায় রাজার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কোন গুপ্তচর টর ওৎ পেতে বসে আছে, সব খবর রাজার কাছে বলে জানটা হারাবার বন্দোবস্ত করে দেবে।

টম—(ভীত ভাবে এদিক ওদিক চাহিয়া) ওখান থেকে মানুষের মত একটা কিছু যেন উঠে গেল। (উচ্চস্বরে) আমি কিন্তু রাজার বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। রাজা আমাদের জয়ী হবেন, শত শত বৎসর পরমায়ু হবে, রাজ সিংহাসনে বসে—

জলি—আরে তুমি পাগল হয়ে গেলে, ওটা একটা কুকুর দৌড়ে গেল তারই ছায়া।

জেম—তবু সাবধানে থাকা ভাল। আর আমাদের এসমস্ত আলোচনা করা উচিত নয়।

টম—(উচ্চস্বরে) আমি সব সময়ই আমাদের রাজার মঙ্গল কামনা করি—আমাদের রাজা বড় দয়ালু। (নিম্নস্বরে) তোমরা কিন্তু ভাই এসমস্ত কথা কোথাও প্রকাশ করনা—আর আমি যে এখানে ছিলুম একথা কোন দিনই কারুর সঙ্গে আলাপ আলোচনায় বলবেনা, দোহাই যিশুর—

জলি—না, না, সবারই মনে রাখতে হবে কথাটা ফাঁস হয়ে গেলে তিনজনেরই গর্দ্দান যাবে; কেউ রেহাই পাবেনা। সুতরাং রাজার আদেশ অমান্য করে রাজনীতি আলোচনা করার খবর যাতে কোন রকমেই প্রকাশ না পায়, তারজন্য সবারই সতর্ক দৃষ্টি রাখ্‌তে হবে। তবে চল এখন উঠি।

জেম—চল উঠি।

টম—(উচ্চস্বরে) আমাদের রাজা যীশুর মত দয়ালু, তিনি শত শত বৎসর সিংহাসন উজ্জ্বল করে আমাদের শাসন করুন।

(৬ষ্ঠ দৃশ্য)

স্থান— স্পেনের উপকূল ভাগ। কাল-প্রভাত।

তারিক, কাউণ্ট জুলিয়ান ও ফিলিপ

তারিক—আমরা তোমার জন্মভূমি স্পেন দেশে এসেছি বন্ধু; খলিফার আদেশে তোমার কন্যার উপর অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে—আর এদেশে ইসলামের বাণী প্রচার করতে। এর মনোমুগ্ধকর দৃশ্য আমাকেও অভিভূত করেছে—এর দিগন্ত বিস্তৃত শ্যামল শস্য ক্ষেত, তারই পার্শ্বে সদা জাগ্রত প্রহরীর ন্যায় উন্নত-মস্তক পর্বত শ্রেণী—এর সুবাসযুক্ত মিঠে মাতাল হাওয়া, কোন্ নির্দ্দয় প্রাণকে না মুগ্ধ করে?

জুলি—এখনও তোমার অনেক কিছু এর দেখ্‌তে বাকী আছে বন্ধু। যতই দেশের অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করতে থাকবে ততই এর বিচিত্র দৃশ্যে মুগ্ধ হতে থাকবে—এর গগন-চুম্বিত সৌধমালা, সুমধুর স্বরে প্রবাহিত স্রোতস্বতী—এর নির্মেঘ উন্নত নীলাকাশ তোমাকে প্রলুব্ধ করবে এদেশ জয় করতে। তুমি বুঝতে পারবে এদেশ আক্রমণ করে তুমি ভুল করনি এবং আমার বর্ণনা একবিন্দুও মিথ্যা নয়।

ফিলিপ—এদেশবাসীর নিরাড়ম্বর ব্যবহারে—আন্তরিক আত্মীয়তায় তুমি এদের সরলতা উপলব্ধি করতে পারবে। নিরীহ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের অভ্যর্থনায় তুমি চমৎকৃত হবে।

তারিক—কিন্তু এদেশেবাসী কি আমাদের শান্তি-কামী বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে পারবে?

ফিলিপ—নিশ্চয়ই! তারা রডারিকের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। উত্তর আফ্রিকাবাসীদের সঙ্গে তোমাদের সদয় ব্যবহারের কথা তারা শুনছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রডারিকের অত্যচার হতে মুক্তিলাভের আশায় তারা তোমাদের মঙ্গল কামনাই করবে।

(তারিফের প্রবেশ)

তারিফ—আছ্‌ছালামু আলায়কুম।

তারিক—ওয়াআলায়কুমুছ্‌ছালাম! তুমি রডারিকের সৈন্য সংখ্যা ও যুদ্ধ সম্ভার সম্বন্ধে কোন সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছ কি?

তারিফ—হ্যাঁ আমিরুল জুন্দ; রডারিকের সৈন্য সংখ্যা একলক্ষ। স্বয়ং রডারিক, তার বালক পুত্র জেম্‌স এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত—তিনি নিজেই সৈন্য চালনা করবেন। বেলা এক প্রহরের সময় তারা অক্রমণ করবে।

জুলি—আমাদের সৈন্য সংখ্যা ত মোটে দশ হাজার, এই সৈন্য নিয়ে কি করে আমরা তার বিপুল বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হব?

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারিক—ভয় পেওনা বন্ধু? মুসলিম শৌর্য্যের সম্যক পরিচয় পাওনি। এইবার দেখাব তাদের কৌশল ও প্রদীপ্ত ঈমানের তেজ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) ফিলিপ, তোমায় একটা কাজ করতে হবে।

ফিলিপ—আদেশ করুন আমিরুল জুনুদ!

তারিক—তুমি নাবিকদের সাহায্যে আমাদের জাহাজে আগুন লাগিয়ে দাও।

ফিলিপ—আমাদের জাহাজে?

তারিক—হ্যাঁ আমাদের জাহাজে এই নাও আমার পাঞ্জা (পাঞ্জা প্রদান) এই পাঞ্জা দেখালেই নাবিকদের তুমি যা আদেশ করবে, তারা তা বিনা-প্রতিবাদে পালন করবে।

ফিলিপ—এ কি বলছেন আমিরুল জুনুদ? আমাদের জাহাজেই আগুন লগিয়ে দিতে হবে? আমার মনে হয়, বোধহয় ভুল করছেন।

তারিক—এ যুদ্ধের সেনাপতি আমি—তুমি আমার অধীনস্থ সৈনিক মাত্র। সৈনিকের কর্ত্তব্য সেনাপতির আদেশ বিনা প্রতিবাদে পালন করা।—আর কর্ত্তব্যে অবহেলার শাস্তিও বোধহয় তোমার অজানা নেই।

ফিলিপ। আমি যাচ্ছি আমিরুল জুনুদ!—(প্রস্থান)

তারিক। রডারিকের ব্যূহরচনা তুমি দেখেছ তারিফ?

তারিফ। হ্যাঁ, দেখেছি। তাঁর বাহিনীর দুই পার্শ্বে থাকবে অশ্বারোহী সৈন্য দুইজন সেনাধ্যক্ষের অধীনে—আর মাঝখানে স্বয়ং রডারিক পদাতিক-বাহিনী পরিচালনা করবেন। এই দেখুন আমি একটা নক্সা অঙ্কন করে এনেছি। (নক্সা প্রদান)

তারিক—(গভীর মনোযোগের সহিত দেখিয়া—হুঁ বুঝেছি। আমাদের সৈন্যদলকে সমান দুই ভাগে ভাগ করতে হবে। একভাগ নিয়ে জুলিয়ান তুমি বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত রডারিকের অগ্রগতি রোধ করবে আর অপর অর্দ্ধেক নিয়ে আমি বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আক্রমণ করে তাদের বিধ্বস্ত করে দেব। আমার সঙ্গে থাকবে ফিলিপ বুঝলে?

তারিফ—আমিরুল জুনুদ, আপনার কৌশল আমি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছি। মুসলিম বাহিনীর বল পরীক্ষার সময় আগত প্রায়—তুমি প্রস্তুত বন্ধু?

জুলিয়ান—আমি সর্ব্বদাই তোমার আদেশ পালনে প্রস্তুত সেনাপতি।

(ফিলিপের প্রবেশ)

ফিলিপ—(পাঞ্জা দিয়া) আপনার আজ্ঞা যথাযথ প্রতিপালিত হয়েছে আমিরুল জুনুদ! আমাদের জাহাজগুলি সূর্য্যের তীক্ষ্ণ জ্যোতি ম্লান করে দিয়ে ভস্ম হয়ে যাচ্ছে।

তারিক—বড়ই সুন্দর সে দৃশ্য! কি বল ফিলিপ?

(ব্যস্ত হইয়া কয়েক জন সৈনিকের প্রবেশ)

১ম সৈনিক—আমির, কে যেন বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাদের জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে।

তারিক—কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বন্ধুগণ! আমারই আদেশে আগুন দেওয়া হয়েছে।

২য় সৈনিক—আপনার আদেশে?

তারিক—হ্যাঁ, আমারই আদেশে, আমি আমাদের ফিরে যাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছি।

১ম সৈনিক—কিন্তু এই বিদেশ বিভূঁই এ আমির একটা আশ্রয় রাখা কি ভাল ছিলনা?

তারিক—মুছলমানের নিকট বিদেশ বিভূঁই নেই বন্ধুগণ, যেখানে সে পদার্পন করবে সেখানেই হবে তার স্বদেশ-সেখানেই গড়ে উঠবে তার আশ্রয়স্থল। সম্মুখে তোমাদের রডারিকের বিপুল বাহিনী—আর পিছনে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল সমুদ্র। সম্মুখে রডারিকের দুর্দ্ধর্ষ বাহিনী তোমাদিগকে শহীদ হবার জন্য আহ্বান করছে আর পশ্চাতে ভূমধ্যসাগরের অসীম জলরাশি কাপুরুষের মরণ বরণ করে নেওয়ার জন্য হাত ছানি দিচ্ছে। বল বন্ধুগণ, তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে রডারিকের বাহিনী ধ্বংস করতে গিয়া মুসলমানের আকাঙ্খিত শহিদী দরজা লাভ করতে চাও—না পশ্চাতে ফিরে ভীত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে মুসলমানের চিরোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান করে ভূমধ্য-সাগরের অতল তলে প্রাণ হারাতে চাও?

সৈন্যগণ—আমরা সম্মুখেই অগ্রসর হব।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তারিক—এই ত সাচ্চা ঈমানদার মুসলমানের মত কথা হল বন্ধুগণ! অসীম শক্তিশালী আল্লাহ আমাদের সহায়, বিপক্ষের বিপুল বাহিনী দেখে ভীত হওয়ার কোন কারণ নাই, বল বন্ধুগণ বল আল্লাহু আকবর!

সৈন্যগণ—আল্লাহু আকবর!

তারিক—যাও বন্ধুগণ অতি সীঘ্রই যুদ্ধ আরম্ভ হবে তোমরা সকলে প্রস্তুত হওগে।

(অভিবাদন করিয়া সৈন্যগণের প্রস্থান)

জুলি—আশ্চর্য্য মনোবল তোমার সেনাবাহিনীর আর বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব তোমার! আমি নির্ব্বাক বিস্ময়ে তোমার দৃঢ় সঙ্কল্প সেনাদলের উৎসাহদীপ্ত বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করছিলুম।

তারিক—তোমার কি মনে হল বন্ধু আজকের যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ হবে?

জুলি—শুধু আজকে নয় যতদিন পর্য্যন্ত মুসলমানদের ভিতরে ঈমানের তেজ এমনি প্রোজ্জ্বল থাকবে, ততদিন মুসলমানেরা হবে অপরাজেয়—পৃথিবীর কোন শক্তিই তাদের এই বলদৃপ্ত প্রতিভার সামনে দাঁড়াতে পারবেনা।

তারিক—চল বন্ধুগণ শিবিরে চল। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইগে।

(পট পরিবর্ত্তন—স্থান যুদ্ধক্ষেত্র)

(নেপথ্যে যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল)

(জুলিয়ান ও তারিফ রডারিকের সৈন্যগণকে বাধা দিতেছে। নেপথ্যে আল্লাহুআকবর ধ্বনি ও তারিক জিন্দাবাদ ধ্বনি)

তারিফ—আর কোন চিন্তা নাই বন্ধুগণ। আমিরুলজুনুদ তারিক স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন। তাঁর ভীম আক্রমণে রডারিকের বাহিনী ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে—আর কোন চিন্তা নেই বন্ধুগণ অগ্রসর হও।

(তারিকের কয়েক জন সৈন্যসহ প্রবেশ ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। তারিক ও জুলিয়ান পিছাইয়া আসিল। তারিক ভীম বিক্রমে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। রডারিকের সৈন্যগণ পলায়ন করিল।)

তারিক—অসীম শক্তিশালী আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় আমরা জয়লাভ করেছি বন্ধুগণ—রডারিকের বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হয়েছে! কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে ত রডারিকের সাক্ষাৎ পেলুমনা বন্ধু জুলিয়ান।

জুলি—মদ্যপায়ী রডারিক বোধহয় মুসলিম বাহিনীর সংখ্যাল্পতা দেখে যুদ্ধজয় সুনিশ্চিত ভেবে নর্ত্তকীদের নাচগান ছেড়ে স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া উচিত মনে করেনি।

তারিক—হয়ত হবে। বন্ধুগণ, আমি এই স্পেন দেশে মুসলমানের প্রথম বিজয় নিশান উত্তোলন করতে চাই। (জনৈক সৈনিককে) তুমি একটি পতাকা নিয়ে ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উত্তোলন কর—আর ঘোষণা করে দাও আজ হতে ঐ পাহাড়ের নাম হবে জাবালুত্-তারিক বা তারিকের পাহাড়।

(অভিবাদন করিয়া সৈনিকের প্রস্থান)

তারিক—এখন আমরা এখানেই অপেক্ষা করব আর সালারে আজম মুসার পরবর্তী আদেশের প্রতীক্ষা করব।

জুলি—শত্রু পরাজিত ও পলায়নপর, এসময় তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়াই উচিত। নতুবা বিলম্বে আবার তারা সমবেত হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমার মতে এখানে অবস্থান করে সালারে আজমের আদেশের অপেক্ষায় থাকার অর্থ শত্রুদের শক্তিশালী করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

তারিক—যুদ্ধে সাফল্যের জন্য দায়ী একমাত্র প্রধান সেনাপতি সুতরাং এ দায়িত্ব আমরা তাঁর স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে অদ্যই আমাদের জয়লাভের সংবাদ তাঁকে জানিয়ে পরবর্ত্তী আদেশের অপেক্ষায় থাকিনা কেন?

জুলি—সালারেআজম আফ্রিকায়—আর আমরা সুদূর স্পেনে। ঘটনার দ্রুত পরিবর্ত্তনে প্রত্যেকটি কার্য্যে তাঁর আদেশের অপেক্ষায় থাকলে আমাদের অযথা অনেক সময় নষ্ট হবে—আর সৈন্যদের মধ্যে অলসতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষতঃ স্পেনে ত তোমাকেই তিনি প্রধান সেনাপতি করে পাঠিয়েছেন; সুতরাং এখানকার যুদ্ধের অবস্থানুযায়ী সৈন্য চালনার দায়িত্বও তোমার।

তারিক—কিন্তু—

(অবশিষ্টাংশ ২৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নারী স্বাধীনতা

—ডক্টর এম, আবদুল কাদের
বি-এ (অনার্স), ই, পি, সি, এস্, ডি-লিট্

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যৌন ব্যাপারে নারীর তুল্যাধিকার লাভের ফল হইয়াছে আরও শোচনীয়। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্য প্রথম হইতেই সাধু ছিলনা। মেয়েরা আর্থিক ও রাজনৈতিক আজাদী পাইলে যৌন ব্যাপারেই বা পরাধীন থাকিবে কেন? তাহাহইলে পূর্ণ স্বাধীনতা আসিল কৈ? যৌবন ত নিজস্ব সম্পত্তি! তাহা যদৃচ্ছা উপভোগের অধিকার ব্যক্তিমাত্রেরই থাকা উচিত। সতীত্বের আপদ তবে কি নিছক জুলুম নয়? এরূপ নানা প্রশ্ন বিপ্লবী সমাজের মনে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিল। *Romantic Shool* নামক ঔপন্যাসিক সমাজ এই নূতন নৈতিকতা প্রচারের ভার লইলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে জর্জ স্যাণ্ড ছিলেন এই দলের নেত্রী। তিনি নিজে বিবাহের পবিত্রতা ভঙ্গ করিয়া ক্রমে ক্রমে অন্ততঃ ছয় জন প্রণয়ী গ্রহণ করেন; ফরাসী কবি আলফ্রেড মুসি (*Musse*) ইহাদের অন্যতম। এই মহিলাটী তাঁহার সতেজ লেখনী দ্বারা ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত ফ্রান্সের নওজওয়ানদিগকে বিপথে পরিচালিত করেন। 'লেলিয়া' উপন্যাসে তিনি ঘোষণা করেন, কেবল একজনের সঙ্গেই প্রেম করিতে হইবে, এই সংস্কার নিতান্ত ভ্রমাত্মক, উভয় পক্ষেরই উচিত স্বার্থপরতাকে হৃদয় হইতে বিদুরিত করিয়া পরস্পরকে স্বাধীনতা প্রদান করা। *Jaocus* নামক আর একখানা উপন্যাসে তিনি দেখান যে, জ্যাকুর স্ত্রী অন্যের আলিঙ্গনাবদ্ধ হইলেও সে তাহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া বলে, "যে কুসুম আমার পরিবর্তে অপরকে সুগন্ধ বিতরণ করিতে চায়, উহাকে পদদলিত করার আমার কি অধিকার আছে? বিবাহ হইল পাশবিকতার চরম; মানব জাতি ন্যায় ও ক্রমোন্নতির দিকে যতই অগ্রসর হইবে, ততই উহা উঠিয়া গিয়া এমন এক নিয়মের প্রবর্তন ঘটিবে, যাহাতে নর-নারী কেহই কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেনা।"

ইহা ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ের কথা। ৩০।৩৫ সৎসর পরে আর একদল নাট্যকার, সাহিত্যিক ও দার্শনিক আবির্ভূত হইয়া এক উদ্ভট নীতির প্রসার সাধনে সর্বশক্তি নিয়োজিত করেন। আলেকজাণ্ডার ডুমাস ও আলফ্রেড ন্যাকেট (*Naquet*) ছিলেন তাঁহাদের নেতা। তাঁহারা জোরগলায় প্রচার করেন, স্বাধীনতা ও জীবনসম্ভোগ মানবের জন্মগত অধিকার তাহাতে নৈতিকতার বেড়ী পরান ব্যক্তিত্বের উপর সমাজের জুলুম বই অন্য কিছু নহে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জন আদম, হেনরী বেটাইটি (*Bataiete*)), পিয়ারেস (*Pieres*) লুই ও অন্যান্য সাহিত্যিক তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করেন। জন আদম তাঁহার *La-Morale de L'amour* (প্রেমে নৈনিকতা নাই) পুস্তকে মিথ্যা প্রেমের ভাণ করার জন্য প্রেমিক প্রেমিকাদের তিরস্কার করিয়া বলেন, তাহাদের মিলনের উদ্দেশ্য যে দৈহিক লালসা পূরণ, ইহা প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নহে। যে প্রেমের মন্দির নির্মাণ করে, সে একটিমাত্র মূর্ত্তির পূজারী সাজে; সম্ভোগের পাত্র পাত্রীদের উচিত, উপাস্যদিগকে দেব দেবীর আসনে না বসাইয়া প্রতি-মুহূর্তে একটি নূতন অতিথি নির্বাচিত করিয়া লওয়া!

পিয়ারেস লুই আরও একধাপ আগাইয়া গিয়া ঘোষণা করেন, "কোন কোন অবস্থায় সন্তানবতী হওয়া হীন, অবৈধ, লজ্জাকর ও অপমান জনক" প্রবল সাংস্কৃতিক শিক্ষা দ্বারা এই অপ্রীতিকর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটান কর্তব্য। তাঁহার সমগ্র শক্তি নিয়োজিত হয় নগ্নবাদ ও বস্ত্রহীন নর-নারীর প্রশংসায়। খোদা কি স্বীয় আকৃতিতে প্রথম মানব মানবীকে নগ্ন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই? তাঁহার মতে সম্পূর্ণ অবাধে দৈহিক ভোগ দ্বারা তৃপ্ত হইতে নাপারিলে কোন প্রকার উন্নতিই সম্ভবপর নহে। 'এফ্রোডাইট' পুস্তকে তিনি সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, রোম, ভেনিস, এথেন্স,

www.ahlehadeethbd.org

ব্যাবিলন, আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি জনপদে ভ্রষ্টতা ও লাম্পট্যের যুগই ছিল তাহাদের উত্থান ও উন্নতির জমানা।

বিংশ শতাব্দীর লোকেরা ইহাদের ডিঙ্গাইয়া যান। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে পিয়ারে উল্ফ ও গ্যাস্টন ডি রোঁ (*De Roux*) *Letys* নামক নাটকে দেখান যে, জনৈক যুবকের সহিত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করায় বৃদ্ধ পিতা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া এক যুবতী ভ্রাতার সম্মুখে তাহাকে বলিতেছে, পীরিতি ভিন্ন একজন যুবতীর পক্ষে জীবন-ধারণ যে কত বেদনা দায়ক, তাহা আপনাকে কিরূপে বুঝাইব? প্রেম না করিয়া বুড়ী হইয়া যাউক, কোন কিশোরীকে একথা বলার অধিকার কোন পিতা বা ভ্রাতারই নাই!

মহাযুদ্ধের সময় এই অজাদী আন্দোলন চরমে পৌছিল। ফ্রান্সের ৮৭টী জিলার মধ্যে ৬৭টীতেই জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর হার অধিক হওয়ায় ফরাসী সরকার জাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কুমারী ও বিধবাদের পক্ষে গর্ভধারণ সম্মানজনক বলিয়া ঘোষিত হইল। এরূপ জারজ সন্তানের জননীরা *War-god-mother* বা 'যুদ্ধ-ধর্ম্মমাতা' এই গৌরবান্বিত উপাধিতে ভূষিত হইল। ফলে খবরের কাগজে দেহ-দানের বিজ্ঞাপনের হিড়িক পড়িয়া গেল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে *La vic Pariseune* এর একটীমাত্র সংখ্যায়ই ১৯৭টী মেয়ের দেহ দানের প্রস্তাব প্রকাশিত হয়।

কিন্তু যাহারা স্বেচ্ছায় গর্ভধারণ করিবেনা, তাহাদের সন্তানবতী করিবার উপায় কি? এ জন্য বলাৎকারের সমর্থন করিয়া *La lyon Republican* এর সম্পাদক একটী জোরাল সম্পাদকীয়তে লিখিলেন, দরিদ্রেরা ক্ষুধার জালায় অস্থির হইয়া লুটতরাজে বাহির হইলে লোকে বলে, উহাদের আহারের সংস্থান করিয়া দাও, বলাৎকারও অনুরূপ আর একটী দুর্দমনীয় ক্ষুধারই পরিণাম, অথচ কোন সুস্থ সবল যুবকের কামজ অভুক্ত দশায় কাহারও সহানুভূতির উদ্রেক হয়না। ভুখাদের যেমন খয়রাতী আহার্য প্রদত্ত হয়, দৈহিক ক্ষুধার্ত্তদেরও অনুরূপ একটা সুরাহা করা কর্ত্তব্য!

এ সময় ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য জনৈক চিকিৎসকের প্রবন্ধ মনোনীত হয়। তাহাতে তিনি লেখেন, বর্তমানে আমরা রক্তবমনের জন্য শৈলনিবাসে যাওয়ার কথা বলিতে যেমন কোন সঙ্কোচ বোধ করিনা, এমন দিন আসিবে, যে দিন '২০ বৎসর বয়সে আমার গর্মীরোগ হইয়াছিল', একথাটীতেও কোন লজ্জা বা দ্বিধা রহিবেনা। এ সকল রোগ জীবন উপভোগেরই মূল্য। যে ইহাদের কোন না কোনটী দ্বারা আক্রান্ত না হইয়া যৌবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহার অস্তিত্বই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়! কি অপূর্ব মৌলিক গবেষণা!

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মানথুস সাহেব যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিরোধের জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আন্দোলন আরম্ভ করেন, তখন তিনি ভাবিতেও পারেননাই যে, এক শতাব্দী পরে তাঁহারই গুণধর শিষ্যদের হাতে পড়িয়া উহা চরম লাম্পট্যের অমোঘ অস্ত্রে পরিণত হইবে। ক্ষুদ্র পরিবার গঠনের জন্য তিনি পরামর্শ দেন যৌবনে আত্ম সংযম করিয়া অধিক বয়সে বিবাহের। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে নাও মানথুসী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাদের লক্ষ্য হইল যৌবনকে পরিপূর্ণ রূপে উপভোগ করিয়াও জন্ম নিয়ন্ত্রণের সাহায্যে সম্ভোগের পরিণামে বাধা দান। যৌন সাহিত্যের মারফতে তাঁহারা প্রচার করিলেন, মানুষের তিনটী বড় গরজ হইল অন্ন সংস্থান, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ও দৈহিক কামনার তৃপ্তি সাধন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রথম দুইটী গরজ মিটাইতে সর্বপ্রকারে উৎসাহিত করিলেও তৃতীয়টীর বেলায় সংযমের নির্দেশ দিয়া থাকে। ইহা অস্বাভাবিক ও বিবেক বিরুদ্ধ।

জার্ম্মানীর সামাজিক নাট্যকার দলের নেতা অগষ্ট বেবেল ইহাদের সহিত সুর মিলাইয়া ঘোষণা করেন, মানুষ মোটামুটি পশু বই কিছুই নহে; পশু জগতে বিবাহ অজ্ঞাত, স্থায়ী বিবাহ ত বটেই। কাজেই বিবাহ অবাঞ্ছনীয়! ডাঃ ড্রেস ডেল (*Drys dale*) বলেন, মানুষের যাবতীয় লালসার ন্যায় ভালবাসাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। কাজেই উহাকে একই খাতে আবদ্ধ রাখা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী। ব্যবসাদারী কারবার বলিয়া বিবাহ পতিতাবৃত্তির সামিল, পক্ষান্তরে প্রাকৃ-

www.ahlehadeethbd.org

Contents

তিক নিয়মের সহিত সামঞ্জস্য থাকায় অসংযত সম্বন্ধ উৎকৃষ্ট-কৃষ্টির পরিচায়ক; কাজেই ইহার মূল্য ও মর্যাদা অনেক অধিক। সুতরাং বিবাহ ব্যতিরেকেও প্রেমের মর্যাদা রক্ষা করা যায়, এমন একটী কার্য-প্রণালী উদ্ভাবনের দরকার! সৌভাগ্যবশতঃ তালাকের ব্যবস্থা সহজ হওয়ায় বিবাহ বিধি ক্রমে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। শ্রেণী সংযোগ স্থাপনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়।

ফ্রান্সের নাও-মানযুসী নেতা পল-রবিন গর্ব্বভরে ঘোষণা করেন, বিগত ২৫ বৎসরে আমরা এতদূর সাফল্যলাভ করিয়াছি যে, জারজ সন্তানকে প্রায় বৈধ সন্তানের সম-মর্যাদাদানে সমর্থ হইয়াছি। এখন বাকী রহিয়াছে কেবল প্রথম প্রকারের সন্তানের জন্ম দেওয়া; তাহাহইলে আর তুলনা করার সুযোগ থাকিবেনা।

লক্ষ্যণীয় যে, এতদিন চেষ্টা করা হয় ব্যভিচারকে নিন্দনীয় মনে না করিয়া উহা বিবাহের ন্যায়ই তুল্য নির্দোষ—এই ধারণা জন্মাইবার; এখন চেষ্টা হইতেছে বিবাহকে দোষনীয় ও ব্যভিচারকে শ্রেষ্ঠ কৃষ্টি বলিয়া প্রমাণিত করিয়া বিবাহ প্রথা রদ করতঃ তৎপরিবর্তে আদিম যুগের অবাধ বিবাহ চালু করিবার? এই নব নীতির খাতিরেই বিখ্যাত দার্শনিক জেম্‌স মিল তাঁহার 'স্বাধীনতা' পুস্তকে আইনের সাহায্যে বিত্তহীনের বিবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়ার সুপারিশ করিলেও ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের অজুহাতে ব্যয়াবৃত্তি রদের বিরোধীতা করেন। কোন আহমক বিবাহ করিতে চাহিলে তাহাতে বাধা দিলে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হইবে না—হইবে ব্যভিচারের সুযোগ বন্ধ করিতে গেলে! কৃষ্টিগত দৃষ্টিভংগীতে কি চরম পরিবর্তন!!

শিল্প বিপ্লব আসিয়া যখন দেহ ও প্রাণের সংযোগর ক্ষার্থ বিবাহিতা, অবিবাহিতা, সধবা, বিধবা সর্বশ্রেণীর রমণীকে পুরুষের সহিত একই কর্মশালায় আবদ্ধ করিল ও ধীরে ধীরে এই অবাধ মেলামেশার স্বাভাবিক ফল ফলিতে আরম্ভ করিল, তখন এই দর্শনই তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিল যে, উহাতে অন্যায় বা আতঙ্কের কিছুই নাই, যাহাকিছু ঘটিতেছে, ভালই! জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করাই ত উন্নতি!

(২৯৪ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

জুলি—আর 'কিন্তু' নয় বন্ধু। আমি স্পেনের ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। তোমার আশাতীত জয়লাভে তারা স্তম্ভিত ও বিস্মিত—এই সময় যদি তুমি তোমার বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে তাদের পশ্চাদ্ধাবন কর তাহলে তারা রাজধানীতে গিয়ে নতুন শক্তি সঞ্চয় করতে পারবেনা, অপরদিকে একটা বিশাল জনপদ তোমার অধিকারে আসবে! আমার মনে হয় তোমার এ কর্মকুশলতায় সালারেআজম তোমাকে পুরস্কৃতই করবেন।

তারিক—তোমার কি অভিমত তারিফ?

তারিফ—আমার মনে হয় শত্রুদের শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ না দিয়ে অবিলম্বে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করাই উচিত।

তরিক—তোমাদের সকলেরই অভিপ্রায় যখন এক, তখন তোমাদের পরামর্শ মত কার্য্য করাই সমীচীন মনে করি। আমাদের সৈন্য দল চারি ভাগে বিভক্ত করে তারিক, জুলিয়ান, ফিলিপ ও আমার অধীনে চারিদিক দিয়ে রাজধানী তলোড়া অভিমুখে যাত্রা করব এবং সবাই একত্রে রাজধানীর সম্মুখে মিলিত হয়ে রাজধানী আক্রমণ করব।

জুলি—(স্বগতঃ) রডারিক এবার বুঝবে জুলিয়ানের প্রতিহিংসানল কত তীব্র!

তারিক—যুদ্ধযাত্রার পূর্বে তোমাদিগকে আমি মহামান্য খলিফা আবুবকরের (রাঃ) উপদেশবাণী স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তোমরা তোমাদের অধীনস্থ সৈন্যদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, তাদের মতামত কখনও উপেক্ষা করবেনা। একমাত্র বাধাপ্রদানকারী অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত যুবক ব্যতীত বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক বা শিশু হত্যা করবেনা বা তাদের উপর কোন অত্যাচার করবেনা। আর বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। চল বন্ধুগণ, যাত্রার উদ্যোগ করিগে। (ক্রমশঃ)

www.ahlehadeethbd.org

Contents

নূতন নূতন শিল্প আসিয়া এই প্রজ্বলিত কামানলে ঘৃতাহুতি দিতে লাগিল। রঙ্গালয় ও ছায়াচিত্রের মালিকেরা সুন্দরী গায়িকা ও নর্ত্তকী আমদানী করিয়া তাহাদের দ্বারা চুম্বন, আলিঙ্গন, অর্ধউলঙ্গ নৃত্য, অর্ধ-সহবাস প্রভৃতি নানা কামোদ্দীপক দৃশ্য দেখাইতে লাগিলেন। দর্শকদের নিকট তাহাদিগকে ভাড়া দেওয়ারও ব্যবস্থা হইল। বিখ্যাত চিত্র তারকাদের অর্ধ-নগ্নচিত্র ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠাগারের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। আলোক-চিত্র আবিষ্কৃত হইলে নগ্ন বা অর্ধনগ্ন চিত্রে দোকান পাঠ ভরিয়া গেল। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে দোকানের সাইনবোর্ডে পর্যন্ত কামোদ্দীপক নারী-চিত্র মুদ্রিত বা অঙ্কিত হইতে লাগিল। পোষাক ব্যবসায়ীরা নিত্য নূতন ইন্দ্রিয় উত্তেজক নমুনা বাহির করিয়া রমনীদিগকে তাহা পরিধান ও প্রদর্শনে অভ্যস্ত করাইতে লাগিলেন। একদল লোক একেবারে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নগ্ন উপনিবেশ গঠন করিল। সভ্যতার ধাপে ধাপে উন্নতি হইতে লাগিল।

অবশেষে রাষ্ট্র আসিয়া ইহাদের সহিত যোগদান করিল। বিশ্ব-যৌন-সংস্কার লীগের সভাপতি ডাঃ ম্যাগনাস হার্সফিল্ডের (*Hirsch Field*) প্রচারণায় বিভ্রান্ত হইয়া জার্ম্মান মহাসভা নিজের বা অভিভাবকের সম্মতিক্রমে অনুষ্ঠিত ব্যভিচার দোষনীয় নহে বলিয়া আইন পাশ করিলেন। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্র ব্যভিচারীণীকে আসামীর তালিকা হইতে বাদ দিয়া তজ্জনিত গর্ভপাত প্রভৃতি অপরাধমূলক কার্য উপেক্ষা করিয়া ব্যভিচারে উৎসাহ দিতে লাগিল। ফ্রান্স রক্ষিতাকে পত্নীর মর্যাদা ও সৈনিকের রক্ষিতাকে স্ত্রীর ভাতা দিয়া, এমন কি জারজ প্রসূতীর জন্যও বৃত্তি মনযুর করিয়া ব্যভিচারকে আইনসঙ্গত করিল; ইংল্যাণ্ডও এ ব্যাপারে ফ্রান্সের সহিত হাত মিলাইয়া উহার দোসর সাজিল।

ফ্রান্সের হাজার করা ৭৮ জন লোক মাত্র বিবাহ করে। শ্রমিক শ্রেণীর মেয়েরা বিবাহ বসে সাধারণতঃ কুমারীজীবনের অবৈধ সন্তানদের বৈধতা বিধানের জন্য। প্রত্যেকেই যৌন মিলনকে শুধু আয়াস-আরামের ব্যাপার বলিয়া মনে করে। যাহারা সন্তান কামনা করে, তাহাদের সংখ্যা নিতান্তই মুষ্টিমেয়! গর্ভ-নিরোধ মহামারীর যাঁতাকল হইতে ছিটকাইয়া গিয়া কেহ নেহাৎ উদরে আসিয়া পড়িলে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা হয়। আইনে গর্ভপাত ছিল অবৈধ। কিন্তু হাজারে চার জনকেও চালান দেওয়া হইতনা। যাহাদের চালান দেওয়া হইত, তাহাদের শতকরা ৭৫ জনকে আদালতে নিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ১৯৫৪ সনের আগষ্ট হইতে নৈতিকতার এই নামমাত্র মুখোশটুকুও দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। গর্ভপাত এখন আর বেআইনী নহে, কেবল অবৈধ অস্ত্রোপচার দ্বারা গর্ভপাত ঘটানই অপরাধ (আজাদ, ২৫।৮।৫৪)।

যে সকল কঠিন প্রাণ শিশু গর্ভপাতের হাত এড়াইয়া অনাকাংখিতভাবে দুনিয়ায় আসিয়া পড়ে, মাতা-পিতার অবাধ সুখভোগের প্রতিবন্ধক হওয়ার দুঃসাহসের শাস্তি তাহাদিগকে পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিতে হয়। পালক পিতা পাওয়া সত্ত্বেও ১৯১৮ সনের ফেব্রুয়ারীতে লোয়ারে এক মাতা তাহার শিশুকে জলে ডুবাইয়া মারে আর একজন শিশুর গলা টিপিয়া ধরে, তথাপি হতচ্ছাড়ার প্রাণ নির্গত না হওয়ায় দেওয়ালে পিটাইয়া তাহার মাথার খুলি ভাঙ্গিয়া দেয়। মার্চ্চ মাসে সিয়েনে আর এক জননী প্রথমে শিশুর জিহ্বা টানিয়া বাহির করার চেষ্টা করে, তাহাতে ব্যর্থকাম হইয়া মাথা ভাঙ্গিয়া ফেলে ও গলা কাটিয়া দেয়। বিচারকেরা তিন জনকেই বেকুসুর খালাস দেন। আর একটী মেয়ে তাহার ছয় মাসের শিশুর মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া আনন্দে গান গাহিয়া নাচিতে আরম্ভ করে; শেষে প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বলিতে থাকে, "বাপরে বাপ! একটা শিশু কি অশান্তিই ঘটাইতে পারে? সে সর্ব্বদা কেবল ওঁয়া ওঁয়া করিতে ও মল মূত্র ছড়াইতে থাকে। তাহার মৃত্যু আমাদের পক্ষে কতইনা সুখের হইয়াছে আর আমি বাচ্চা পেটে লইবনা!" মানব সভ্যতা ধ্বংসের আর কিছু বাকী আছে কি? (১৩)

(ক্রমশঃ)

(১৩) আখ্‌তারুজ্জমান অনুদিত 'পর্দা' হইতে।

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াহাবী বিদ্রোহের কাহিনী

প্রতিপক্ষের যবানী

মূল—স্যর-উইলিয়ম হাণ্টার

অনুবাদ—মওলানা আহমদ আলী
মেছাযোনা, খুলনা।

(৫)

মুসলমানগণ যে তাহাদের ধর্মীয় বিধিব্যবস্থা মোতাবেক বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অধীনে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করিতে পারে তাহা আমি ইতিপূর্বেই দেখাইয়া আসিয়াছি। কিন্তু সেই বাধ্যবাধকতা মাত্র ততক্ষণই বজায় থাকিতে পরে যতক্ষণ আমরা তাহাদিগকে প্রদত্ত আর্থিক ও সামাজিক অধিকার এবং ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডসমূহ পালনের ওয়াদা পুরাপুরিভাবে পালন করিতে থাকিব। যদি কখনও আমরা অন্যায়ভাবে তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করি তবে সেক্ষেত্রে তাহারা আমাদের আনুগত্য হইতে নিজদিগকে মুক্ত মনে করিবার মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হইতে পারে। অবশ্য তরবারির দ্বারা আমরা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে পারি বটে, কিন্তু গায়ের জোরের দ্বারা তাহাদের অন্তরের নিকট হইতে আনুগত্য আশা করা যাইতে পারেনা। ভারতবাসীর সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, ইংরেজগণ এখানে পূর্বতন বিজয়ীদিগের ন্যায় ফৌজী-শাসন প্রবর্তন না করিয়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। জনগণের কল্যাণ কামনার ভিত্তির উপর এই শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যদি মুসলমানদিগের সম্বন্ধে উহাকে অনাবশ্যকভাবে কঠোরতাপূর্ণ করিয়া তোলা হয় তাহাহইলে তাহারা আমাদের শাসনের ভিত্তিকে টলটলায়মান করিয়া তুলিবে। তাহাদের সম্বন্ধে সামান্য পরিমাণ ভুলত্রুটিও মহা অনর্থপাতের কারণ হইতে পারে। সুতরাং আমাদের পক্ষ হইতে ধারাবাহিকভাবে গুরুতর ত্রুটি ঘটিতে থাকিলে মুসলমানের ধর্মীয় ব্যবস্থানুযায়ী গবর্ণমেণ্ট ও তাহাদের মধ্যকার সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন সূচিত হইবে এবং তাহারা তাহাদের স্কন্ধদেশ হইতে আমাদের আনুগত্যের জোঁয়াল দূরে নিক্ষেপ পূর্বক বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবেই।

আমার বিবেচনা মতে ভারত গবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্বেই মুসলমানদের সম্বন্ধে নানা ক্ষেত্রে গুরতর ভুলত্রুটির অপরাধে অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়াছেন। তবে আমাদের সেই সকল ভুলত্রুটি স্বীকার করিয়া লওয়ার পূর্বে পরিষ্কারভাবে বলিয়া দিতে চাহিতেছি যে, আমার এই সকল উক্তিমাত্র সেই সকল মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য—যাহারা রাজানুগত্য পূর্বক শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের নীতি অবলম্বন করিয়াছে। বিগত পরিচ্ছেদগুলির আলোচনা দ্বারা দুইটি সত্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমটি হইতেছে এই যে, আমাদের ভারত রাজ্যের সীমান্তে স্থায়ী ভাবে বিদ্রোহীদের একটি ঘাটি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। দ্বিতীয়, আমাদের রাজ্যাভ্যন্তর ভাগের নানাস্থানে এক পুরাতন এবং গভীর ষড়যন্ত্র জাল বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সশস্ত্র বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতে প্রস্তুত নহেন। যাহারা তরবারি হস্তে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে বশীভূত করিতে হইবে। আলপস পর্বতের চূড়া সম্বন্ধে হারটু আপনাম ড্রুকের দৃষ্টান্তের সহিত ভারত গবর্ণমেণ্টের অবস্থাকে তুলনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এই স্থানে শান্তি স্থাপন মাত্র শক্তির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নিজেদের রাজনৈতিক ও আর্থিক স্বার্থ রক্ষার পক্ষে যখন তাহারা নিজদিগকে দুর্বল মনে করিবে তখন তাহাদের পক্ষে নিকটতম বন্দরের পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করাই হইবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

আমাদের রাজ্যের মধ্যে থাকিয়া যাহারা বিদ্রোহের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে, আমার মতে তাহাদের জন্যও ন্যায় বিচারের সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত রাখা আবশ্যক। বিদ্রোহীদের চরিত্রের সাধুতা এবং উদ্দেশ্যের সরলতার কথা স্মরণ রাখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে উদার নীতি অবলম্বনই সমীচীন। কারণ তাহারা কোন নীচ অভিসন্ধি চালিত হইয়া বিদ্রোহে লিপ্ত হয় নাই বরং আদর্শপ্রীতির প্রেরণায় চালিত হইয়া তাহারা বিপদসঙ্কুল বিদ্রোহের পথ বাছিয়া লইয়াছে এবং সেজন্য তাহাদের দমনার্থ নূতন আইন মোতাবেক গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে বন্দী করিতে অধিকারী হইয়াছেন। সুতরাং বিদ্রোহীরা মস্তক দান করিয়া যাহাতে শহীদের গৌরব অর্জনপূর্বক অন্যের অন্তরে ভক্তি শ্রদ্ধার আসন অধিকারের সুযোগ না পায় সেজন্য তাহাদিগকে গ্রেফতার করিয়া জেলখানায় নজরবন্দী—করিয়া রাখা হইতেছে। অপর যাহাদিগকে বিদ্রোহ অপরাধে গ্রেফতার করিয়া আদালতে সোপর্দ করার পর যাবজ্জীবন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আন্দামান দ্বীপে প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহাদের অবস্থা স্মরণ করিয়া অনেকেই ওহাবী মতবাদ বর্জন করিতে বাধ্য হইতেছে। কিন্তু যদি এই ষড়যন্ত্র দমনের জন্য ব্যাপকভাবে কঠোর নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হইত তাহা-হইলে উহা গোঁড়া ধর্ম্ম ভাবাপন্ন লোকদিগের অন্তরকে মারাত্মকভাবে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিত এবং দ্বীনদার মুসলমান মাত্রেরই হৃদয় তাহাদের জন্য সমবেদনায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। এই সকল বিপদাশঙ্কার কথা স্মরণে রাখিয়া লোকের অন্তরের ঘৃণা বিদ্বেষের আগুনে ঘৃতাহুতি দিবার চেষ্টা না করিয়া বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের জন্য কঠোর ও কোমলের মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উচিত।

আমরা যখন বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হইয়াছি তখন অবিশ্বাস ও অসন্তুষ্টির কোন কারণ যাহাতে না-থাকে সেদিকেও আমাদের পক্ষে দৃষ্টি দেওয়া—বিশেষ কর্তব্য। পক্ষান্তরে বাহিরের কোন চাপে বাধ্য হইয়া নহে, নিজেদের কর্তব্যের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়াই হইবে, সম্মান-জনক পন্থা। আমরা যখন একটি সর্বব্যাপক ষড়যন্ত্রের মূলোৎপাটনের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি তখন ঐ ষড়যন্ত্রের মূলে যে সমস্ত কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে উদার দৃষ্টিতে সেই সকলের অনুসন্ধানপূর্বক উহাদের প্রতিকারের ব্যবস্থায় অবহিত হওয়াই হইবে, আমাদের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। পক্ষান্তরে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যদি দেখা যায় যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মুসলমানদের সম্বন্ধে আমরা একাধিক ক্ষেত্রে অন্যায় আচরণের জন্য দায়ী, তাহাহইলে বিনা দ্বিধায় সেই সমস্তের প্রতিকারে মনোনিবেশ করাই হইবে আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। এবং সেজন্য মিথ্যা আত্মাভিমান ও ভ্রান্তি জিদের আশ্রয় না লইয়া সরলভাবে নিজেদের অতীত ভুলত্রুটির প্রতিকার করাই হইবে পৌরুষের পরি-চায়ক। ভারত গভর্ণমেণ্ট বর্তমানে যথেষ্টভাবে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাহাদের সম্মুখে যখন ভয়ের কোন কারণ দেখা যাইতেছেনা, তখন রাজনৈতিক অপরাধীদিগকে দণ্ডিত করিতেও যেমন আমরা ভীত নহি তেমনি আমাদের বিরুদ্ধে মুসল-মানদের যে সকল ন্যায্য অভিযোগ রহিয়াছে সাহস ও উদারতা সহকারে সেই সকলের প্রতিকার করিতেও আমাদের পক্ষে দ্বিধা-সঙ্কোচের আশ্রয় লওয়া উচিত হইবেনা। কারণ দণ্ড ও পুরস্কারদানের পক্ষে আমরা যে যথেষ্ট শক্তিশালী, সে কথা কাহারো পক্ষে অজ্ঞাত থাকিবার কথা নহে। আমরা ইচ্ছা করিলে এই ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মূলোৎপাটনের জন্য উহার শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হইতে আরম্ভ করিয়া উহার সহিত ঘুণাক্ষরে জড়িতদিগের সন্ধান করিয়া তাহা-দিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে আমরা সমর্থ। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হইতেছে এই যে, ষড়-যন্ত্রীদিগকে উচ্ছেদের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা অপেক্ষা ষড়যন্ত্রের কারণ সমূহের অনুসন্ধান পূর্বক উহার প্রতিকার করিতে পারিলে শুভ ফল দর্শাইবার নিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। কারণ ষড়যন্ত্রের মূল যাহারা, এই ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদিগকে মুসলমান সাধারণের সম-বেদনা ও সাহায্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলার মধ্যেই আমাদের সার্থকতা বিদ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের

www.ahlehadeethbd.org

Contents

যেসমস্ত ধারাবাহিক অভিযোগ রহিয়াছে আমাদের পক্ষে সর্বাগ্রে সেই সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

এই সত্য অস্বীকার করিয়া কোন লাভ হইবেনা যে, ভারতীয় মুসলমানগণ সচরাচর আমাদের বিরুদ্ধে যেসমস্ত মারাত্মক আকারের অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকে অপর কোন শাসক জাতির বিরুদ্ধে কোন শাসিত জাতি ইতিপূর্বে সেরূপ অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে কিনা সন্দেহ। মুসলমানগণ প্রকাশ্যভাবে আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আমরা তাহাদের জাতীয় সম্মানের অপহ্নব ঘটাইয়া তাহাদিগকে শোচনীয় দশার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছি। তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ করিয়া বলিয়া থাকে যে, তাহাদের প্রাচীন শিক্ষা পদ্ধতির মূলোৎপাটনপূর্ব্বক তদস্থলে আমরা যে নূতন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছি উহাদ্বারা একদিকে যেমন তাহাদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন গঠনে কোন সাহায্য হইতেছেনা তেমনি আর একদিকে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও দেহের পুষ্টি বিধান না হইয়া বরং দৈহিক, নৈতিক, আর্থিক ও আত্মিকভাবে তাহাদিগকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে। তাহাদের আর একটি অভিযোগ হইতেছে এই যে, আমরা কাযী ও মুফতির পদসমূহ বিলোপ করিয়া দেওয়ায় সহস্র সহস্র স্বচ্ছল অবস্থার পরিবারকে ভয়াবহ দারিদ্রের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইয়াছে। চিরদিন হইতে এই সমস্ত কাযী ও মুফতির পদ বহাল থাকার দরুণ তাহাদের বিবাহ শাদী এবং অন্যান্য ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড শাস্ত্রীয় বিধিমোতাবেক পালিত হইয়া আসিয়াছে। তাহারা অভিযোগ করিয়া থাকে যে, যেসমস্ত উপায়ের মাধ্যমে মুসলমানগণ সামাজিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকার্য সমূহ নির্ব্বিঘ্নে পালন করিয়া ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে তাহারা নৈতিক ও আত্মিক ভাবে লাভবান হইয়াছে, আমরা সেই সমস্ত ব্যবস্থা লোপ করিয়া তাহাদিগকে এরূপ অসুবিধার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে যে, বর্ত্তমানে শতচেষ্টা করিয়াও তাহারা পূর্বের ন্যায় ঈমান ও ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছেনা। তাহাদের আর একটি অভিযোগ হইতেছে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তি সম্বন্ধে। এতৎসংশ্লিষ্ট মুসলমানদের অভিযোগ এই যে, তাহাদের সমাজের যে সমস্ত পুণ্যাত্মা ব্যক্তি মহৎ উদ্দেশ্যে চালিত হইয়া তাঁহাদের বিপুল সম্পত্তি ওয়াকফ করিয়া দিয়াছেন, আমরা উহার অপচয় ঘটাইয়া অন্যায়ভাবে উহার অপপ্রয়োগ করিতেছি। দৃষ্টান্তস্থলে তাহাদের বক্তব্য হইতেছে এই যেন, কোন বিশেষ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি যেরূপ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষ সম্পত্তি ওয়াক্‌ফ করিয়া গিয়াছেন, আমরা উহার বিপরীত শিক্ষাব্যবস্থায় সেই সম্পত্তির অর্থ নিয়োগ করিয়া দাতার উদ্দেশ্যের বিপরীত আচরণের পরিচয় দিতেছি। এই শ্রেণীর কতিপয় বিশেষ ধরণের অভিযোগ ছাড়াও আরও এমন বহু অভিযোগ রহিয়াছে যাহা তাহারা প্রমাণিত করিতে সমর্থ। এই সকল ছাড়া আরও এমন বহু অভিযোগ আছে যেগুলিকে ভাবপ্রবণতা আখ্যা দিয়া এড়ান যাইতে পারে বটে, কিন্তু আয়ারল্যাণ্ডের ন্যায় এখানেও যে ভারতীয় মুসলমানদের চিন্তাজগত আলোড়নকারী ঘটনাবলীর অভাব নাই সেকথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যেমন মুসলমানদিগকে প্রায় ক্ষেত্রে অভিযোগ করিয়া বলিতে শুনা যায়, যে ইংরেজ তাহাদের নিকট আনুগত্য জানাইয়া বিনীত ভাবে দয়া প্রার্থী হইয়া বাংলায় প্রবেশ করিয়াছিল সেই ইংরেজ চক্রান্ত করিয়া মুসলমানের সিংহাসন অধিকার করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক চরম কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়াছে। পক্ষান্তরে ক্ষমতা অধিকারের পর পূর্বতন প্রভুজাতির প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ হওয়ার পরিবর্ত্তে তাহাদের সম্বন্ধে একান্ত নিষ্ঠুর ও নীচ আচরণের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে এবং একশত বৎসর কালের মধ্যে উহার প্রতিকারের কোন উপায় অবলম্বিত হয়নাই।"

এই সকল অভিযোগের মধ্যে কি পরিমাণ সত্য আছে এবং সে জন্য আমাদের দায়িত্বই বা কতখানি, এতৎসংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছি। কিন্তু সেই আলোচনার প্রবেশের পূর্বে আমাদের পাঠকবৃন্দের নিকট একটি ব্যাপারে অনুরোধ জানাইয়া রাখিতেছি যে, আমাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের অভিযোগসমূহের বিচার

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্লেষণকালে তাহাদের দলটির আচরণ আমাদের চিন্তাকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে এবং সেজন্য তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের মনে যে ক্রোধের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা যেন আমরা আমাদের মন হইতে দূরে নিক্ষেপপূর্বক আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। বলাবাহুল্য তাহাদের কার্যাবলী লইয়া বিগত পরিচ্ছেদগুলিতে যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, যে ক্ষেত্রে কোন বৈদেশিক শক্তি উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিয়া কোন অপর জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে সেই ক্ষেত্রে শাসকজাতির বিরুদ্ধে শাসিত জাতির মনে দ্বেষ, হিংসা এবং বিদ্রোহভাব সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াও বলা যাইতে পারে যে, যতদিন ইংরেজের চরিত্রে শাসনতান্ত্রিক যোগ্যতা এবং প্রভুত্ব বজায় রাখার মতন সামরিক শক্তি বিদ্যমান থাকিবে ততদিন সে আভ্যন্তরীণ বিশ্বাসঘাতকবৃন্দ এবং সীমান্তের অপর পারস্থিত বিদ্রোহীদল এই উভয় শক্তির মোকাবেলা করিয়া তিষ্ঠিয়া থাকিবেই। সুতরাং ভারতীয় মুসলমানসমাজের পক্ষ হইতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে সমস্ত সঙ্গত অভিযোগ রহিয়াছে উহার আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে ওহাবী বিদ্রোহীদের প্রসঙ্গ আদৌ স্মরণে আনিতে চাহিনা এবং যেহেতু অতঃপর আর উহা আলোচনা করিতে চাহিনা, সেইহেতু মুসলমানদের বিদ্রোহ তৎপরতার হেতু সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ যোগ্য দুইজন বিশিষ্ট ইংরেজের মতামত এস্থলে উপস্থিত করিতেছি। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ভারতবাসীর নীরব বিক্ষুব্ধ মনোভাব ও প্রকাশ্য চাঞ্চল্যের মধ্যে অতি সামান্য মাত্রই পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভুল বুঝিয়া শান্তিপ্রিয় মুসলমান প্রজাবৃন্দের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে অবহেলা করিয়া বিদ্রোহতৎপর দল হইতে যাহারা স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করিতেছিল, তাহাদিগকে তাহাদের প্রতি সমবেদনাশীল করিয়া তাহাদের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছি।

ওহাবী ষড়যন্ত্র মোকদ্দমার জনৈক দায়িত্বপূর্ণ বিচারক (মিঃ জেম্‌স ওয়েকসেন, আই, সি, এস) কিছুদিন পূর্বে লিখিয়া ছিলেন যে, "বাংলার মুসলমান কৃষকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের উদাসীনতা তাহাদের অন্তরে ওহাবী চিন্তাধারা বদ্ধমূল হইতে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া আমার ধারণা। অতঃপর তিনি এতৎসংশ্লিষ্ট স্বীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন যে, "আমাদের রীতিনীতি দ্বারা তাহারা যে উপকৃত হইতে পারেনা এবং তাহা যে তাহাদের রীতি নীতি এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিপন্থী এবং সেজন্য তাহারা যে তাহাদের সমাজের এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকে, আম্বালা ষড়যন্ত্রের—মোকদ্দমার মধ্যদিয়া এই সত্য প্রকৃষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমার অন্যতম রাজসাক্ষী ওছমান আলীকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি। সে যে বিবৃতি উপস্থিত করিয়াছিল তাহাতে সে বলিয়াছিল যে, "তিন বৎসর পূর্বে আমি যশোহরে উপস্থিত হই এবং ঘটনাক্রমে আদালতের নাজিরের সহিত আমার সাক্ষাতকার হয়। তিনি আমার অবস্থা জানিতে চাহিলে, উত্তরে আমি জানাই যে "আমার দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার কথা জানাইবার ভাষা নাই" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, 'তোমার মতন শিক্ষিত লোকের পক্ষে আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হওয়ার কি কারণ থাকিতে পারে? আমার কথা মত কাজ করিলে অনতিবিলম্বে তোমার অভাব ঘুচিয়া স্বচ্ছল অবস্থা ফিরিয়া আসিতে পারে।" উপায় জানিতে চাহিলে তিনি বলেন যে, "উপায় অত্যন্ত সহজ, একখণ্ড কোরআন শরীফ সঙ্গে লইয়া পার্শ্ববর্তী জেলার পল্লী অঞ্চলে প্রবেশ পূর্বক ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হও এবং প্রচারকালে শ্রোতাদের মধ্যে যাহাদিগকে স্বাস্থ্যবান, বলিষ্ঠ ও উদ্যমশীল বলিয়া মনে করিবে তাহাদের অন্তরে জেহাদের প্রেরণা সৃষ্টি করিতে চেষ্টা পাইবে।" অতঃপর আমি নাজির সাহেবের পরামর্শ মত ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া লোকের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লাভ করিয়াছি।" (ক্রমশঃ

www.ahlehadeethbd.org

ইস্‌লামের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

—ফজলুল্‌ হক সেলবর্ষী

(পূর্বানুবৃত্তি)

পহেলা বিশ্ব যুদ্ধে তুর্কীর উস্‌মানীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর ও পূর্ব আফ্‌রিকার মরক্কো, তিউনিস, ত্রিপলি, আল্‌জিরিয়া, লিবিয়া, মিসর, ও সুদান প্রভৃতি আরব রাজ্যগুলি উহার অঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৯ সাল হইতে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ তিন যুগেরও অধিক কাল ধরিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স—বিশেষ করিয়া একান্ত মুসলিমবিদ্বেষী ক্যথলিক ফরাসী গভর্ণমেণ্ট উপরোক্ত দেশগুলির কোটি কোটি নর-নারীর বুকের উপর কিরূপে নিষ্পেষণের ষ্টিম-রুলার চালাইয়া আসিতেছে, জগৎশুদ্ধ লোকেই তাহা অবগত আছেন। পূর্ব ও উত্তর আফ্‌রিকার অন্যান্য রাজ্যগুলি উক্ত দুই বিদেশীর অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইলেও মন্দভাগ্য আল্‌জিরিয়া এখনও ফরাসী-দস্যুর ঘৃণ্য গোলামীর দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া পোহাইতেছে। ফরাসী কর্তৃপক্ষের মতে আল্‌জিরিয়া শুধু উহাদের আশ্রিত রাজ্যই নয়—"উহা মেট্রোপলিতান ফ্রান্সের অপরিহার্য অঙ্গও" বটে। আল্‌জিরিয়ার মোট আবাদীর মধ্যে মুসলমান হইতেছে একাশি লক্ষ আর ফরাসী খৃষ্টান নয় লক্ষ মাত্র। মুসলমানেরা স্পেন-বিজয়ী দুর্ধর্ষ মূর বংশ সম্ভূত। কিন্তু এই নয় লক্ষ লোকের "স্বাধীনতা নাশে"র আশঙ্কায় ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেণ্ট আল্‌জিরিয়াকে আযাদী দিতে অস্বীকার করিতেছে! তাই স্বদেশের স্বাধীনতালাভে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মৃত্যু-জয়ী লক্ষ মুজাহিদ অকাতরে বক্ষ শোনিত দান করিয়া জুলইয়ার ত্যাগের ইতিহাসে অপূর্ব অধ্যায় যোজনা করিতেছেন।

আল্‌জিরিয়া জাতীয়তাবাদীদের দুই বিশিষ্ট সরদার যথা—ডাঃ আহমদ ফ্রান্সিস্‌ ও মিঃ আবদুর রহমান প্রচারণার উদ্দেশ্যে মধ্য-প্রাচ্য-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কিছু দিন পূর্বে তাঁহারা বাগদাদে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায়—আল্‌জিরিয়ার এই মুক্তি জেহাদ ১৮৪৫ সালের ১লা নভেম্বরে আরম্ভ হইয়াছে এবং এ-যাবত অন্যূন পাঁচ লক্ষ মরু-সিংহ বিদেশী যালেমের তোপ, বন্দুক, ডিনামাইট্‌ ও হাওয়াই হামলার মুখে প্রাণদান করিয়াছে। সাবেক ফরাসী প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা হইতে ইহাও জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই একাশি লক্ষ পরাধীন ও প্রায় নিরস্ত্র জনতাকে নির্মূল করিবার জন্য অতি আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত সাড়ে সাত লক্ষ ফরাসী সৈন্য সেখানে মোতায়েন করা হইয়াছে! আল্‌জিরিয়ার প্রশ্নেই কিছু দিন আগে ফ্রান্সের মোলেৎ মন্ত্রীসভার পতন হইয়াছে। আস্থা-ভোটে পরাজিত হইয়া প্রধান উযীর গাইমোলেৎ প্রেসিডেণ্ট রেনেকোটির নিকট ইস্তেফানামা পেশ করিয়াছিলেন। আল্‌জিরিয়াকে লইয়া ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সে দেশে ফ্রান্সের দৈনিক বিশ লক্ষ ডলার ব্যয় হইতেছে। আল্‌জিরিয়া প্রশ্নে ফ্রান্সের ভিতরে গোলযোগ কম হইতেছেনা। চলতি সালে মূল ফ্রান্সে গোলমালের ফলে ১২০ জন নিহত ও ৭৪১ জন আহত হইয়াছে। মোলেৎ মন্ত্রীমণ্ডলের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল ফরাসীদের মধ্যেও বিক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। জগৎ বিখ্যাত জেনারেল ডগলও অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, আল্‌জিরীয়দিগকে ফ্রান্সের অংশ বলিয়া ধাপ্পা দিয়া দমাইয়া রাখা অসম্ভব।

প্রায় মাস দুই পূর্বে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের এগার জন জন নেতা মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ফষ্টার ডালেসের নামে এক স্মারক-লিপি প্রেরণ করিয়া আল্‌জিরিয়ায় ফরাসী দানবের এই অমানুষিক হত্যা-কাণ্ডের আশু অবসানকল্পে দাবী জানাইয়াছিলেন। আশ্চর্যের বিষয়, আল্‌জিরিয়ায় এতবড় একটা অতুলনীয় নর-মেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াও আজ সভ্যজগত(?) নীরব দর্শকের ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছে! মুসলমান

www.ahlehadeethbd.org

Contents

কী বাস্তবিকই অভিশপ্ত জাতি? সত্যই কী তাহারা সবার অপাংক্তেয় মানব? আল্‌জিরিয়ায় ফরাসী যুলুম এখনো অব্যাহত গতিতেই অগ্রসর হইতেছে। গত ২৩শে জুন ফ্রান্সের নয়া দেশ রক্ষা-মন্ত্রী আঁদ্রে মরিস্ জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ দমন অভিযান তরান্বিত করিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে আল্‌জিয়ার্স স্থিত সামরিক নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন। পাল্টা ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে মরিসের সেখান অবস্থান কালেই সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে অংশগ্রহণের অভিযোগে পাঁচজন মোজাহেদকে জেলের অভ্যন্তরে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে। ফ্রান্সের নূতন প্রধানমন্ত্রী মরিস্ বার্জেস্ মেন্টেরীও ঊষারতের গদিতে বসিয়াই "আল্‌জিরিয়ার স্বাধীনতা-স্পৃহা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করিবেন"—এইরূপ এক হুঙ্কার ছাড়িয়াছেন! তিনি আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশ্যে যে "বাণী" খয়রাত করিয়াছেন, তাহাতে আল্‌জিরিয়ার জাতীয় আন্দোলনকে গলা টিপিয়া মারিবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে স্বর্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবারও তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। আরও আমাদের কথা হইতেছে এই যে, ধর্ম, সমাজ, ঐতিহ্য ও আযাদীর জন্য যে অপূর্ব বীর জাতি এভাবে বক্ষ রক্ত বহাইয়া দিতে কর্পণ্য করেনা, তাহাদের নাজাতের দিন নিশ্চয়ই অদূরবর্তী। বিশ্বের সমুদয় পশু শক্তি একত্রিত হইয়াও এই একাশি লক্ষ মরুহর্ষক্ষের ন্যায্য দাবী তথা মুক্তি-অভিযান পণ্ড করিতে পারিবেনা। ইন্‌শা আল্লাহ—আযাদীর প্রভাত আগত প্রায়!

আল্‌জিরিয়ার পরেই উহার প্রতিবেশী রাষ্ট্র তিউনিস্ ও মরক্কো সম্বন্ধে আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে চাই। ১৯৫৫ সালের মার্চ্চ মাসে তিউনিস্ আপন 'কুওতে বায়ু'র যোরে আযাদী লাভ করিলেও এখনো তা'র চলা-পথে বিঘ্ন বিপত্তির অন্তনাই। বলা নিষ্প্রয়োজন, মরাকশ বা মরক্কোও ফরাসী দস্যুর সৃষ্টি বহু বাধার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া লক্ষ্য-স্থলে উপনীত হইয়াছে। পৃথিবীর খৃষ্টান ও নাস্তিক শক্তিগুলির অধিকাংশই আজ ইস্‌লামী দুনিয়ার পুনরভ্যুদয় ভয়ে ভীত হইয়া অস্ত্রবল ও কূটনীতি এই উভয় পন্থাতেই এই জাগৃতি-ধারাকে রোধ করিতে বদ্ধ পরিকর। সুতরাং আজ বিশ্বের ষাট কোটি মুসলমানকে সজাগ প্রহরীর মত অষ্টপ্রহর জাগিয়া থাকিতে হইবে। এদিক দিয়া সামান্য গাফলৎও তাহাদের মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে। তিউনিসের লৌহ-মানব জনাব হাবিব বরগুইবা বর্ত্তমান যমানার একজন শ্রেষ্ঠ জননেতা। ফরাসী সরকারের কোনরূপ ভীতি প্রদর্শন, প্রলোভন বা নিপীড়ন কোন কিছুই তাঁহাকে মুহূর্তের তরেও দমাইতে পারেনাই। "পশ্চিম-পন্থী" বলিয়া তাঁহার যে বদনাম আছে তাহা অমূলক। আল্‌জিরিয়ার বিপদে সমগ্র মগরেব বিশেষ করিয়া তিউনিস্ ও মরক্কো যারপরনাই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। তিউনিস্ হইতে 'রিযাকার' বা স্বেচ্ছাসৈনিক সীমান্ত পার হইয়া আল্‌জিরীয় মুজাহিদদের দলে যোগদান করায় ফরাসী গভর্ণমেণ্ট চটিয়া গিয়া তিউনিসে অস্ত্র সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করিয়াছে; শুধু তাহাই নয়—বার্ষিক পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন (সাড়েতিন কোটি) ফ্রাঙ্ক অর্থ সাহায্যও বন্ধ করিয়া দিয়াছে। কিছু দিন পূর্বে তিউনিসীয় ও ফরাসী সেনাবাহিনীর পরস্পরের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে! বলিতে ভুলিয়াছি যে, আল্‌জিরিয়ার যমীনে ফরাসী যুলুম সীমা ছাড়াইয়া যাওয়ায় লক্ষাধিক মুহাজির তিউনিসে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

আল্‌জিরিয়ায় ফরাসী বর্বরতা বন্ধ করিবার দাবীতে তিউনীশিয় ঊষীরে আযম হাবীব বরগুইবা লিবিয়া ও মরক্কোর নিকটও সাহায্য প্রার্থী হইয়াছিলেন। স্বদেশের মাটী হইতে ২০০০০ হাজার ফরাসী সৈন্য সরাইয়া লইবার দাবীতে তিনি ইতিপূর্বে ফরাসী দেশরক্ষা মন্ত্রী আন্দ্রে মরিস্‌কে যে চরমপত্র দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পৌরুষের কণ্ঠই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। 'সৈন্য-অপসারণ অথবা যুদ্ধ" এই দুয়ের কোন একটা বাছিয়া লইবার জন্যই তিনি বিদেশী তস্করদের স্পষ্ট জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ধমকীর সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফলিয়াছে। আশার কথা তিউনিস্ আজ সমুদয় ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। বরগুইবা আমেরিকার কাছে অর্থ এবং অস্ত্র এই জন্যই আবেদন করিয়াছে। সত্য বলিতে কী ইঙ্গ-ফরাসীর

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অতিলোভ ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলেই আরব রাষ্ট্রগুলি কম্যুনিষ্টব্লকে ভিড়িয়া পড়িতে বাধ্য হইতেছে। সুখের বিষয় তিউনিসিয়া পাকিস্তানের কাশ্মীর-দাবীকেও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছে। মোটকথা—পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদীদের বহু দিনের চারণ ভূমি এশিয়া ও আফ্রিকার অগণিত অসহায় নর-নারীর আত্ম-সচেতনা ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী লুঠেরাদের পাততাড়ি গুটাইবার দিনও আসন্ন হইয়াছে।

ইন্দোনেশিয়া কোন্ পথে?

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নবজাত মুস্‌লিম রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়া লইয়া আমরা গত মাসে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। দুনইয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম মুস্‌লিম অধিবাস ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতি ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য প্রেসিডেণ্ট শূওকর্ণই (শুক্‌রানা) যে দায়ী, তাহাও আমরা প্রতিপাদন করিতে চাহিয়াছি। বাস্তবিক, ইন্দোনেশিয়ার আকাশে শূওকর্ণ ও শাস্ত্রমিজোজোর আবির্ভাব ধূমকেতুর আবির্ভাবের মতোই প্রতীয়মান হইতেছে। এই দুই দুষ্টগ্রহ ও তাঁহাদের উপগ্রহরাই সেদেশের গণতন্ত্রনীতিকে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়াছে। ইহাদের সেই চিরসুন্দর ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ দেশ আজ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া শ্মশানে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ডাঃ আবদুর রহিম শোকরানার জাতীয় পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪৫ জন; ইঁহারা সবাই তাঁহার দলের লোক। এই পরিষদ নির্বাচিত পার্লামেন্টের পরিবর্তে মন্ত্রিসভাকে পরামর্শ দিবে এবং সেই পরামর্শ মোতাবেক তিনি তাঁর রাজ্য শাসন করিবেন। ডাঃ শুক্‌রানা নাকি পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, পার্লামেণ্টে তদীয় জাতীয়তাবাদী দল সংখ্যালঘু। বলাবাহুল্য, বহু চেষ্টা করিয়াও এমনকি, কম্যুনিষ্টদের সহায়তা লইয়াও তাঁহার দল সংখ্যাগুরু হইতে পারে নাই! তারপর পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি অনুসারে পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নয়া নির্বাচন অনুষ্ঠানেও তিনি সাহসী হন নাই। কারণ, সেরূপ করিলে তার অযোগ্য, অপদার্থ, দুর্নীতি-পরায়ণ ও গণবিদ্বেষী জাতীয়দল অবশ্য কূপোকাৎ হইয়া যাইবে। ডাঃ শূক্‌রানার জাতীয় পরিষদের চেয়ারম্যান তিনি নিজেই হইয়াছেন এবং সেই কুখ্যাত শাস্ত্রমিজোজোকে ইহার ডেপুটী চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী করিয়াছেন। এক কথায় —তিনি আজ জনমতের পথ ছাড়িয়া স্বৈরাচারের পথেই ঘোর কদমে পা বাড়াইয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী আলী শাস্ত্রমিজোজোর বিভিন্ন দুর্নীতি, দেশকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দানে অস্বীকৃতি, কেন্দ্র কর্তৃক যাবতীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখার চেষ্টা এবং সর্বোপরি শুক্‌রানার চরম স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপ—এই সমস্তের জন্য প্রদেশ-সমূহ ও সেনাবাহিনীর অন্তর্গত অধিকাংশ লোক বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। এখানে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, সেদেশের কম্যুনিস্ট পার্টির বড় আশায় ছাই নিক্ষেপ করিয়া গত ২৫শে জুন জাকার্তার মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনেও মাসজুমী দল মোট ১৩৪৩ ভোটের মধ্যে ১১২১ ভোটে জয়লাভ করিয়াছে। ইন্দোনেশিয়ার শাসন-কর্তৃত্ব—আজ হউক আর কাল হউক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস—মাসজুমী দলের হস্তেই ন্যস্ত হইতে বাধ্য। সেখানে অনাচারের রাজত্ব শেষ হইয়া প্রকৃত ইস্‌লামী শাসনব্যবস্থা কায়েম হউক ইহাই আমরা দেখিতে চাহি। ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের বলিষ্ঠ সমর্থক মাস্‌জুমী ও নাহ্‌যাতুল উলামা প্রভৃতি সংখ্যাগুরু ও শক্তিশালী সংস্থাগুলির সঙ্গে সমঝোতা না করিয়া শোকরানা ও তাঁহার চেলাচামুণ্ডাদের অব্যাহতি নাই।

করাচী-কাবুল ঃ

আজ হইতে শত সাল আগে হিন্দুকুশের বিপরীত দিকে অবস্থিত যে আফগানিস্তানের উচ্চশৃংগ হইতে যুগ-প্রবর্তক সৈয়দ জামালুদ্দীন (রাঃ) বিশ্ব-মুসলিমের অন্ধকার গৃহে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়াছিলেন, সেই আফ্‌গানিস্তানবাসী ইসলামের মূল শিক্ষা মুসলিম-সংহতি ও সৌভ্রাত্রের কথা বিস্মৃত হইয়া প্রতিবেশ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

পাকিস্তানের সঙ্গে এক অর্থহীন বৃথা কোন্দলে মাতিয়া ছিল। যে ডোরাণ্ড লাইন এই দুই দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানারূপে চিরদিন গণ্য হইয়া আসিয়াছে, সেই ডোরাণ্ড-লাইনের পূর্ব পারে আসিয়া আফগানিস্তান যে 'পুখতুনিস্তানে'র ধুয়া তুলিয়াছিল তাহা তৃতীয় পক্ষের কারসাজি ব্যতীত আর কিছুই নহে। সত্য বলিতে কী, পাক-আফগান তথা মুসলিম জাহানের শত্রুরাই সেই পুখতুনিস্তান পরিকল্পনার 'বানি'। এক সময় অনেকেই এরূপ এক দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করিতেন যে, কাশ্মীর লইয়া পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিলে আফ্‌গান বাহিনী যাহাতে পাকিস্তানের পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাঘাত করিতে পায়—সেরূপ এক উদ্দেশ্য লইয়াই সেদেশের দেড় কোটি অধিবাসীকে হাত করা হইয়াছিল! কল্পনাটি ছিল হয়তো উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত। কিন্তু আল্লার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। তাই আমাদের প্রতিবেশী পাঠান ভাইদের মনে সুবুদ্ধিরও উদয় হইয়াছে।

আফ্‌গানরা বীর জাতি। একদিকে রুশ ও অন্যদিকে ইংরেজ—এই দুই যবরদস্তের মাঝখানে অটল পর্বতের মতো দণ্ডায়মান থাকিয়া এই ক্ষুদ্র ও দরিদ্র রাষ্ট্র দীর্ঘকাল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় যে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিয়াছে, উহার তুলনা কোথায়? এক সাল পূর্বে এক জনতা কর্তৃক পেশাওরে আফ্‌গান-পতাকার অবমাননামূলক এক অলীক ঘটনার ধুয়া তুলিয়া কাবুল, কান্দাহার ও জালালবাদে পাক-পতাকা ও পাক দূতাবাসের প্রতি যে অবাঞ্ছিত আচরণের পরিচয় দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে সমগ্র সভ্য জগৎ লজ্জায় অধোবদন না হইয়া পারে নাই। তবে আজ অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। পাকিস্তানের সদরে-রিয়াসৎ জনাব ইস্কান্দর মির্যা ও ওযীরে আযম জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাবুল-গমন ও আফ্‌গানিস্তানের ওযীরে আযম সর্দার মোহাম্মদ দাউদ খানের করাচী-আগমনের ফলে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনায় অতীতের বহু বিভ্রান্তি ও অবিশ্বাসের কুয়াসা-জাল ছিন্ন করিয়া উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব ফিরিয়া আসিয়াছে। তাই দীর্ঘ এক বৎসর পর আবার উভয় দেশের মধ্যে রাজদূত-বিনিময়ও সম্ভবপর হইয়া উঠিয়াছে। শহীদ-দাউদ ইশ্‌তেহারে সম্প্রতি ইহা আমরা জানিতে পারিতেছি—জাতিসঙ্ঘ সনদের অধীনে দাঁড়াইয়া উভয় রাষ্ট্রই কাশ্মীর ও আল্‌জিরিয়ার আযাদীর জন্য সংগ্রাম করিবে। তারপর করাচী বন্দর হইতে আফগানিস্তান যাহাতে তাহার বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য কাবুল লইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য তাহাকে বহু ট্রাকও দেওয়া হইয়াছে। আরো আনন্দের কথা যে, আফ্‌গান রাজ যহির শাহ্ আগামী শীতকালে পাকিস্তান সফরে আসিতেছেন। বাস্তবিক, আজকার এই পাক-আফ্‌গান সম্পর্ক ইস্‌লামের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে এক নূতন আশার দ্বারোদ্‌ঘাটন করিবে।

গত ২৪শে জুন কাবুলে পাক-আফ্‌গান বিমান-চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার ফলে উহা উভয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবার পর করাচী ও কাবুলের মধ্যে বিমান চলাচল শুরু হইবে। আফ্‌গানিস্তানের প্রধান মন্ত্রী সরদার মোহাম্মদ দাউদ খান সম্প্রতি কাবুল—পাকিস্তান বিমান-প্রতিনিধিদল ও পাকিস্তানী দূত জনাব মোহাম্মদ আস্‌লাম খটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলেন যে, এই চুক্তি উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রশস্ত এবং তাহাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক আরো শক্তিশালী করিয়া তুলিবে। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, বর্তমান পাক-আফ্‌গান সমঝোতার ব্যাপারে তুর্কীরও যথেষ্ট হাত রহিয়াছে। ইহাকেই বলে—'বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে।'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশ্ব-পরিক্রমা

আরব-আকাশের ধূমকেতু:

ক্ষমতা হস্তগত করিয়া মিসরের ভুঁইফোড় কর্ণেল জামাল আবদুন্নাছের প্রথমেই আরবী দুন্য়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ইস্‌লামী মহায 'ইখ্‌ওয়ানুল্ মুস্‌লিমীন্' বা ভ্রাতৃসঙ্ঘকে সমূলে উৎখাত করিয়া বিশেষতঃ উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিশ্ববরেণ্য মনীষীদের মধ্যে কাহাকে প্রাণদণ্ডে আবার কাহাকেও বা দীর্ঘ মিয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তিনি অখণ্ড ইস্‌লাম জগতের যে ক্ষতি সাধন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপূরণীয়! তবে সত্য কোনদিন মরিতে জানেনা। তাই প্রায় দুই বৎসর পর ছাইয়ে ঢাকা আগুনের মতো উক্ত সঙ্ঘের অক্ষয় প্রেরণা আবার মিসরী তরুণ তরুণীদের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে! ফলে নাসেরের বজ্রমুষ্ঠি আরো কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। দিন কয়েক পূর্বে জর্দানের ভ্রাতৃসঙ্ঘের সভাপতি জনাব আবদুররহমান খলিফা তথাকার এক সাংবাদিক সম্মিলনে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতি নাসের সরকারের অমানুষিক নিষ্পেষণের কথা বাহিরের জগৎ অনেকখানি জানিতে পারিয়াছে। জনাব খলিফার মতে সম্প্রতি মিসরের তুররা জেলে নিরাপত্তা বাহিনীর বেপরওয়া গুলিবর্ষণের ফলে মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের ৪৩ জন অসহায় বন্দী নিহত ও ৩৫ জন আহত হইয়াছেন। ফেরাউনের বংশধর নাসের নিজেই নাকি জেলের আঙ্গিনায় উপনীত হইয়া গুলির আদেশ দিয়াছিলেন। বলা অ-প্রয়োজন, মিসরের সমুদয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই আজ বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে এবং সমস্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রেরই কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে। চিন্তা বা বাক্যের স্বাধীনতা বলিয়া সেখানে কোন কিছুই নাই। "অত্যাচারী" বাদশাহ্ ফারুকের শাসনামলের চেয়ে আজ সেখানে দশগুণ বেশী অত্যাচারই চলিতেছে! মিসরের ডিক্টেটর কর্ণেল নাসেরের পাগলামীর দরুণ আজ আরব জগৎ পরস্পর বিছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া পড়ায় তাহাদের সাধারণ শত্রু ইছরাঈলের শত্রুতা-সাধনের শক্তি ও সুযোগ বহুগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। মুসলিম জাহানের ঐক্য ও সংহতির পথে এই নাসেরই আজ শ্রেষ্ঠ অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ইহার জন্যই জর্দান আজ কায়রো হইতে তাহার রাজদূতাবাস সরাইয়া লইয়াছে এবং ইরাক ও সঊদী আরবও তাহাই করিতে চাহিতেছে। দেখা যাক। কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়!

নয়া ইস্‌লামী মরকয্:

নদীর একপাড় ভাঙ্গে এবং অপর পাড় গড়িয়া উঠে; ইহা প্রকৃতির নিয়ম। সাত শত বৎসর রাজ্যশাসনের পর মূরদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে পাঁচ শতাব্দী আযানের ধ্বনি স্তব্ধ থাকিলেও আজ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জাপান ও জার্মানী প্রভৃতি অ-মুস্‌লিম রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন নগরের বুকের উপর আযানের অমর আহ্বান পঞ্চসন্ধ্যা বাতাসে ভাসিয়া যাইতেছে। আমরা অবগত আছি—ভারত ও রুশ-দেশে আজ বহু মস্‌জিদেই তালাবন্ধ হইয়াছে। তুর্কীর ডিক্টেটর কামাল পাশাও তদীয় জন্মভূমি হইতে ইস্‌লামকে পগাড়পার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্কীর পরম শত্রু নাস্তিক রাশিয়ার হাম্‌লার ভয়ে তুর্ক নরনারীরা কম্যুনিজম্‌এর চাইতে শ্রেষ্ঠতর আইডিওলজী ইস্‌লামের দিকে ফিরিয়া যাওয়ার যৌক্তিকতাকেই হালে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। গত দুই কিম্বা আড়াই যুগ হইতে লণ্ডনে 'ইস্‌লামিক সেণ্টার' প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু সে-বিষয়ে আজ আর কোনো বোল্‌চাল নাই! যাহা হউক, অধুনা দুন্‌ইয়ার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ দেশ আমেরিকার পায়েতখ্‌ৎ ওয়াশিংটনের কেন্দ্রস্থলে অগণিত গীর্জ চূড়াসজ্জিত মুক্ত আকাশের নীচে এক নূতন মস্‌জিদের ১৬০ ফুট উচ্চ মীনার শির উন্নত করিয়াছে। আজ হইতে প্রায় দশশাল পূর্বে তুর্কী, মিসর, ইরান, আফগানিস্তান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, জর্দান, সিরিয়া, লিবিয়া, এয়্‌মন, পাকিস্তান ও সঊদী আরব এই বারোটি মুস্‌লিম রাষ্ট্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ কতিপয় মার্কিন মুস্‌লিম ও অ-মুসলিম নাগরিকের সমবায়ে

www.ahlehadeethbd.org

ওয়াশিংটনে আহূত এক যরুরী সভায় মিলিত হইয়া যে ইস্‌লামী কেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, আল্লার ইচ্ছায় আজ তাহাই কার্যে পরিণত হইয়াছে। নির্মাণ-কৌশল ও ভাস্কর্যশিল্পের দিক দিয়া ইহা নাকি বিশ্বের নব-নির্মিত মস্‌জিদগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় হইয়াছে। মস্‌জিদের সঙ্গে বৃহৎ পাঠাগার, ইস্‌লামী ইতিহাস-ক্লাশ, বক্তৃতা গৃহ, মুসাফিরখানা, গ্রন্থাগার, ধর্মীয় শিক্ষা-কেন্দ্র ও মনোরম পুষ্পোদ্যান প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছে। গত ২৮শে জুন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট মিঃ আইসেন্‌হাওয়ার দেশ-বিদেশের বহু খ্যাত-নামা ব্যক্তির সামনে ইহার উদ্বোধন-কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন। খৃষ্টান জগতের কোনো রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে মস্‌জিদের দ্বারোদ্‌ঘাটন ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম। পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত আজ যে নাস্তিক্যের ঢেউ বহিয়া চলিয়াছে, উহার গতিরোধ করিবার জন্য খৃষ্টধর্ম কি ইসলামের সঙ্গে আপোষ করিতে চাহে? আল্লার শেষ ওয়াদা কী পূর্ণ হইতে চলিয়াছে?

বিমান-দুর্ঘটনা:

বিজ্ঞান মানুষের উপকার করিয়াছে বেশী না অপকার, তাহা অবশ্য আজ বিতর্কের বিষয়। তবে এই আনবিক ও উদ্‌যান বোমা প্রভৃতি অপূর্ব মারণাস্ত্র তৈরী করিবার কাজে মানুষ যেভাবে উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছে, খোদা-না-খাস্তা—যুদ্ধ যদি বাধিয়াই যায়, তবে এই বিজ্ঞানই ইন্‌সানের সবচেয়ে বড়ো শত্রু বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান উড়োজাহাজের সংখ্যা যতোই বাড়িয়া যাইতেছে, দুর্ঘটনা ও প্রাণনাশের সংখ্যাও ততোই অধিক হইতেছে। কোনো কোনো সময় একই দিনে দুন্‌ইয়ার বিভিন্ন অংশে একাধিক দুর্দৈবের খবর আসিতেছে। প্রায় চার বৎসর পর হালে ঢাকা চাটগাঁয়ের মধ্যবর্তী শূন্যপথে যে পি, আই, এ, ডাকোটা বিমানদুর্ঘটনা হইয়া গেল তাহাতে চারিদিকেই একটা দারুণ দুঃখের ছায়াপাত হইয়াছে! চারিজন চালক ও কুড়িজন যাত্রীর অগ্নিদগ্ধ হইয়া মৃত্যু সংবাদে বহু পরিবারেই শোকের মাতম উঠিয়াছে। বিকল ইঞ্জিন, মদ আবহাওয়া, তেলের অভাব অথবা চালকের দোষেই কী এরূপ হইল, অতি অবিলম্বে ও যথাযথভাবে উহার অনুসন্ধান হওয়া উচিত। বৎসর দুই পূর্বে পশ্চিমের ওয়াকেফহাল মহলে এরূপ একটা কথা উঠিয়াছিল যে, চালকেরা মদ খাইয়া উড়োজাহাজ চালায় বলিয়াই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ দুর্দৈব ঘটিয়া থাকে। সেকালে, পাইলটদের কর্তব্যের সময় মদ্য-পান নিষিদ্ধ করিয়া একটা আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের কথাও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু সুরাদেবীর রাঙা চরণে আত্মোৎসর্গিত প্রতীচ্যজগৎ অদ্যাবধি সেরূপ কোনো কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করে নাই বা করিতে পারে নাই। বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা যে, এই মদের নেশা পাকিস্তানের কালো সাহেব-মেমদের আরো বেশী করিয়া পাইয়া বসিয়াছে। কিন্তু উপায় কী?

প্রাচীরের লিখা:

লৌহ-যবনিকার অন্তরাল হইতে মাঝে মাঝে যে সব সংবাদ ছিটকাইয়া বাহির হইয়া পড়ে, তাহা অনুধাবন করিলে রাশিয়ার সোভিয়েট ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলিয়া মনে হয় না। ষ্ট্যালিনের আদেশে জগদ্বিখ্যাত রক্ত-বিপ্লবী ট্রটস্কির মস্তক হাতুড়ি দিয়া গুঁড়া করা হইতে শুরু করিয়া ষ্ট্যালিনের রহস্যময় মৃত্যু, মস্কোর রেড্‌স্কোয়ার হইতে তাঁহার লাশ-অপসারণ, তাঁহার কার্যের প্রতি ঘৃণা ও স্মৃতির প্রতি অবমাননা—সর্বোপরি পুলিশ বিভাগের সর্বময় কর্তা বেরিয়াকে গুপ্তচর-বৃত্তির অজুহাতে গুলী করিয়া হত্যা করা পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাপার সে দেশের সঙ্গীন আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থারই পরিচয় দিতেছিল। তারপর গত ৩রা জুলাই ভি, এম, মলোটফ, জর্জি ম্যালেন্‌কফ, লাজার কাগানোভিচ, মিকাইল জি, পাভুখিন ও ম্যাক্সিম্ জেড্, সাবুরফকে কম্যুনিষ্ট প্রেসিডিয়াম হইতে তাড়াইয়া স্বস্ব গৃহে বন্দী করায় দুন্‌ইয়াময় বিশেষ কানাঘুষার সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারা সবাই নাকি দলের শক্তি ও সংহতি নষ্ট করিয়া ক্ষমতা হস্তগত করিবার গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি সোভিয়েট য়ুনিয়ন হইতে বিভিন্ন সূত্রে যে সব চাঞ্চল্যকর সংবাদ আমাদের হস্তগত হইতেছে, তাহাতে তথাকার আভ্যন্তরীন্ অবস্থা যে বিশেষ দুর্যোগপূর্ণ, তাহা অনুমান করিতে বিশেষ কষ্ট হয়না। রাশিয়ার সাবেক পররাষ্ট্র সচিব প্রখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক ও কূটনীতিবিদ্ ভি, এম, মলোটফের সমকক্ষ পুরুষ সেদেশে অতি অল্পই ছিলেন। গুজব যে, তিনিও আত্মহত্যা করিয়া অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। অধিকন্তু ইহাও প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী সেই যবরদস্ত বুল্‌গেনিন্‌কেও প্রেসিডিয়াম হইতে সসম্মানে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনিও কী শেষ তবে পর্যন্ত মলোটফের পন্থাই অনুসরণ করিবেন?

www.ahlehadeethbd.org

আদর্শের সংগ্রাম না দলের ?
একটি জীবন মরণ সমস্যা !

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী আল্‌কোরায়শী

"পাকিস্তান জীবিত থাকার জন্যই কায়েম হইয়াছে"—কায়েদে আ'যম মরহুম হইতে আরম্ভ করিয়া অতীত ও বর্তমান বহু জননায়ক ও উপনায়কের মুখ হইতে এ-আশ্বাসবাণী আমরা বিগত দশবৎসর কাল যাবৎ বারম্বার শ্রবণ করিয়া আসিতেছি। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে সকল রাজনৈতিক ও আর্থিক সংকট পাকিস্তানকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে, ইহার আদর্শ ও নীতিনৈতিকতা যেরূপ বিপরীতমুখী স্রোতের ধাক্কায় বিপন্ন হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে চিন্তাশীল দলের মনে সতত এই প্রশ্নই উদয় হইতেছে যে, পাকিস্তানের বাঁচিয়া থাকার প্রকৃত অর্থ কি?

এমন একটি রাষ্ট্র যাহা "ইছলামী গণতন্ত্র" রূপে আখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও ইছলামী জীবনের মূল্যমানের যেস্থানে কানাকড়িও মূল্য নাই, যে রাষ্ট্রের আইনসভা কর্তৃক ইস্‌লামের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য অস্বীকৃত হইয়াছে, যে রাষ্ট্রে শুধু ইস্‌লামবিরোধী নয়, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ পর্যন্ত প্রকাশ্য দিবালোকে সম্পাদিত, সমর্থিত ও প্রশংসিত হইতেছে, গণতান্ত্রিক অধিকারকে গলা টিপিয়া মারিয়া জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে যে রাষ্ট্রে চাঁদে চাঁদে ডিক্টেটোরিয়াল পদাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলা হইতেছে, বিচারালয়সমূহের স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া স্বৈরাচার ও আত্মপ্রাধান্যের চার্টার সংগ্রহের ষড়যন্ত্র বিরামহীন গতিতে চলিতেছে। যে দেশের নাগরিকগণ খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে তিলে তিলে রুদ্ধ কণ্ঠে মৃত্যুর দুয়ারে আগাইয়া যাইতেছে। যে রাষ্ট্র বিদেশী ঋণ ও সাহায্যের চাপে আপাদ মস্তক নিমজ্জিত প্রায়, যে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় সমস্যাসমূহের একটিরও সমাধান আজ পর্যন্ত হইলনা, দুর্নীতি ও চোরাবাজারী এমন কি বিপক্ষ-রাষ্ট্রের স্বার্থের দালালী ও তাহাদের সহিত আঁতাত অপরাধ ও রাজদ্রোহ বিবেচিত হইলনা, যে দেশের এক বাহুকে অন্যবাহু হইতে কাটিয়া ফেলার জন্য প্রকাশ্য সভায় জনগণকে উত্তেজিত করা প্রশংসনীয় বিবেচিত হয়, এমন অনুপম নিষ্কলুষ পাকিস্তান শুধু মুখে মুখে টিকিয়া থাকার জন্য নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত ও বলদৃপ্ত রাষ্ট্ররূপেই উন্নতশীর হইয়া বাঁচিয়া থাকার জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—একথা শুনিয়া আমরা হাসিব না কাঁদিব, সত্যই স্থির করা দুরূহ!

কিন্তু বাঁচিয়া থাকিলে হাসিবার বা কাঁদিবার অবসরের অভাব হয়তো ঘটিবেনা, অথচ অবধারিত সময় ফুরাইয়া গেলে কোন কিছুরই ফুর্সৎ মিলিবেনা, অতএব যে-সময়টুকু হাতে রহিয়াছে, তাহার সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। সময়ের সদ্ব্যবহার অনেক সময়ে মৃত্যুকেও দূরে ঠেলিয়া দিতে পারে, বিশেষতঃ যদি সে মৃত্যু জাতির মাথায় অভিশাপের খড়্‌গ রূপে নামিয়া আসিয়া থাকে!

সত্যই কি চিরঞ্জীবী ও আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের অস্তিত্ব পরিকল্পিত হয়নাই? কেহ কেহ বলিয়া থাকে,পাকিস্তান সংগ্রামের পটভূমিকায় আদর্শের নাকি কোন বালাই ছিলনা, সাময়িক প্রতিহিংসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনাই এই সংগ্রামকে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। আর এক দল এই বলিয়া উপদেশ বিতরণ করিয়া থাকেন যে.পাকিস্তানের লড়াই লড়িবার সময়ে যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের কথাই বলা হইয়া থাকুক না কেন, সে সমস্তকেই এখন বিস্মৃতির অতল তলে ডুবাইয়া দিতে হইবে। ইসলাম ও মুস্‌লিম জাতীয়তার কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাইতে হইবে আর বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আদর্শ ও দৃষ্টিভংগী অনুসারে পাকিস্তানকে গড়িয়া লইতে হইবে। এই নূতন আদর্শ ও দৃষ্টিভংগীর প্রকৃত স্বরূপ যে কি, সে বিষয়েও তাঁহাদের চিন্তাধারায় কোন সামঞ্জস্য ও সমন্বয় খুজিয়া বাহির করার উপায় নাই। ইস্‌লাম ও উহার সম্পর্কিত সমুদয় বিষয়ের প্রতিরোধ ছাড়া রাষ্ট্র দর্শন, অর্থনীতি ও শাসনতন্ত্রের একটি বিষয়েও ইহারা একমত হইতে পারিতেছেননা। আমরা উভয় দলের কোন পক্ষকেই মিথ্যাবাদী

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বলিতে রাযী নই, কারণ পাকিস্তানের স্থাপনা সম্পর্কে যাহার প্রকৃত মনোভাব যাহা, তাহা ব্যক্ত করার স্বাধীনতা কেমন করিয়া আমরা অস্বীকার করিব? তবে ইহা অনস্বীকার্য যে, উভয় দলই তাঁহাদের মুখোশ অত্যন্ত বিলম্বে অপসারিত করিয়াছেন, ফলে সব রকম পঁয়তারা করা সত্ত্বেও তাঁহারা জনগণের মনকে যেমন আর স্পর্শ করিতে পারিতেছেননা জনগণও ঠিক তেমনিভাবে এই সকল আদর্শচ্যুত লক্ষ্যহীন 'বসন্ত-কোকিল'দের দেশ-দ্রোহী, স্বার্থসর্বস্ব ও প্রবঞ্চক বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছেন।

জাতির দুর্ভাগ্য, পাকিস্তান অর্জিত হওয়ার অত্যল্প-কাল পরেই কায়েদে আ'যম পরলোকগমন করিলেন পরবর্তী স্তর অর্থাৎ যুদ্ধ জয়ের পর পাকিস্তানের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত করার চরম ব্যবস্থা অবল-ম্বিত হইবার পূর্বেই পাকিস্তানের জনক অনন্তের যাত্রী হইলেন, কিন্তু তাহাতে পাকরাষ্ট্রের আদর্শ কুহেলি-কাচ্ছন্ন হইতে পারেনাই। বিশ্ববিশ্রুত উদ্দেশ্য প্রস্তাবের খসড়া বাহিরের রাজনৈতিক দল বা জনগণের চাপে প্রণিত বা গৃহীত হয়নাই, জাগ্রত জনমণ্ডলীর আন্দো-লন উহার পথকে সরল ও সহজ করিয়া দিয়াছিল মাত্র। বস্তুতঃ শহীদ লিয়াকত আলী, মওলানা শব্বীর-আহমদ, খওয়াজা নাজেমুদ্দীন, খওয়াজা শিহাবুদ্দীন, চৌধুরী নযীর আহমদ, সরদার আবদুর রব্ব নিশতার মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী ও ডক্টর উমর হায়াত খান প্রমুখ মনীষী মণ্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও চেষ্টাতেই উদ্দেশ্য প্রস্তাব আইনের আকার গ্রহণ করিয়াছিল।

কিন্তু ইহার পর হইতেই তোড়জোড় ও দলা-দলির অমানিশা নামিয়া আসিল। লৌহমানব লিয়াকত আলীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হইল, মুসলিমলীগ, বহু দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল, লীগ-নেতারা আদর্শের বুকে পদাঘাত করিয়া একনায়কত্বের নেশায় বিভোর হইয়া পড়িলেন। পাকিস্তানের আদর্শে কোন কালেই যাহাদের আস্থা ছিলনা, অথবা যাহারা ইহাকে শুধু স্বার্থসিদ্ধির বাহন রূপে ব্যবহার করিতে সমৎসুক ছিলেন, সকলেই সুযোগ বুঝিয়া ময়দানে অবতীর্ণ হইলেন। ইস্‌লামের শত্রুদল ভিড় পাকাইয়া আদর্শ বিরোধীগণের পৃষ্ঠপোষকতায় জোট পাকাইলেন। ভাষা সংকট, ইউনিট সংকট, প্যারেটি সংকট, যুক্ত নির্বাচন সংকট, পূর্ববঙ্গ নাম করণের দাবী, পাখ্‌তুনিস্তানের দাবী, প্রাদেশিক পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রভৃতি ব্যাধির দুষ্টক্ষতগুলি সমাজদেহকে ভারাক্রান্ত করিয়া ফেলিল। দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংকট, পাট সমস্যা, পানির সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা কারেন্সী সমস্যা সর্বোপরি কাশ্মীর সমস্যা অন্তর্দ্বন্দ্বের আকর্ষণ বিকর্ষণে ও আত্মকলহের আবর্তে বিস্মৃতির অতল তলে ডুবিয়া গেল। শেষ পর্যন্ত, মুস্‌লিম জাতীয়তার স্বাতন্ত্র্যের যে নীতিবোধ পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে বিজয়-মাল্যে ভূষিত করিয়াছিল, ঢাকার বুকে তাহার প্রথম সমাধি এবং করাচীর বুকে তাহার বিরাট মঠ বিরচিত হইল।

ধর্ম-নিরপেক্ষ দলগুলির আধুনিক অবস্থা বৈচিত্রপূর্ণ। ইহাদের জোটগুলিও প্রায় ভগ্নদশা প্রাপ্ত। একটি শক্তিশালী কার্যকরী দল এবং ক্ষমতা সম্পন্ন বামপন্থী পার্টি রাষ্ট্রের শাসন সৌকর্যকে সার্থক করিয়া তোলার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু যে স্থানে সিকুলারিজমের চীৎকার ছাড়া আদর্শের কোন বালাই নাই, সেস্থানে স্বার্থ-পরতা ও সুবিধাবাদ কোন অমিশ্র জোটের বন্ধন কি করিয়া টিকাইয়া রাখিবে? তাই যবরদস্ত আওয়ামী লীগে ভাংগন ধরিয়াছে, সরকারী সুবিধাবাদের— মূল্য ছাড়া বর্তমানে উহার অন্য কোন মূল্যই নাই। তথাকথিত গণতন্ত্রীরা তাঁহাদের সূতিকাগারেই সম্প্রতি ঢাকায় যেভাবে নাজেহাল হইয়াছেন, সাধারণ দৃষ্টিতে এ প্রদেশে তাঁহাদের কোন ভবিষ্যৎ আছে বলিয়া মনে হয়না। কৃষক প্রজাদল আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করিয়া ভবিষ্যতের জন্য দিন গুনিতেছেন। ডাঃ খান সাহেব পরের ছেলের ঘটকালি করিতে আসিয়া নিজের ছেলের ঘটকালির সুরাহা করিয়া গিয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে ডিক্টেটরশীপের নৃত্য পূর্ববৎ বহাল রহিয়াছে, কি কারণে ডাঃ খান সাহেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কোন্ নূতন কারণে তাঁহার— রিপাবলিকান দলকে পুনরায় অভিষিক্ত করা হইল, তাহা বুঝিবার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি যে কয়জনের আছে,

www.ahlehadeethbd.org

Contents

আমরা তাহা অবগত নই আর সত্যকথা এই যে, উহা বুঝিবার ইচ্ছা বা রুচিও আমাদের নাই। আমরা শুধু এই টুকুই বুঝিতেছি যে, সমগ্র জাতির বুকের উপর কুশাসন, স্বেচ্ছাচার ও দুর্নীতির এমন এক জগদ্দল প্রস্তর চাপিয়া বসিয়াছে যে, ইস্‌লামের, পাকিস্তানের ও গণতন্ত্রের সমস্ত ভবিষ্যৎই রসাতলে যাইতে বসিয়াছে।

"ইসলাম পন্থী" রাজনৈতিক দলগুলিও বিভিন্ন গোঠে বিভক্ত। মুসলিম লীগ, নিযামে ইসলাম, ইসলাম লীগ, জামাতে ইসলামী, খিলাফতে রব্বানী, জমঈয়তে উলামায়ে ইস্‌লাম প্রমুখ রাজনৈতিক দলগুলির 'ইস্‌লামী আদর্শ' একই না ভিন্ন ভিন্ন, জনগণের কাছে ইহা এক দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা। ইসলামপন্থী জনগণ কোন্ দলের আদর্শকে বরণ করিয়া লইবে আর কাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, ভাবিয়া কূলকিনারা পাইতেছেনা। সব দিক দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে, ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলি অপেক্ষা ইহাদের অবস্থা একটুকুও উন্নত নয়। অন্ততঃ পাকিস্তান হইতে ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যকে নির্বাসিত করার আকাংখায় তাহারা অভিন্ন, কিন্তু ইসলামী আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কল্পেও ইসলাম পন্থীরা একমত হইতে পারিতেছেন কৈ? ইদানিং বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখ হইতে পার্টি-বহুলতার নিন্দাবাদ ও জাতির অভিন্ন মঞ্চে শরীক হইবার আহ্বান শুনা যাইতেছে বটে, কিন্তু অভিন্ন মঞ্চ বলিতে তাঁহারা স্ব স্ব দলের নেতৃত্বকেই বুঝাইতে চাহিতেছেন কিনা, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাই করিতেছে।

আমরা একথা বলিতে চাইনা যে, সমস্ত দল ধ্বংস করিয়া ফেলা হউক, তবে একথা কেহ শুনুন বা না শুনুন, বহুবারের মত আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিবই যে, দলের মর্যাদা যেমন ব্যক্তির উর্ধে, তেমনি আদর্শের মর্যাদাও দলের বহু উপরে! ব্যক্তিত্বের স্বার্থের জন্য যাহারা চড়ুই পাখীর মত দলের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে, দ্বীনের স্বার্থ আর জাতির কল্যাণ অপেক্ষা যাহারা পার্টিপ্রেস্টিজ ও নেতৃত্বের বিলাসকে উর্ধে স্থান দেয়, তাহারা অধিকতর অপরাধী ও জাতির শত্রু!

আদর্শের প্রতি মমত্ববোধ ও নিষ্ঠার দৃঢ়তায় শক্তিমান হইয়া সংকীর্ণতা ও স্বার্থপরতাকে বিদূরিত করিতে পারিলে পার্টিগুলিকে বজায় রাখিয়াও ইছলামপন্থীরা অনায়াসে ইস্‌লামের মিত্রপক্ষের একটি শক্তিশালী 'ইস্‌লামী ফ্রন্ট' গঠন করিতে পারেন। পাকিস্তানের মৌলিক আদর্শ এমনকি স্বয়ং পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে হইলে পার্টি অপেক্ষা আদর্শের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হওয়া আবশ্যক।

ইস্‌লামপন্থী নেতৃমণ্ডলীর ইহা ভাবিয়া দেখা কর্তব্য যে, তাঁহাদের দল সমূহের এমন কোন সর্বসম্মত নীতি আছে কিনা, যেস্থানে তাঁহারা সকলেই মিলিত হইতে পারেন। পাকিস্তান ও ইসলামের স্বার্থের হিফাযত সত্যই যদি তাঁহাদের কাম্য হয়, তাহাহইলে এরূপ কোন সর্বজনমান্য স্বার্থ (*Interest*)কে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করা আদৌ অসাধ্য নয়, কিন্তু ইহার জন্য নেতৃত্বের দুরাকাংখা অপেক্ষা পাকিস্তানের স্বার্থবোধের প্রতি নিবিড় মমত্ববোধের প্রয়োজন অধিক। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে মমত্বের যদি একান্তই অভাব ঘটিয়া থাকে, তথাপি অন্ততঃ "আত্মরক্ষা" নীতির খাতিরেও 'ইসলামপন্থী' দলগুলির সাবধান হওয়া উচিত। বর্তমান অবস্থার মধ্যে একটা মৌলিক (*Radical*) ও বিপ্লবাত্মক (*Revolutionary*) পরিবর্তন সৃষ্টি করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। মৌলিক পরিবর্তনের তাৎপর্য ইসলামী আদর্শের পরিবর্তন নয় আর বিপ্লবাত্মক বলিতে আমরা ডাঃ খান সাহেবের বিপ্লব বুঝিনা। ইসলামপন্থী নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে পৌরাণিকতার যে সকল স্থবিরতা ও মোহ সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলিকে ঝাড়িয়া ফেলাই হইতেছে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের তত্ত্বকথা। আমাদের মনে হয়, বড়দের ইহার জন্য বাধ্য করাইবার সময় আসিয়াছে, প্রত্যেক পার্টির তরুণদিগকেই এই দুঃসাধ্যসাধনে অগ্রবর্তী হইতে হইবে। কেবল নূতনত্বের মোহ লইয়া ইহা সমাধা করা সম্ভবপর হইবেনা, ইসলামের প্রতি যাহাদের নিষ্ঠা অকৃত্রিম, পাক আদর্শের পবিত্রতা ও কামিয়াবী সম্বন্ধে যাহাদের বিশ্বাস হিমালয়ের মত সুদৃঢ়, অথচ ব্যক্তি ও দলগত স্বার্থের অভিশাপ যাহাদের অন্তরলোককে ধূম্রাচ্ছন্ন করিতে পারেনাই, তাঁহারাই পাকিস্তানের এই ডুবন্ত জাহাজকে এখনও উদ্ধার করিতে পারেন।

www.ahlehadeethbd.org

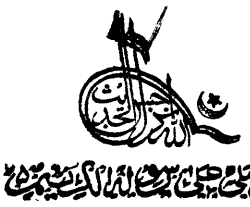

পূর্ব-পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ

প্রচার সংবাদ

বিগত ২৫শে জুন ১৯৫৭ সাল মঙ্গলবার বেলা ১০টায় জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট জমঈয়তের অন্যতম মুবাল্লেগ মওলানা আবদুছ ছমদ সমভিব্যাহারে ঢাকা হইতে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রওয়ানা হইয়া রাত্রি ১০ টায় ধামরাইয়ের অন্তঃপাতী ইকুরিয়া গ্রামে আলহাজ্ব মৌলবী—আবদুছ ছাত্তার ছাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হন এবং পর দিবস বুধবার শরীফ বাগ জামে মছজিদ প্রাঙ্গণে অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় এক বিরাট জনসভায় যোগদান করেন। এই সভায় স্থানীয় শরীফবাগ জামে মছজিদটিকে পাকা করার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উপস্থিত সভায় ১৫ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়। তন্মধ্যে কিছু টাকা সভাক্ষেত্রেই—সংগৃহীত হয়। এই সভায় জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট ধামরাই ইলাকা জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ গঠন করার প্রস্তাব করেন এবং ইহাও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ইলাকা জমঈয়তের প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য ২৮শে জুন জুমআর নমাযের পর শরীফবাগ জামে মছজিদে স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের আহ্‌লেহাদীছগণের এক সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় এবং শরীফবাগ, ইকুরিয়া. কাকরান, তেতুলিয়া, হাজীপুর, আশুলিয়া, ডেমরান, তেতুল্লাহ, চন্দপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহকে লইয়া ধামরাই ইলাকা জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছ গঠিত হয়। রবিবার ৩০শে জুন বেলা ৯টায় জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট নৌকাযোগে ইকুরিয়া হইতে যাত্রা করিয়া সদলবলে প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রাত্রি আনুমানিক ৯ ঘটিকায় দফতরে প্রত্যাবর্তন করেন।

কার্যকরী সংসদ ও লোক্যাল অর্গানাইজিং কমিটির সভা

৪ঠা জুলাই তারীখে স্থানীয় অর্গেনাইজিং কমিটির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সভার অধিবেশন জমঈয়তের দফতরে ইশার নমায অন্তে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় ১৯ জন সদস্য যোগদান করেন। সুদীর্ঘ আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

১। অনতিবিলম্বে পূর্ব-পাক জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীছের তত্ত্বাবধানে ও মওলানা মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল কাফী ছাহেবের সম্পাদনায় "আরাফাত" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হউক।

২। আহ্‌লেহাদীছ দৃষ্টিভংগী অনুসারে "ছিহাহ-ছিত্তার" পঠন ও পাঠন উদ্দেশ্যে পূর্ব পাক জমঈয়তে আহ্‌লে হাদীছের তত্ত্বাবধানে একটি দারুলহাদীছ প্রতিষ্ঠা করা হউক।

৩। ঢাকা টাউন হইতে আসন্ন ঈদুল আযহার কুররাণীর চামড়া সংগ্রহ করার জন্য সমুচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক।

৫ই জুলাই শুক্রবার স্থানীয় আহ্‌লে হাদীছ মছজিদগুলিতে জমঈয়তের পয়গাম প্রচার করার উদ্দেশ্যে মওলানা মুস্তাছির আহ্‌মদ রহমানী বংশাল মছজিদে ও মওলানা আবদুছ ছমদ স্বরীটোলা মছজিদে প্রেরিত হন, পুরাতন মোগলটুলী মছজিদে জনাব মওলানা আবদুল্লাহ নদভী সাহেব জমঈয়তের প্রচার পত্র জনসাধারণকে ব্যাখ্যা করিয়া শুনান। জমঈয়ত প্রেসিডেন্ট নাজিরা বাজার মছজিদে এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করেন। উক্ত দিবস সন্ধ্যার পর স্বেচ্ছাসেবকগণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

জমঈতের দফতরে সমবেত হইয়া প্রত্যেক মহল্লা হইতে জমঈয়তের কর্মীগণ সমভিব্যাহারে কুরবাণীর চামড়া সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারণ কল্পে পরামর্শ করেন।

১৮ই জুলাই নাজিরা বাজার মছজিদে সন্ধার পর মহল্লাবাসীগণের একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়— এবং সর্ব-সম্মতিক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ উমর আলম ছাহেবকে সভাপতি ও হাফিষ মোঃ আলতাফ হুছাইন ছাহেবকে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিয়া নাজিরা বাজার শাখা জমঈয়তে আহ্লেহাদীছ গঠন করা হয়।

১৯শে জুলাই শুক্রবার পুরাতন মোগলটুলী মছজিদে জমঈয়ত-প্রেসিডেণ্ট জুমার জামাআত পরিচালিত করেন। নমাজ অন্তে মহল্লাবাসীগণের একটি সভা উক্ত মছজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় মোহাম্মদ ইউছুফ ছাহেবকে সভাপতি ও মোহাম্মদ শরীফ মিয়াঁকে ক্যাশিয়ার নির্বাচিত করিয়া পুরাতন-মোগলটুলী শাখা জমঈয়তে আহ্লে হাদীছ গঠন করা হয়। ২১শে জুলাই তারীখে নাজিরাবাজার জামে মছজিদে নাজিরাবাজার শাখা জমঈয়তের একটি অধিবেশন ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় চুয়াল্লিশজন মহল্লাবাসী জমঈয়তের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন।

২২শে জুলাই হইতে জমঈয়তের কার্য্যসূচীর অনুসরণে পুরাতন মোগলটুলী মছজিদে কোরআন শরীফের দৈনিক তর্জমার কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয়। জনাব মওলানা আবদুল্লাহ নদ্‌ভী ছাহেব প্রত্যহ ইশার নমাযের পর তর্জমার ক্লাস পরিচালনা করিতেছেন।

২৮শে জুলাই ইশার নামায অন্তে মালিবাগ মহল্লার অধিবাসীবৃন্দের এক সভা মালিবাগ মছজিদে অনুষ্ঠিত হয়; কেন্দ্রীয় দফতরের কর্মীগণ প্রায় সকলই এই বৈঠকে যোগদান করেন। মোহাম্মদ হবিবুরহমান ছাহেবকে সভাপতি ও মোহম্মদ ইবরাহীম ওছতাগর ছাহেবকে কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করিয়া মালিবাগ শাখা জমঈয়তে আহ্লে হাদীছ গঠিত হয়।

১১ই আগষ্ট হইতে জমঈয়তের দফতর সংলগ্ন নাজিরা বাজার মছজিদে জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট কর্তৃক কোরআন শরীফের সপ্তাহিক ক্লাস আরম্ভ করা হয়। আপাততঃ এই ক্লাসগুলি প্রতি সপ্তাহে রবিবার ও বুধবার ইশার নামাযের পর এক ঘণ্টা ধরিয়া পরিচালিত হইতে থাকিবে। ১৬ই আগষ্টে জমঈয়ত প্রেসিডেণ্ট সুরিটোলা মছজিদে জুমআর জামাআত পরিচালিত করেন এবং নমায অন্তে মহল্লাবাসীগণের সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে মৌঃ মোহাম্মদ গোলাম রহমান ছাহেবকে প্রেসিডেণ্ট ও আলহাজ্জ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ ছাহেবকে ক্যাশিয়ার নির্বাচিত করিয়া সুরিটোলা শাখা জমঈয়তে-আহলে হাদীছ গঠিত হয়।

২৩শে আগষ্ট হইতে নাজিরা বাজার মছজিদে কোরআন শরীফের তর্জমার প্রাত্যহিক ক্লাস আরম্ভ করা হয়। মওলানা মুনতাছির আহমদ রহমানী কর্তৃক প্রত্যহ ইশার নমাজ অন্তে এই ক্লাসগুলি পরিচালিত হইতেছে।

জমঈয়তের গঠনতন্ত্র ও ক্রীডপত্র শাখা ও ইলাকা জমঈয়তগুলিতে প্রেরিত হইয়াছে এবং সকল স্থানে জমঈয়তের সদস্য তালিকা যথানিয়মে প্রস্তুত করা হইতেছে। যাঁহারা এখনও স্ব স্ব অঞ্চলে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের ইলাকা ও শাখা জমঈয়ত গঠন করেননাই, তাঁহাদিগকে এবিষয়ে ত্বরান্বিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। জমঈয়তের অন্যতম মোবাল্লেগ মওলানা আবদুছছমাদ কর্তৃক আলোচ্য সময়ের ভিতর ঢাকা ও ত্রিপুরা জিলার বিভিন্ন স্থানে আরও অনেকগুলি শাখা এবং ইলাকা জমঈয়ত গঠিত হইয়াছে। বারান্তরে ইন্‌শাআল্লাহ এগুলির পূর্ণ রিপোর্ট প্রদত্ত হইবে।

সাপ্তাহিক আরাফাত

জমঈয়তে আহ্লেহাদীছের উদ্দেশ্যাবলীর ব্যাপক প্রচার ও সাংবাদাদির পরিবেশন ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করার উদ্দেশ্যে ইন্‌শাআল্লাহ আগামী রবিউল আউওয়াল মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতে 'সাপ্তাহিক আরাফাত' প্রকাশিত হইবে। 'তর্জুমানুল হাদীছ' যেরূপ ভাবে মাসিক আকারে বাহির হইতেছে, নানারূপ প্রবন্ধ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হইয়া উহা মাসে মাসে গ্রাহকগণের নিকট উপস্থিত হইতে থাকিবে। জমঈয়তের উদ্দেশ্যকে দ্রুততর গতিতে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে একখানা সাপ্তাহিক পত্রের প্রয়োজন যে কি রূপ অপরিহার্য্য, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা। যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের জেলা ও মহকুমা টাউনগুলিতে এবং প্রসিদ্ধ বন্দরসমূহে সাপ্তাহিক আরাফাতের জন্য নির্ভরযোগ্য এজেণ্ট পাওয়া যায় এবং স্থায়ী গ্রাহকগণের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তজ্জন্য আমরা জমঈয়তের সদস্য ও পৃষ্ঠাপোষকবর্গকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি।

www.ahlehadeethbd.org

পরলোকে আযাদ সুবহানী :

পাক-ভারতের প্রথিতযশা মনীষী ও রাজনীতি-বিদ মওলানা আযাদ সুবহানী বিগত ২৪শে জুন তাঁহার জন্মভূমি উত্তর ভারতের গোরখপুরে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। এই বেলাতেই ১৮৮২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার কর্মজীবন কানপুরের বিখ্যাত 'মাদ্রাছায়-ইলাহিয়াতে' অধ্যাপনা কার্য দ্বারা সুচিত হয়। পরে চাকুরী—পরিত্যাগ করিয়া দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থার সহিত তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। খিলাফৎ আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকালের জন্য কম্যুনিজমও তাঁহার নিকট সমাদৃত হইয়া উঠিয়াছিল। ইছলাম ও কম্যুনিজমের এক মিশ্রিত খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়া তিনি "রব্বানী-পার্টি" নামে যে দল গঠন করিয়াছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের প্রাক্কালে কলিকাতার কতিপয় লীগ কর্মীও তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। জম্-ঈয়তে উলামায়ে হিন্দ বিশেষতঃ ভারত সরকারের বর্তমান শিক্ষাসচিব মওলানা আবুল কালাম আযাদ ছাহেবের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আন্দোলনের পক্ষে যাঁহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, মওলানা আযাদ সুবহানীর নাম তাঁহাদের পুরোভাগে উল্লেখযোগ্য। তিনি মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ ও আমেরিকাও ভ্রমন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পাক ভারতের একজন প্রবীন শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিজ্ঞের তিরোভাব ঘটায় আমরা আন্তরিক দুঃখিত, আল্লাহ তাঁহার কর্ম চঞ্চল আত্মাকে শান্তি দান করুন।

হিজ হাইনেস্ দি আগা খাঁ

ইছমাইলী শিয়াগনের সর্বাধিনায়ক ও আধ্যাত্মিক গুরু আগা সুলতান মোহাম্মদ শাহ বিগত ১১ই জুলাই সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় উনাশি বৎসর বয়সে দুনিয়ার খেলাধুলা সমাপ্ত করিয়া অনন্তের যাত্রী হইয়াছেন। একটি নির্দিষ্ট সমাজের রূহানী পেশওয়া হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতি ও সমাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে বিপুল প্রভাবের অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ। বর্ত্তমান রাজনীতির সহিত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য না থাকিলেও তাঁহার কর্মজীবন উপেক্ষার বস্তু নয়। স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী লইয়া যে মুস্‌লিম প্রতিনিধিদল ১৯০৬ সালে বৃটিশ ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মিণ্টোর সাথে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন আগাখাঁ উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। এবং তাঁহারই সভাপতিত্বে সর্ব প্রথম "মুছলিমলীগ" প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল স্বনামধন্য পুরুষের প্রচেষ্টায় আলিগড়ের মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল মহামন্য আগাখাঁ তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। ১৯১০ সালে এই মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। ১৯০২-১৯০৪ পর্যন্ত তিনি ভাইসরয়ের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত থাকেন। তিনি ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন এবং ১৯৩২ সালে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত—আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯৩২ হইতে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত লীগ অব নেশনস্ এসেম্‌ব্লিতে তাঁহাকে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব পদে সমাসীন করা হয়। এই ১৯৩৭ সালেই

www.ahlehadeethbd.org

তিনি লীগ অব নেশনসের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার গৌরবও অর্জন করেন, এই বৎসরেই বৃটেন তাঁহাকে "মহামান্য" পদবী দ্বারা বিভূষিত করিয়া ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি প্রিভিকাউনসিলেরও সদস্য থাকেন। মহামান্য আগা খাঁ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ধনিক ও খেল-ওয়াড়গণের অন্যতম ছিলেন। তাঁহার বিপুল ধনরাশি পৃথিবীর বহু সৎ ও অসৎ কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। পাকিস্তানের উন্নতি সাধনেও তিনি তাঁহার বদান্যতার পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ১৯৫৮ সালে ইছলামী অর্থনীতির আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে তিনি নব্বই-লক্ষ টাকা প্রদান করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার দানশীল হৃদয়ের কিছু কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। হিজ হাইনেস ছুলতান মোহাম্মদ আগা-খাঁ তাঁহার কর্মবহুল জীবনের অধ্যায়গুলি শেষ করিয়া আমাদের সমালোচনার বহু উর্ধে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম তিন দশকে তিনি সমগ্র পৃথিবীতে যে সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন তাহা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। গত ১৪ই জুলাই তারীখে নীল নদের পশ্চিম তীরে তাঁহার নিজ বাস-ভবনে তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে দফন করা হইয়াছে!

দুইজন জমঈয়ত কর্মীর তিরোধান

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, পূর্বপাক জমঈতে আহ্‌লেহাদীছের দুইজন বিশিষ্ট কর্মী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। বগুড়া জেলার গয়নাকুড়ী নিবাসী জনাব মওলবী মোহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব দেশের সকল প্রকার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত তাঁহার যৌবন কাল হইতেই ঘনিষ্ঠ-ভাবে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘকাল অসুস্থ থাকার পর বিগত ২৩ শে শ্রাবণ যুহরের পর তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাএলাইহি রাজেউন)। আর ৩০ শে শ্রাবণের মধ্যাহ্নে ইন্তেকাল করিয়াছেন সদর ময়মনসিংহের অন্তর্গত চর গুয়াডাঙ্গা নিবাসী আলহাজ মওঃ আফছরুদ্দীন ছাহেব, হাজী ছাহেবের মৃত্যুকালীন ঘটণা অতিশয় মর্মন্তুদ। স্থানীয় যুবকবৃন্দের শরিয়ত বিরোধী বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত আমোদ প্রমোদে তিনি এতদূর দুঃখিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া তিনি স্বয়ং নিজের মৃত্যুই কামনা করিয়া বসেন এবং পর মুহূর্তেই তাঁহার হৃদয় যন্ত্র বিকল হইয়া যায়। আল্লাহ পাক আমাদের পরপারের যাত্রীদিগকে বেহেশ্‌তের বাগীচায় স্থান দান করুন। আমরা তাঁহা-দের শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গের সহিত আমাদের অকৃত্রিম সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের রক্ত পিপাসা

বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন, মধ্যপ্রাচ্যের ভূগর্ভে যে তৈল সম্পদ নিহিত রহিয়াছে তাহা অফুরন্ত। এ-পর্যন্ত যে পরিমাণ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা পৃথিবীর আবিষ্কৃত তৈল সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ, অথচ যাহা এখনও অনাবিষ্কৃত রহিয়াছে তাহার পরিমাণ ইহা অপেক্ষাও অধিক। এই তৈল সম্পদের অধিকার-প্রতিযোগীতায় বৃটেন আমেরিকার নিকট হারিয়া যাই-তেছে। ১৯৩৯ সালে মোট তৈল সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগে বৃটেনের কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু ১৯৫৬ সালে মধ্য-প্রাচ্যের তৈল সম্পদে আমেরিকার কর্তৃত্ব ৬৫ ভাগে উন্নীত আর বৃটেনের অংশ শতকরা ৩০ ভাগে— নামিয়াছে। এই তৈল স্বার্থের দ্বন্দ্বে আরব উপদ্বীপের দক্ষিন-পূর্ব অঞ্চলে বৃটিশ আশ্রিত মস্কটের সুলতানের প্রভুত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য বৃটেনরে এত আগ্রহ কেন আর বৃটেনের শত অনুরোধ সত্ত্বেও সউদী আরবের প্রতি আমেরিকার এত টান কি জন্য, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তৈল সম্পদে সমৃদ্ধ বুরাইমী মরুদ্যান লইয়া ব্রিটেন ও সউদী আরবের মধ্যে বহুদিন হইতে মনোমালিন্য চলিয়া আসি-তেছে। ব্রিটিশ আশ্রিত মস্কটের সুলতানকে— দিয়াই ইংরেজ বুরায়মীর দাবী উত্থাপন করিয়াছিল। সম্প্রতি আম্মান ও মস্কটের উপজাতিদের মধ্যে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আরব-লীগের সেক্রেটারী জেনা-রেল আবদুল খালেক হাসুনা এই বিদ্রোহকে জাতীয় অভ্যুত্থান রূপে অভিহিত করিয়াছেন। ইমাম গালিব বিদ্রোহী দিগকে পরিচালিত করিতেছেন। মস্কটের শাসনকর্তার সাহায্যকল্পে ব্রিটেন সাইপ্রাস হইতে রণ-পোত, রকেট ও বিমান বাহিনী সারজাহে প্রেরণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিতেছে। তাহারা মস্কত ও আম্মানের বিদ্রোহীদের উপর নির্মমভাবে গোলাবারী করিতেছে। বাহরায়েনের ব্রিটিশ রেসিডেন্টের মতে বিদ্রোহীরা ও 'বৈদেশিক' অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত রহিয়াছে। আম্মানের ইমামের কায়রোস্থ প্রতিনিধি মার্কিন ও সোভিয়েট দূতাবাসে যাইয়া উভয় গভর্ণমেণ্টকে আম্মানের যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। জেনারেল হাসুনা বলেন, আম্মান ১২শত বৎসর ধরিয়া আযাদী উপভোগ করিয়া আসিতেছে। ১৯২০ সালে ব্রিটেনও স্বাধীন আম্মানের ইমামকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। ১৮ জাতি আরব এশীয় গ্রুপের সভায় আলোচনার পর আম্মান-প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল কিন্তু নিউইয়র্কের ২১ শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ, ব্রিটেন, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, কলম্বিয়া ও কিউবার বিরোধিতা ও যুক্তরাষ্ট্র ও জাতীয় চীনের নীরবতার জন্য আরবরাষ্ট্রসমূহের অভিযোগ নিরাপত্তা পরিষদের—আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেনাই। ঐস্থানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইরাক, সুইডেন, রাশিয়া ও ফিলিপাইন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দান করিয়াছিল। ফ্রান্সের ন্যায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্ররোচনায় মধ্যপ্রাচ্যে অতীতের মত আবার মুসলিম জাতির রক্ত লইয়া যে ভাবে হোলি উৎসব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে আর আমেরিকা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মধ্যপ্রাচ্যে যে পুতুলনাচ নাচাইতেছে, তাহাতে মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ব্যাহত হইতে বাধ্য। ব্রিটেন ও আমেরিকার স্বার্থের যুপকাষ্ঠে মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীরা আর কতদিন আত্মদান করিতে থাকিবে?

আর একটি নূতন ইসলামী প্রজাতন্ত্র

তিউনিসিয়ার গণপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে সে-দেশের আড়াইশত বৎসরের রাজতন্ত্রের বিলোপ সাধন করিয়াছেন এবং বিগত ২৫ শে জুলাই তিউনিসিয়াকে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী হাবীব বরগুইবা এই প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। ৭৬ বৎসর বয়স্ক রাজা সিদি আল আলিম বে কে তাঁহার গৃহে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। আমরা ইছলাম জগতের এই নূতন প্রজাতন্ত্রকে আমাদের অন্তরের অন্তস্থল হইতে অভিনন্দিত করিতেছি।

গবর্ণরী স্বৈরাচারের নিয়মতান্ত্রিক অবৈধতা

অন্তরবর্তীকালীন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলি যদৃচ্ছভাবে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকার পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্ণরগণ নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। পাকিস্তান ইছলামি প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট শাসনতন্ত্রের ১৬২ ধারা অনুসারে গভর্ণরগণের এই অধিকার সম্পর্কে পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্টে আবেদন জানান। সুপ্রিমকোর্ট বিগত ৫ই আগষ্টে সর্বসম্মত ভাবে প্রেসিডেণ্টের আবেদন সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, অন্তর্বর্তী কালীন প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গবর্ণরের নাই। পাকিস্তানে স্বৈর শাসনের যে দুর্বার তুফান প্রবাহিত হইতেছে, তাহার মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত জনগণের মনে—আশার আলোক প্রজ্জলিত করিবে। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের বিচারালয়গুলিকেও পাকিস্তানের শাসনকর্ত্তাগণ তাঁহাদের প্রভাবাধীন দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু বিচারপতিগণ তাঁহাদের আসনের মর্যাদা রক্ষা করিয়া শাসকগোষ্ঠীর স্বৈরাচার দমনের জন্য ন্যায়পরায়ণতার মাঝে মাঝে যে ভাবে পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন, পাকিস্তানের ভবিষ্যত সম্পর্কে তাহাতে আশা ও আনন্দের বাণী মওজুদ রহিয়ছে।

আইন কমিশনের সদস্য বর্গের নাম ঘোষণা

দেশের প্রচলিত আইন সমূহকে ইছলামী দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে সংশোধিত ও সুগঠিত করিয়া লওয়ার সুফারিশ প্রদান করার জন্য পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে পাক-প্রেসিডেণ্টকে যে কমিশন নিয়োগের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে, কমিশন গঠনের মীআদ উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত কাল পূর্বেই তাহার সদস্য বর্গের নাম প্রেসিডেণ্ট মির্জ্জা কর্তৃক বিঘোষিত হইয়াছে। সদস্যবর্গের নামের তালিকা পর্য্যবেক্ষণ

www.ahlehadeethbd.org

Contents

করিলে একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, জনাব মির্জ্জা ছাহেব প্রায় সকল রাজনৈতিক দলকেই সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যে অশেষ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করার জন্য এই কমিশন নিযুক্ত করা হইল, কমিশনের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে সেরূপ যোগ্যতার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্ট সন্দেহ রহিয়াছে। দেশের প্রচলিত আইনগুলিকে ইস্‌লামী অসূলের সহিত সুসমঞ্জস করিতে হইলে কোরআন, সুন্নাহ ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের মোটামুটি অভিজ্ঞতা যথেষ্ট হইবেনা, দেশ বিদেশের আইনের সঙ্গে সঙ্গে ইস্‌লামী ফিক্‌হের অছূলে সুগভীর ও উদার দৃষ্টিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর প্রয়োজন। বিভিন্ন দল ও মতের অমিশ্র সংযোগ দ্বারা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করা সম্ভবপর বটে, কিন্তু ইস্‌লামী শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষে এই নীতির সফলতা সুনিশ্চিত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, কোরআন ও সুন্নাহকে শাসনতন্ত্রে ইস্‌লামী আইনের মৌলিকসূত্র স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে, এক্ষণে ধরুন, যাঁহারা স্বয়ং সুন্নাহর প্রামাণিকতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধেই ভিন্ন মত পোষণ করেন অথবা যাঁহারা শুধু পৌনঃপুনিকভাবে বর্ণিত হাদীস গুলিকেই সুন্নাহর পর্যায়ভুক্ত মনে করেন কিংবা হাদীসের গ্রহণ ও বর্জন ব্যাপারে সর্বজনমান্য রীতির যাহারা অনুসারী নহেন, তাঁহাদের পক্ষে কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর হইবে কেমন করিয়া? প্রশ্ন হইতে পারে, তাহাহইলে ইহার সমাধান কি? আমরা বলিব, ইহার সমাধান অসাধ্য নয়, রাজনৈতিক গোঠ অথবা নিত্যনূতন দল সৃষ্টি করার জন্য অথবা ব্যক্তিগত অভিমত ও প্রবৃত্তিপরায়ণতার সার্থকতার উদ্দেশ্যে যাহারা কোরআন ও সুন্নাহর প্রামাণিকতা ও প্রয়োগ সম্বন্ধে সন্দেহবাদের সৃষ্টিকারী, তাহাদের পরিবর্তে শিরা ও সুন্নীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতই ফকীহ ও মুজ্‌তাহিদ পদবাচ্য, জনসংখ্যার অনুপাত অনুসারে উভয় বাহু হইতে এরূপ সর্বজনমান্য উলামা ও ব্যবহারজীবীর নিয়োগ এ বিষয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ হইতে পারে। আহ্‌লেসুন্নতগণের মধ্যে হানাফী ও আহ্‌লেহাদীছগণই এই রাষ্ট্রের বৃহত্তম সংখ্যক নাগরিক, এতদ্ব্যতীত আহ্‌লে তাশাইয়োগণের দাবীও উপেক্ষণীয় নয়। আমরা মনে করি ইঁহাদের মধ্যে এরূপ বিদ্বান ব্যক্তির অভাব নাই যাঁহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে লোষ্ট্র-নিক্ষেপের কার্যে পারদর্শী না হইলেও কমিশনের অধিকাংশ সদস্য অপেক্ষা যোগ্যতর ও অধিকতর উদার দৃষ্টিসম্পন্ন। শিয়া সম্প্রদায় অপেক্ষা পাকিস্তানে আহ্‌লেহাদীসগণের সংখ্যা কয়েক গুণ অধিক, কিন্তু কমিশনের সদস্য নিয়োগ সম্পর্কে আহ্‌লেহাদীছ জামাআত বিশেষভাবে আর পূর্বপাকিস্তানের দাবী সাধারণ ভাবে উপেক্ষিত হইতে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি।

আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে সতর্কতামূলক সংকেত,

পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি যেভাবে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, নির্বাচন সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ মহলের প্রতিশ্রুতি এবারে তাঁহারা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু বাজারে প্রবল গুজব, বাস্তুত্যাগী হিন্দুদিগকে ভারত হইতে বিপুল সংখ্যায়—পূর্বপাকিস্তানে ফিরাইয়া আনা হইতেছে। আগামী নির্বাচনে কম্যুনিষ্ট, কংগ্রেসী, হিন্দু ও অর্ধহিন্দুর দল যাহাতে পূর্বপাকিস্তানের মসনদ স্থায়ীভাবে দখল করিয়া লইতে পারে, তাহার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যেই যুক্ত-নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইয়াছে, কিন্তু শুধু যুক্ত-নির্বাচন ব্যবস্থার সাহায্যে এই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সুদূর পরাহত, কারণ পূর্ব পাকিস্তানের জনতা চিরকাল সম্বিৎহারা ও আত্মসম্মান বিবর্জিত জীবনযাপন করিবে, এরূপ আশা দুরাশা মাত্র, তাই ইসলাম-বিরোধীদলের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ঠিক নির্বাচন মুহূর্তে পাকিস্তান ত্যাগীদের পুনরায় আমদানী করার এই অশুভ প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। শাসন কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে বিশেষ কোন দৃষ্টি আছে বলিয়া মনে হয়না। সুতরাং ইসলাম-বিরোধীদলের যাবতীয় ষড়যন্ত্রজাল পূর্বপাকিস্তানের জাগ্রত জনতাকেই ছিন্ন করিতে হইবে। এসম্পর্কে আমাদের আর একটি যরূরী পরামর্শ হইতেছে মুছলিম মহিলাদের সম্বন্ধে। মুস্‌লিম মহিলাগণের অনেকেই ভোটার শ্রেণীভুক্ত হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু এই অনিচ্ছা রাষ্ট্র এবং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক!

www.ahlehadeethbd.org

Contents

অবশ্য যাহাতে শরীআত ও রুচিবিগর্হিত পদ্ধতিতে মুস্‌লিম মহিলাগণের ভোটগণনার ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তজ্জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন করা উচিত, কিন্তু ভোটার তালিকায় মহিলাগণের নাম সন্নিবেশিত করার কার্যে কোন শরীআত বা রুচিগত বাধা থাকিতে পারেনা। ইহাও সকলের জানিয়া রাখা উচিত যে, জাতীয় পরিষদে সমুদয় নিরক্ষর ও অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন পাক-নাগরিকের ভোটাধিকার বিল গৃহীত হইয়াছে। গণ-তান্ত্রিক রীতির দিক দিয়া এই ব্যবস্থা কল্যাণপ্রসূ হইবে বলিয়া আশা করা যায় কিন্তু অব্যবস্থা ও অবহেলার ফলে এই ব্যবস্থা বহু অকল্যাণের দ্বারোদ্‌ঘাটন করিতে পারে। অতএব সমাজের শিক্ষিত জনগণের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

পশ্চিম পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট—

বহু সাধ্য-সাধনা ও চেষ্টা-চরিত সত্ত্বেও পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট অপসারিত হইতেছেনা। ডাক্তার খান সাহেবকে পশ্চিম পাকিস্তানের উজিরে আলার পদে ইস্তেফা দেওয়াইয়া সর্দার আবদুররশীদ খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে সমাসীন করায় রিপাবলিকান দলের অবস্থা অধিকতর উন্নত হওয়ার যে সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল, তাহা আদৌ ফলপ্রসূ হয় নাই। রিপাবলিকান পার্টি অতঃপর গভর্ণর গুরমানীর অপসারণ দাবী করিয়াছেন এবং ২৭শে আগষ্টের সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি পদত্যাগও করিয়াছেন এবং প্রেসিডেন্ট তাঁহার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিয়াছেন। জনাব গুরমানীর স্থানে যাঁহাদিগকে গভর্ণরের পদে সমাসীন করার কল্পনা জল্পনা চলিতেছিল, তাঁহাদের মধ্যে মালিক ফিরোজ খাঁ নুন ও মুযাফ্‌ফর আলী কিজিলবাস উক্ত পদ গ্রহণে নাকি অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। ফলে গুরমানীর পদত্যাগ সত্ত্বেও যে-সঙ্কটের অবসান ঘটিলনা, তাহা বলা বাহুল্য। বর্ত্তমান রিপাবলিকান দলে গুরমানীর যে কয়েকজন সমর্থক আছেন, তাঁহাদের পক্ষে আওয়ামী অথবা মুসলিম লীগে যোগদান করারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। রাজনৈতিক মহল এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেছেন যে, জনাব গুরমানীর পর এইবারে জনাব সোহরাওয়ার্দীর পালা আরম্ভ হইবে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সহিত ঢাকায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর যাহা ঘটিয়া-গিয়াছে, তাহা সর্বজনবিদিত, এক্ষণে তাঁহাদেরই সমর্থন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রিপাবলিকান পার্টির কতিপয়-বিশিষ্ট নেতা ইতিমধ্যে জি, এম, সৈয়েদের সহিত দরবার করিয়াছেন বলিয়াও জানা গিয়াছে। এরূপ অনিশ্চিত অবস্থা যে কত দিন পর্যন্ত স্থায়ী থাকিবে তাহা কেহই বলিতে পারেনা। কিন্তু যে রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ কোন আদর্শ ও নীতি নৈতিকতার ধার ধারেননা, যাঁহারা সর্বদাই সুযোগ সন্ধানী এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় ব্যস্ত-সমস্ত, সে রাষ্ট্রের ভাগ্যে সুদৃঢ় শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা কল্পনা করাও যুক্তিসংগত নয়।

দেশী ভাষায় নমায

পাকিস্তানের প্রগতিবাগীশরা এক আজব চীজ! প্রগতিশীলতার নামে ইঁহারা যাহা করিবেন, তাহার মধ্যেও অভিনবতা বা প্রবনতার কোন চিহ্ন পাওয়া যাইবেনা বরং যাহা পচিয়া দুর্গন্ধময় হইয়া উঠিয়াছে নূতনত্বের জয়ঢাক পিটিতে পিটিতে তাঁহারা তাহাই কাঁধে করিয়া ঘুরিতে অভ্যস্ত। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ক হইতে আরাবীকে নির্বাসিত করার উদ্দেশ্যে তুর্কী ভাষায় নমাজ ও আযানের প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন এবং সাময়িকভাবে এই চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তুরস্কে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে তুরস্ক সরকার আরাবী ভাষায় শুধু নমাযের অনুমতি দিয়াই রেহাই পান নাই, প্রবল জনমতের সম্মুখে তুরস্ক সরকারকে মাথা নোয়াইতে হইয়াছে এবং তুর্কীর বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চবিদ্যালয় সমূহে আরাবী ভাষা ও ধর্মীয় বিদ্যাসমূহের অনুশীলনের ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। পাকিস্তানী প্রগতিবাগীশদের মধ্যে কেহ কেহ এতদিন পর তুর্কীর অন্ধ অনুকরণে দেশী ভাষায় নমায পড়িবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের আচরণের পোষকতায় এরূপ দাবীও নাকি করিয়া বেড়াইতেছেন যে, হযরত ইমাম আবু হানীফা পারস্য ভাষায় নমায পড়ার

www.ahlehadeethbd.org

বৈধতা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা মনে করি, কথাকথিত প্রগতিবাগীশদের পক্ষে ইজ্‌তিহাদ ও গতানুগতিকতার মধ্যে যে পথই হউক না কেন, একটি নির্দিষ্ট পথই অবলম্বন করা উচিত। তাঁহারা যদি সত্যই ইজতিহাদের দাবীদার হ'ন, তাহাহইলে তাঁহাদের খামখিয়ালির পোষকতায় মুস্‌লিম সমাজের সর্বজনমান্য ইমামগণকে লইয়া টানা টানি করার পরিবর্তে নিজস্ব বিদ্যাবুদ্ধি ও মনীষার অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া তাঁহাদের স্বয়ং অগ্রণী হওয়া উচিত আর যদি তাঁহারা মুস্‌লিম বিদ্বান ও ফকীহগণের আশ্রয় লইয়াই চলিতে চান, তাহা হইলে প্রগতিবাদের মুখোশ খুলিয়া ফেলিয়া বিদ্বানগণের সিদ্ধান্তের সঠিক সন্ধান লাভ করিবার পদ্ধতি শিক্ষা করা কর্তব্য। উট্‌ পাখী হওয়ার কোন সার্থকতাই নাই। আধুনিক অজ্ঞতাভিমানী প্রগতিশীলরা আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন কি?

নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবনীয় দুর্মূল্যতা,

পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় নিত্যপ্রয়োজীয় সমুদয় দ্রব্য এরূপ দুর্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, জনসাধারণ দূরের কথা, মধ্যবিত্ত ও চাকুরিয়া সমাজের জীবনও একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে। বেতন ও পারিশ্রমিকের মানে কোনরূপ উন্নতি না হইলেও গতবৎসরের তুলনায় বর্তমান সময়ে সমুদয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য শতকরা অন্ততঃ ৪০৲ টাকা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। রেশনের চাউল পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি ও আত্মীয় বান্ধব বেষ্টিত গৃহস্থের পক্ষে যথেষ্ট হয়না কিন্তু কালোবাজারে উহার মূল্য মন প্রতি ৩৮৲ টাকা হইতে ৪৫৲ টাকা। চিনি সের প্রতি ২৲ টাকা। জ্বালানী কাঠের মন ৩৲ কয়লার মন ৩৵০, আলু, বেগুন ও পটলের দর সের প্রতি ১০আনা ১২আনা; পিয়াজ ১২আনা, কাঁচা লংকা একটাকা আট আনা, মসুরের ডাল ১৲ টাকা, সরিষার তৈল ৩টাকা চার আনা, নারিকেল তৈল ৬৲ টাকা। কেরোসিনের বাঁধা দর পাঁচ আনা সের হইলেও বাজারে বার আনার কমে পাওয়া যায়না আবার মাঝে মাঝে উহা উধাও হইয়া যায়। গরুর গোশ্‌তের সের দেড় টাকা ও খাশী আড়াই টাকা এবং ইলিশ ও রুই মাছের সের দাঁড়াইয়াছে তিন টাকা। রোগীর পথ্যের জন্য খুব ছোট ছোট মুরগীর বাচ্চা পাঁচশিকার কম মিলেনা আর অতিক্ষুদ্র কই মাছের কুড়ি হইতেছে আড়াই টাকা। শ্রমিক, গৃহস্থ চাকুরিজীবী এবং মধ্যবিত্ত সমাজ চারিদিকে সরিষার ফুল দেখিতে পাইতেছে, ইহাদের বাঁচিবার উপায় কে বলিয়া দিবে?

তর্জমান-সম্পাদকের কৈফিয়ত,

তর্জুমান-সম্পাদক ঈদুল আযহার দিবসে কয়েক-মাসের বিরতির পর বেদনাক্রান্ত হইয়া পড়ে। বেদ-নার পরবর্তী জ্বরের প্রকোপ উপশমিত হইতে না হইতে পুনরায় ১৪ই জিলহজ্জে তীব্রতর বেদনায় আক্রান্ত হইয়া ১৮ই জিলহজ্জ পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকে। ইতিমধ্যে দফতরের কর্মচারীগণ ও কতিপয় কম্পোজিটার ইন্‌ফ্লু-য়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়। পহেলা মুহার্‌রম হইতে সম্পাদক স্বয়ং ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে পতিত হয় এবং ১৩ই মুহার্‌রম পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ ২ বার গুরুতরভাবে আক্রান্ত হইয়া একান্ত দুর্বল ও পরিশ্রমে অক্ষম হইয়া যায়। ১৯শে মুহার্‌রম তারীখে পুনরায় পিত্তপ্রদাহে এরূপ ভয়ংকরভাবে অস্থির হইয়াপড়ে যে, যন্ত্রণার আতিশয্যে ৭মাস পর মর্ফিয়া ইন্‌জেক্‌শন গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ২৫শে মুহাররম পর্যন্ত জ্বর, বেহোশী ও অনাহারে কাটাইয়া ২৭শে তারীখে কার্যে মনোনিবেশ করিতে উদ্যত হয়, কিন্তু আল্লাহর অভিপ্রায় মানুষের ধারণার অতীত, ২৮শে মুহাররম পুনরায় প্রবলতর বেদনার সম্মুখীন হইয়া তর্জুমান সম্পাদককে আবার মর্ফিয়ার আশ্রয় লইতে হয়। তর্জুমানের নব নিযুক্ত সম্পাদক মওলবী ফয্‌-লুল হক সেলবর্ষী সাহেবও ঈদুলআয্‌হার পর হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ যাবৎ ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাশায়ী থাকেন। ইদানীং কয়েক দিন হইতে তিনি পুনরায় অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ প্রতিকুল অবস্থায় তর্জুমানুলহাদী-ছের প্রকাশনা আদৌ সম্ভবপর ছিলনা, তথাপি আল্লাহর অশেষ অনুকম্পায় অত্যন্ত বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও ইহা পাঠকদের দ্বারস্থ হইতেছে। আশা করি গ্রাহকবর্গের নিকট আমাদের এ-কৈফিয়ত গ্রহণ-যোগ্য বিবেচিত হইবে।

www.ahlehadeethbd.org

কষ্টিপাথর

(নক্কাদ)

পশ্চিম পাকিস্তান জমঈয়তে আহ্‌লেহাদীসের উদ্যোগে পরিচালিত 'মক্‌তবয়ে সলফীয়া' কর্তৃক কতকগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ অনুদিত সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তিকার সংক্ষিপ্ত পরিচয় তর্জুমানের বিগত কয়েক সংখ্যায় কষ্টিপাথর স্তম্ভে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমান সংখ্যায় আর দুখানা গ্রন্থের সহিত পাঠক বর্গকে পরিচিত করা হইতেছে:

হায়াতে ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল

(উর্দূ অনুবাদ)

حیات امام احمد بن حنبل

تالیف : محمد ابوزهره -

پروفیسر لا کالج، فواد یونیورسٹی - مصر -

সাইজ: সুপার রয়াল অক্টভ, ৫০৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, মূল্য দশ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। প্রাপ্তিস্থান:— মক্‌তবয়ে সলফীয়া, শিশমহল রোড, লাহোর।

মূলগ্রন্থ মিসরের ফওয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শাস্ত্রের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবুযুহরা কর্তৃক আরাবী ভাষায় প্রণীত এবং সৈয়দ রঈস আহমদ জা'ফরী কর্তৃক উর্দূ ভাষায় অনুদিত।

ইমাম আহ্‌মদ বিনে হাম্বল আহলে সুন্নতগণের ইমাম, ইস্‌লামের অন্যতম স্তম্ভ! ইমাম শাফেয়ী সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, ইমাম আহ্‌মদ অষ্টবিধ বিদ্যার ইমাম: তিনি হাদীসের ইমাম! তিনি ফিক্‌হের ইমাম! তিনি ভাষাতত্ত্বের ইমাম! তিনি কোরআনের ইমাম! তিনি ত্যাগের ইমাম! তিনি বৈরাগ্যের ইমাম! তিনি সাধুতার ইমাম! তিনি সুন্নতের ইমাম! এহেন অনন্যসাধারণ পুরুষের উল্লেখযোগ্য জীবনী বাংলার কেন এযাবৎ উর্দূ ভাষাতেও সংকলিত হয় নাই। এই লজ্জাকর অভাব বিদূরিত করার জন্য 'মক্‌তবায় সলফীয়া' উস্‌তায আবু যুহরা কর্তৃক প্রণীত 'হায়াতে আহ্‌মদ' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ করাইয়াছেন। সাধারণ চরিতকারগণের রীতির বিপরীত উস্‌তায আবু যুহরা ইমাম সাহেবের জীবনবৃত্তান্তের তুলনায় তাঁহার প্রবর্তিত ফিক্‌হী স্কুলের এবং আকীদা ও অসূলের আলোচনা করিয়াছেন এই গ্রন্থে বিশদতরভাবে। গ্রন্থকার মু'তাযেলীদের পক্ষপাতিত্বে কোরআনের অনাদিত্ব সম্পর্কে ইমাম সাহেবের সহিত সুবিচার করিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পরিগৃহীত সরল আহ্‌লেহাদীস মযহবকে বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তের বেড়াজাল দিয়া কণ্টকিত করিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু প্রত্যেকটি কাঁটায় জ্ঞান সাধনার যে পুষ্পস্তবক তিনি সজ্জিত করিয়াছেন, তাহার সৌরভ ও সৌন্দর্যে দিঙমণ্ডল মোহিত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ তথ্যপূর্ণ জীবনকথা আমরা ইতিপূর্বে আর পাঠ করার সুযোগ পাই নাই। অনুবাদের ভাষা মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল! মওলানা হানীফ ভুজিয়ানী সাহেবের টিকা গুলি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হইলেও সোনায় সোহাগা সদৃশ্য। বিদ্বানগণে মধ্যে এই গ্রন্থ সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস আছে।

অসূলে তফসীর

(উর্দূ অনুবাদ)

اصول تفسیر - تالیف شیخ الاسلام ابن تیمیه

ترجمهٔ اردو : مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی

ডবল ক্রাউন ১/৪ সাইজ, ১শতবার পৃষ্ঠা। মওলানা আবদুর রয্‌যাক মলীহাবাদী কর্তৃক অনুদিত। মূল্য বার আনা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান মক্‌তবয়েসলফীয়া—শিশমহল রোড, লাহোর।

কোরআনের তফ্‌সীরের বিদ্যা অতিশয় দুরূহ। সত্য ও মিথ্যা রেওয়ায়তের সংমিশ্রণ, শব্দার্থ ও অবতরণের কারণ লইয়া বিদ্বানগণের মতভেদ, তফ্‌সীর সম্পর্কিত হাদীস সমূহের পরিচিতি, বিদআতী মতবাদের অনুপ্রবেশ ইত্যাদি জটিল বিষয়ের সমাধান প্রগাঢ় জ্ঞানগরিমা ও প্রখর ধীশক্তি সাপেক্ষ। কোরআনের তফ্‌সীর শাস্ত্রে শায়খুল ইস্‌লাম ইব্‌নে তয়মিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবিদ্বান ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কথিত হয় যে, যে হাদীস ইব্‌নে তয়মিয়া অবগত নন, তাহা হাদীস নয়। অথচ হাদীসই তফ্‌সীর বিদ্যার শ্রেষ্ঠতম ও প্রধানতম উপাদান। কোরআনের তফ্‌সীর সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের জওয়াব স্বরূপ বিভিন্ন সংক্ষিপ্ত সূত্রের অবতারণা করিয়া শায়খুল ইস্‌লাম একখানি মূল্যবান পুস্তিকা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহারই সরল ও প্রাঞ্জল উর্দূ অনুবাদ 'মক্‌তবায় সলফীয়া' প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ হাদীস-বিরোধী দলেরও বহু সন্দেহের ইহাতে সমাধান রহিয়াছে। মওলানা হানীফ ভুজিয়ানী সাহেবের টিকা সম্বলিত। কোরআনের পাঠকদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়।

www.ahlehadeethbd.org